

নেপালী ছবি



খোঁৰাং তেছোৰ্গুতিৰ্দাক্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং ।
মানমীশ্বৰভাবশ্চ ক্ৰাভ্যং কৰ্ম্ম স্বভাবজং ॥



শ্ৰীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়
প্ৰণীত



সম্বাদদেব মুখোপাধ্যায় কৰ্ত্তৃক প্ৰকাশিত
ডা বিপ্লৱনাথ ষ্টেচফণ্ড অফিচে প্ৰকাশকৰ
নিকট প্ৰাপ্তব্য ।



চুঁচুড়া, বুদ্ধোদয় যত্ন
১৩২৩ সাল



মূল্য ১০ বাৰ আনা মাত্ৰ

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত
এবং চুঁচুড়া বিশ্বনাথ ট্ৰেষ্টেণ্ড অফিচে প্রকাশকের
নিকট প্রাপ্তব্য।

চুঁচুড়া বুধোদয় ঘৰে
শ্রীৰাজকুমার সেন কর্তৃক মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন ।

এডুকেশন গেজেটে ১৩১২ সালে অনেকগুলি প্রবন্ধ “নেপালী ঔর্ধ্বা” নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেইগুলিই কিছু পরিবর্তিত এবং অনেকটা পরিবদ্ধিত হইয়া প্রকাশিত হইল ।

লেখক ।

ভূদেব গ্রন্থাবলী ।

পুষ্পাঞ্জলি (দ্বিতীয় সংস্করণ)	১০
পারিবারিক প্রবন্ধ (৭ম সংস্করণ)	১২
ঐ উপহার ক্ষুদ্র (৮ম)	
মুশিলাবাদী গরদে বাধাই	১১০
সামাজিক প্রবন্ধ (৪র্থ সংস্করণ)	১১০
আচার প্রবন্ধ (২য় সংস্করণ)	১২
বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ (ঐ)	১০
ঐ ২য় ভাগ [তত্ত্বের কথা প্রভৃতি]	১০
অপ্সর ভারতবর্ষের ইতিহাস	১০
বাঙ্গালার ইতিহাস ৩য় ভাগ	১০
ঐতিহাসিক উপন্যাস [পঞ্চম সংস্করণ]	১০
পুরাবৃত্তসার	১৮০
গ্রীস ও রোমের ইতিহাস	১৮০
ইংলণ্ডের ইতিহাস	১০
শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব	১২
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান	১২

উপরোক্ত পুস্তকগুলি এবং সংক্ষিপ্ত ভূদেব জীবনী (১৮০) একত্রে আমার নিকট লইলে বিশ্বনাথ ট্রেষ্টফণ্ডের দলিলের ছাপান নকল সহিত তিনখণ্ডে বাধান ১০২ টাকায় দিব । ডাকমাণ্ডল ও ভি পি পার্সেল খরচা ৫০ মোট ১০৮০ পড়িবে ।

বিশ্বনাথ (দাতব্য) ট্রেষ্টফণ্ডের অপর পুস্তকাদি :—

[সংক্ষিপ্ত] ভূদেব জীবনী	১৮০
সদালাপ নং ১	৫০
ঐ ২	৫০
অনাথবন্ধু [উপন্যাস]	১১০
নেপালী ছাত্র	৫০
এডুকেশন গেজেট—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	২২

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় ।

বিশ্বনাথফণ্ডের কর্মচারী—হুঁহুকা ।

নেপালি ছত্রি ।

প্রথম অধ্যায় ।

(যোদ্ধা ও যুদ্ধবিদ্যা ।)

রুস-জাপানীয় যুদ্ধের (১৯০৪-১৯০৫) আলোচনা উপলক্ষে কোন ইংরাজ লেখক একখানি সাময়িক পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন “পৃথিবীর সকল জাতীয় মৈত্রীই কখন না কখন রণস্থলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছে—কেবল জাপানী সামুরাই এবং গুর্খা-ছত্রী তাহা কখনই করে নাই।”

স্বাভাবিক সঙ্কে মহাতারতের কথা—“ক্ষত্রস্যোরসি ক্ষত্রং পৃষ্ঠে ব্রহ্ম ব্যবহিতং”—ক্ষত্রিয়ের বুকের দিকে ক্ষত্রিয় ভাগ, উহার পৃষ্ঠে ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় নিজের বুকে আঘাত লইতেই অধিকারী, পলায়নপর হইয়া পৃষ্ঠে আঘাত পাইবার পথে নিজেকে ফেলিলে তাহাকে ব্রহ্মহত্যার পাতকভাগী হইতে হয়। ফলতঃ ব্রাহ্মণ (অপর জাতির পক্ষে পাদ্রি, মোল্লা বা ফুজি) রক্ষার জন্য অর্থাৎ জাতীয় ংর্ষ ও শাস্ত্রব্যবহারক্ষার জন্য—প্রকৃত বীরপুরুষেরা রণ-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া প্রাণ দিয়া থাকেন।

সে যাহা হউক, গুর্খা ও জাপানী “কেহই” কখন কোথাও রণস্থলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নাই, একপ উচ্চ প্রশংসা একেবারেই সঠিক ঐতিহাসিক সত্য না হইলেও জাপানী ও গুর্খা রেজিমেন্ট যে যুদ্ধে হারিবাব মত হইয়া পড়িলে সাধারণতঃ দাঁড়াইয়া মরে—*পলায় না—ইহা সকলেই স্বীকার করেন। রুসজাপানী যুদ্ধে পোর্ট আর্থার প্রভৃতি বহু স্থলেই জাপানীঘেরা রেজিমেন্টের পর রেজিমেন্টে মৃত্যুমুখে সোজা চলিয়া গিয়াছে—কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। গুর্খার সর্বপ্রধান যুদ্ধে—প্রবল প্রতাপ ইংরাজের সহিত যুদ্ধে(১৮১৫)—গুর্খা ছত্রি যে অটল সাহস দেখাইয়াছিল, তাহা বিজেতা ইংরাজকে একেবারেই মুগ্ধ করে—সেই জন্তই শিখ, পাঠান, অযোধ্যার ব্রাহ্মণ, সাধারণ রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয় ও তেলিঙ্গা বীর সকল ইংরাজের স্বীয় অধিকারে লক্ষ লক্ষ থাকিতেও ভারত গবর্ণমেন্টে নেপাল অধিকার হইতে বহুসংখ্য গুর্খা সিপাহী সংগ্রহ করিয়াছেন—এমন কি নেপালের আয়তন ও অধিবাসী সংখ্যা ধরিলে উহা হইতেই ইংরাজের সিপাহী সংগ্রহের অল্পপাত অপর সকল প্রদেশ অপেক্ষা অধিক।

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে হিন্দুর একটু স্বাধীনতা একমাত্র নেপালেই আজও আছে। মুসলমানের তুর্ক হুলতান,

* ওয়াটালুর যুদ্ধে নোপোলিয়ান বোনাপার্টি পরাজিত হইয়া পলাইলে তাঁহার অজ্ঞেয় গাড় সেনার হতাবশিষ্টদিগকে প্রাণভিক্ষা দিতে চাওয়া হয়। উহারা উত্তর দেয় “গাড় অল্প ত্যাগ করিয়া অল্প সমর্পণ করেন। গাড় মরে।”

পারস্যের সাহ, আফগান আমীর, এখনও স্বাধীন । ইঁহারা সকলেই হীনপ্রভ হইতেছেন বটে তথাপি আজও উঁহারা স্বাধীন বলিতে হইবে। নেপালের স্বাধীনতা রক্ষা ইংরাজের বন্ধুতায়ই রহিয়াছে । নচেৎ কেহই এমন মনে করিতে পারেন না যে যতই সাহসী হউন । সুষ্ঠিমৈত্র স্বাধীনতাপ্রিয় ২৫ হাজার বোয়ার যেমন ইংরাজের (বিরাট সাম্রাজ্যের কানেডা অষ্ট্রেলিয়া, ভারত প্রভৃতি সকল অংশ হইতেই সংগৃহীত) আড়াই লক্ষ গোরা সৈন্তের প্রাবনে ভাসিয়া গেল—সুষ্ঠিমৈত্র স্বাধীনতাপ্রিয় নেপালি ছাত্র সেইরূপ ইংরাজের লক্ষাধিক গোরা সৈন্ত এবং লক্ষ লক্ষ সিপাহী সৈন্তের প্রাবনে সেইরূপ ভাসিয়া যায় না । কিন্তু নেপাল দরবার ইংরাজের প্রথম আফগান যুদ্ধের ক্ষতির সময়ে বা ভয়ঙ্কর শিখযুদ্ধের সময়ে ইংরাজের বিরুদ্ধে লাগিবার চেষ্টা করেন নাই, বরং উঁহাদের এদেশে সর্বাপেক্ষা বিষম দুর্দিনে—মিউটিনির সময়ে—সৈন্ত দিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইংরাজকে সাহায্যই করিয়াছেন এবং ইংরাজের প্রভুভক্ত উৎকৃষ্ট সিপাহী সৈন্তপ্রাপ্তির সুবিধা জন্মই ঘরাবরই স্বদেশ হইতে বহুসংখ্য গুর্খাকে ইংরাজের চাকুরি করিতে আসিতে সম্পূর্ণ অমুমতি দিয়া রাখিয়াছেন ।

ইংরাজও এই অসামান্য জাতীয় বন্ধুত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়া নেপালের রাজপুরুষদিগের গৃহবিবাদে ও নিষ্ঠুর রক্তারক্তি ব্যাপারে একটুও হস্তক্ষেপ করেন না । নেপালের গৃহ

বিবাদে হাত দেওয়ার একমুখী সুবিধা গরীবদাই পাইয়াও প্রথম নেপাল যুদ্ধের পর হইতে ইংরাজ যেকোন প্রদাসীকৃত অবলম্বন করিয়া থাকেন, এতটা সংশয় অপর কোন দেশের সম্বন্ধেই ইংরাজ কখন দেখান নাই। সা মুন্সী ও দেশ অহম্মদের বিবাদ, শের আলি ও আবদুর রহমানের বিবাদ, ইংরাজকে আফগানিস্থানে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। আফগানেরা সমরকুশল, সাহসী, স্বাধীনতাপ্রিয়। উহারা সংখ্যায় ওখাছত্রি অপেক্ষা অনেক অধিক। দেশ ও পার্বত্য। কসীরা ও পারস্যের অধিকার দিয়া ওখানে উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদির আমদানীর সুবিধাও অধিকতর আছে। সেখানে ইংরাজ বারে বারে হস্তক্ষেপ করিলেও অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী নেপালের ব্যাপারে কখনই যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, ইহা বন্ধুত্বের খাতির ভিন্ন অন্য কোন কারণেই নহে।

এসিয়ার মধ্যে এক্ষণে সর্বোৎকৃষ্ট যোদ্ধার স্বাধীন দেশ, জাপান, নেপাল, আফগানিস্থান ও তুরস্ক। ভারতে এবং অন্যান্য দেশে সমরপ্রিয়জাতি সকল আছে এবং ভারতের সিপাহী লৈল যে অত্যুৎকৃষ্ট তাহা গিণর যুদ্ধে ও চীনযুদ্ধে এবং ইরুরোপীয় মহাসমরে (১৯১৫) জগৎসমীপে প্রকাশিত হইয়াছে।

ফলতঃ সমরকুশলতা ও সাহস কোন জাতির একচেটিয়া নয়। মহুষ্যমাত্রেই যুদ্ধকুশল প্রাণী। শ্রীভগবান মহুষ্য-ক্ষিপ্তকে ইতর জন্তুর আদ্যদন্ত, শৃঙ্গ, নগ প্রভৃতি অস্ত্র দেন

নাই ; কিন্তু ছুই পায়ে দাঁড়াইয়া ছুই হস্তের সম্পূর্ণ ব্যবহারে সুবিধা দিয়াছেন এবং বুদ্ধি দিয়াছেন । ঢেলা, পাথর, লাঠি হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য মাজেই অস্ত্র শস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া লইতেছে । জন্মগুণেই একটু সাহস ইতর জীবজগী মনুষ্য মাজেরই আছে । শৃগাল কুকুর বানর, সাপ প্রভৃতি তাড়াইতে বাল্যকাল হইতেই মনুষ্যশিশু শিক্ষা পায় । তাহা করিতে কেহ মনেও করে না যে সাহসের কাজ করিতেছে ! সেইরূপ রীতিমত শিক্ষা পাইলে যে কেহই সৈন্তের কার্য করিতে পারে । কাহার শীঘ্র ও সম্বর শক্তির সুরণ হয় । কাহার সিদ্ধি একটু বিলম্বে হয়, যে যতটা অগ্রসর হইয়া আছে ।

খালি পায়ে অস্ত্রকারে যাহারা সাপের ভয় না করিয়া জঙ্গলে চলিতে পারে, ঝোড় হইতে বাঘ ঠেঙ্গাইয়া বাহির করে ক্ষুদ্র নৌকায় বৃহৎ নদীর পাড়ি দেয়, তাঁহারা দেখিতে খুব নিরীহ হইলেও একেবারে সাহসহীন নয় ।

সে যাহা হউক মুসলমানের তুর্ক আরব বুদ্ধি, মুর ও পাঠান ; হিন্দুর গুর্খা, শিখ, রাজপুত মারাঠা, ডোগ্বা, জাঠ ও ব্রাহ্মণ ; বৌদ্ধের বর্ম্মি, মাধু মোঙ্গলীয় ও জাপানী ; খৃষ্টানের ইংরাজ, ফরাসি, জার্মান, সুইস, রুসীয় ও মার্কিন — ইহারা সকলেই সাহসী ।

খৃষ্টান ইদানীন্তনকালে যে সর্ব্বত্র প্রবল হইয়াছেন তাহা খৃষ্টধর্ম্মের বা ইউরোপবাসের গুণে নহে । তাহা হইলে রুসীয় জাপানীর নিকট হারিত না । উহা ইউরোপ-

শীঘ্রদিগের অক্ষুণ্ণ যুদ্ধকার্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া দল বন্ধনের অভ্যাসের এবং যুদ্ধবিদ্যায় ও যুদ্ধাস্ত্রের উৎকর্ষসাধন জন্ত । বিশেষতঃ ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণের সর্বপ্রযত্নে যুদ্ধাস্ত্রের উৎকর্ষসাধনে চেষ্টার জন্ত ।

যখন প্রাথমিক মুসলমানদিগের যুদ্ধকার্যে ধর্মনিষ্ঠ উচ্চশ্রেণীর লোক সকল নিযুক্ত হইয়াছিলেন তখন সিরিয়া মিসর, পারস্য, ভারত, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন অতি সহজে ও সহজেই উহাদের অধিকৃত হয়। পৃথিবীতে ইংরাজের ও রুসিয়ার অধিকারবিস্তার আরবদিগের অধিকারবিস্তার অপেক্ষা শীঘ্র বা সহজে হয় নাই। তখন ক্রুসেড যুদ্ধে আগত সমগ্র ইয়ুরোপের বলই তুরস্ক ও মিশরের মুসলমানেরা ব্যর্থ করিতে পারিয়াছিলেন। এমন কি তুর্ক জলযুদ্ধে ও স্থলযুদ্ধে উৎকর্ষলাভ করিয়া রোড্‌স অধিকার এবং ইয়ুরোপের মধ্যস্থল, ভিয়েনা পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়াছিল। তখন অস্ত্র সরঞ্জাম সমরকৌশল বা গৈনিক ব্যবস্থা কিছুতেই মুসলমান ইয়ুরোপীয় অপেক্ষা হীন ছিলেন না। টনিডো ও ডামাস্কাসের বন্দ ও তরবারীই ইয়ুরোপে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইত ।

সেইরূপ এক সময়ে পোর্টুগীজ যোদ্ধা ভূমণ্ডলে অতুল্য হইয়া পড়িয়াছিল—স্পেনীয় পাদাত সৈন্যও একদিন জয় ও করাসিরও পক্ষে অজেয় বলিয়া স্বীকৃত ছিল। উহাদের লইয়া ডিউক অফ্‌ আলভা ষষ্টিসংখ্যক যুদ্ধজয় করিয়াছিলেন। কখন পরাজিত হইয়া নাই। ফ্রান্স (১৮৭১) প্রুসিয়ার

হস্তে পরাজিত হইল—আলসেশ লোরেন নামক দুইটা প্রদেশ ছাড়িয়া এবং ২০০ কোটি টাকা দণ্ড দিয়া হীন শক্তি করিল, কিন্তু উহারই সৈন্ত নেপোলিন বোনাপার্টের সময়, এক লগুন ভিন্ন ইয়ুরোপের অন্য কোন্ রাজধানীতে জয়ডকা বাজাইয়া প্রবেশ করে নাই? ফলতঃ যখন যে জাতির মধ্যে আত্মোৎসর্গ অধিক, বিলাসিতা কম, যুদ্ধ বিদ্যার এবং সাধারণতঃ কার্য্যকরী সকল বিদ্যার চর্চ্চা অধিক—এবং “কোন বিশেষভাবে প্রণোদিত হইয়া জাতীয় একাগ্রতা উখিত” হইয়া উঠিয়াছে তখনই সেই জাতি বিশেষরূপে প্রবল হইয়াছে ।

ইংরাজের দেশে ক্রমভঙ্গের লৌহ পার্শ্বকের ত্রায় সৈন্ত বোধ হয় ইয়ুরোপের মধ্যে কখন প্রস্তুত হয় নাই । অমহুরমানের যুদ্ধ (১৮৯৮) যে ষোড়শ সহস্র মুসলমান দরবেশ সৈন্ত জেনারেল কিচেনার পরিচালিত সৈন্তের ম্যাগাজিন রাইফলের অগ্নিবৃষ্টির দিকে বর্ষামাত্র হস্তে অগ্রসর হইয়া সমূলে বিনষ্ট হইল, কিন্তু পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল না, উহারা পূর্বকালের সেই প্রাথমিক আরব-বীরদিগের প্রকৃতি জীবন্ত চিত্র দেখাইয়া দিয়াই গেল, সাহসে এবং ধর্ম্মোন্মাদে উহারা লৌহ-পার্শ্বকদিগের অপেক্ষা কম ছিল না । “উহারা সেই বহু শত বৎসর পূর্বের সাহস দেখাইল বটে, কিন্তু সেই প্রাচীন অস্ত্র এবং প্রাচীন সরল হাতাহাতি যুদ্ধকালের ব্যবস্থাই দেখাইল ! নূতন অস্ত্র ও নূতন যুদ্ধ-কৌশলের শিক্ষা উহারা পায় নাই । কিচেনারের সৈন্ত



নেপালি ছত্রি ।

উহাদেরই শ্রায় অজ্ঞধারী হইলে যে দাবান্নির মুখে ভূগবৎ দগ্ধ হইয়া যাইত, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। ফলতঃ যেখানে বিলাসিতা প্রবেশ করে নাই, উদ্যম এবং সাহস উভয়পক্ষেই কতকটা আছে, সেখানে “বিদ্যা এবং উদ্যোগ যার বল তার।”

নেপালের উল্লেখে এককথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, নেপালী ছত্রিতে আজও বিলাসিতা প্রবেশ করে নাই। উহার সাহস ও স্বাধীনতাশ্রিয়তা অতুল্য ; কিন্তু জাপানীর শ্রায় নেপালী আফিসার বিজ্ঞানাত্মকলন করে নাই। যুদ্ধ বিজ্ঞার ও শস্ত্রসজ্জায় নেপাল এখন জাপানী ও ইয়ুরোপীয় অপেক্ষা অনেক পরিমাণেই পশ্চাৎপদ। সে সম্বন্ধে তুর্ক এবং আফগান বরং একটু ভাল অবস্থায় আছে। তাহারা ইয়ুরোপীয় মিজীর সাহায্যে অস্ত্র প্রস্তুতের কারখানা করিয়াছে এবং ইয়ুরোপে প্রস্তুত অস্ত্রও অনেক খরিদ করিয়া রাখিয়াছে। তুর্ক ইউরোপের ভিতরে থাকায় উহার সেনাপতিগণও অনেকটা ইয়ুরোপীয় ধরণের উন্নত যুদ্ধবিজ্ঞায় পারদর্শী। নেপালের উপর রুসিয়ার আক্রমণের সম্ভাবনা নাই। তুর্ক ও আফগান রুসীয়ার ভয়েই সর্বদা সশঙ্কিত ও বটে স্তম্ভিত ও বটে। নেপালের যে একমাত্র প্রবল শত্রু হইতে পারে সেই ভারত গবর্ণমেন্টই উহার পরম মিত্র। নেপালের সে অস্ত্র সর্বদা যুদ্ধবিজ্ঞার শিক্ষাগতির প্রয়োজনই বোধ হয় নাই যুদ্ধের সাধ এবং যুদ্ধ শিক্ষার সাধ ইংরাজের চাকুরি করিয়াই সাধারণ গুৰ্বা

কতকটা মিটাইতেছে এবং আনন্দ লাভ করিতেছে ।
 গুর্খা আফিসারের উচ্চযুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার সুবিধা নাই । অক্ষ
 বাহাদুর বিলাত দেখিয়া আসার পরও দু দশ জন গুর্খা
 আফিসারকে অল্প প্রস্তুত ও যুদ্ধ কার্য্য শিক্ষার ক্ষমতা ইংলণ্ডে
 প্রেরণ ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই । বিদেশ হইতে যুদ্ধ
 বিদ্যা আনয়ন আপানীই এশিয়া মধ্যে করিয়াছে বলিতে
 হইবে ।

ইংরাজ যখন প্রথমে এদেশে আসেন এবং বিভিন্ন
 রাজ্য ও নবাবদের পক্ষ গ্রহণ করিয়া এ দেশের বিবাদ
 বিসম্বাদিতে লিপ্ত হইতে থাকেন, তখন ইউরোপীয় যুদ্ধ
 বিদ্যা এ দেশীয় যুদ্ধবিদ্যা অপেক্ষা সামান্তরূপে মাত্র উৎকর্ষ
 লাভ করিয়াছিল এবং তোপ বন্দুক ও উভয়েরই কিয়ৎ
 পরিমাণে একরূপ ছিল । মোগল বাদশাহেরা তুর্ক সৈনিক
 ও কারিগরের ব্যবহার করিতেন । চতুর্দশ লুই'র যুদ্ধ
 সকলের সময় হইতে ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের মহাসময়ের
 দাক্ষণ্য জাতীয় সংঘর্ষ পর্য্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে যুদ্ধবিদ্যা
 উৎকর্ষ লাভ করিয়া আসিতেছিল । মহম্মদীয় যুদ্ধদানের
 যুদ্ধোপযোগী তোপ সকলের “বিশেষ” উন্নতি ভূতপূর্ব
 “আটিলারি আফিসর” সম্রাট নেপোলিয়ানের উৎসাহ দ্বারা
 ঘটিলে—ইউরোপীয় যুদ্ধবিদ্যা তুর্কের যুদ্ধবিদ্যার উপরে
 উঠিল—তখন আর সাক্ষাৎ ইউরোপীয়দের সাহায্য ব্যতীত
 অধু বাদসাহদিগের আনীত শিক্ষিত তুর্কের দ্বারা এ দেশে
 যুদ্ধ বিদ্যায় উৎকর্ষ সম্ভাবিত রহিল না । পদ্ধতিতে শিখ

বসিয়া গেলে এবং প্রকৃতপক্ষে ভারতে হিন্দুশক্তিরই একবার পুনরুত্থান হইলে স্থলপথ দিয়া ভারতের সহিত তুর্কের সংস্রবও কমিয়া গেল। তখন হইতেই সিক্কিমা, হোলকার, টিপুসুলতান, নিজাম ও রণজিৎসিংহ সকলেই ইয়ুরোপীয়—প্রধানতঃ ফরাসি—আফিসর রাখিয়া উৎকৃষ্ট সিপাহী সৈন্য প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইলেন। উচ্চ শ্রেণীর আফিসরের বিদ্যাটা কিন্তু ইয়ুরোপীয়ের মধ্যেই রহিয়া গেল ! শিখ, মহারাষ্ট্রীয় বা দক্ষিণী মুসলমান উহা নিজেদের আয়ত্ত করিয়া লইতে চেষ্টাও করিলেন না—পারিলেনও না।

জাপানী ওরূপ করেন নাই। উহারা স্বজাতীয় “সাধ’রণ সৈনিককে” ভিন্নজাতীয় বা ভিন্নধর্মাবলম্বী ইয়ুরোপীয় আফিসরের “অধীনস্থ” কোন মতেই করেন না। ওসমানলি তুর্ক সৈনিক মুসলমান ভিন্ন অপর ধর্মাবলম্বীর নিকট কাও-মাজের “হুকুম” লওয়াও অবমাননাকর জ্ঞান করিতেন। মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিলে এবং মুসলমানী নাম (মহম্মদ আলি পাশা) গ্রহণ করিলে তবে স্থলতান রুম তুর্কক যুদ্ধ কালে জেরারেল ক্রুডনারকে তাঁহার সৈন্য পরিচালনার অধিকার দিয়াছিলেন। (১৮৭৭—১৮৭৮)। আফিসারদের শিক্ষা ইয়ুরোপীয় “শিক্ষকের” নিকট জাপানী লইয়া থাকে, এবং তদ্বারা বিদ্যাটা নিজেদেরই করেন। এরূপ কুরায় সাধারণ সৈন্তেরা বিদেশীদের হুকুম মানিতে “অভ্যস্ত” হইয়া পড়ে না। উহাদের আত্মমর্য্যাদাবোধ সম্পূর্ণ-

রূপে “অক্লম” থাকে। উহারা ভিন্নজাতীয়ের হুকুম মানিতে অভ্যস্ত হইয়া স্বাধীনতা বিসর্জনের “অর্দ্ধেক পথে” অগ্রসর হইয়া যায় না।

পঞ্জাবযুদ্ধের কয়েকবর্ষ পরেই শিখ যে মিউটিনির সময় আগ্রহের সহিত ইংরাজের সিপাহী হইতে আসিতে পারিয়াছিল ইহাই তাহার অস্তিত্বের কারণ। পঞ্জাবী শিখ নিজের রাজার অদূরদর্শী ব্যবস্থায় “বিদেশী” ফরাসি আফিসরের হুকুম মানিতে অভ্যস্তই ছিল। “উহাদের” উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রণক্ষেত্রে পরিচালিত হইত। ঘোর, ফের, দোড়াও, গুলি কর, সজিন চড়াও ইত্যাদি হুকুম কলের পুতুলের ন্যায় অপর কমাণ্ডারের নিকট মানিতেছিল। সুতরাং যখন ফরাসির স্থানে ইংরাজ আফিসার আসিলেন তখন উহাদের চক্ষে বিশেষ “নূতন” কিছু ঘটিল না।

বল্কান যুদ্ধে (১৯১২) হারিয়া তুর্কের ইজ্জত বোধ অনেকটা কমিয়াছে। সে জর্জন আফিসরের অধীনে যুদ্ধ করিয়াছে (১৯১৫)। জাপান রুশ-যুদ্ধে বিদেশী ভলন্টিয়ার সৈন্য ত লয়ই নাই। আহত ও পীড়িতের চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার জন্যও বিদেশী কাহাকেও লয় নাই। শ্রীমতী সরলা দেবীর আহত শুশ্রূষার জন্য যাইবার আবেদন অগ্রাহ্য করে। আহতের ও পীড়িতের জন্য নগদ টাকার সাহায্য লইতে সত্র আপত্তি করে নাই। ফলতঃ জাতীয়কার্যের সর্ব-প্রধান অনুষ্ঠান আত্মরক্ষণ। উহা জাপানীরা পরহেতু

“একটুও” দিতে রাজী নয় । পরের সাহায্যে প্রকৃত পক্ষে
“স্বা”ধীনতা থাকে না ।

প্রথম নেপাল যুদ্ধের সময়েও ইংরাজের ভোগখানা
নেপালীদের অপেক্ষা অনেকগুণে উৎকৃষ্ট ছিল । এখনও
ভোগ বন্দুক বারুদ ও শিকার ও টেলিগ্রাফ রেলওয়ে বেলুন
আকাশগামী পোত প্রভৃতির গুণে বুদ্ধ সরঞ্জামের সর্ব-
বিষয়েই প্রভেদ অতিশয়ই অধিক ! ফলতঃ নেপালের
স্বাধীনতা ইংরাজ প্রীতি জন্তই রাখিয়াছেন । গুরুযাত্রাক্রমে
ইংরাজের সিপাহীগিরিতে অসংখ্য গুর্থার সংখ্যাও নেপালের
ষোট গুর্থার অধিবাসীর সংখ্যা ধরিলে “এখন” নিতান্তই
কম নয় । ইংরাজের সিপাহীগিরি করিয়া প্রায়ই গুর্থারা
দেশে ফিরিয়া যায় । কেহ কেহ জমি পাইয়া ইংরাজ
এলাকায় বাস করে । উহাদের স্বদেশপ্রিয়তা ভারতবাসী
অপর সকল জাতির অপেক্ষা অধিক এবং আত্মনর্যাদা
বোধও অধিক, কিন্তু তথাপি সকল বিষয় ভাবিয়া দেখিলে
ইংরাজের পক্ষে নেপাল জয় করা পূর্বাপেক্ষা অনেক পরি-
মাণে সহজ-সাধ্য হইয়া আসিয়াছে বলিতে হইবে । তবে
ইংরাজ যে অনর্থক নেপালের উপর আক্রমণ করিবেন না
ইহা নিশ্চিত । নিজেদের বিস্তার লোকক্ষয় সহিয়া গুর্থাদের
দুঃখে যাবিয়া নিঃশেষ করায় ইংরাজের লাভ কি ? স্বাধীন
গুর্থারা অসংসংখ্য রক্ষা করিয়া উহাদেরই কাজ সর্বত্র
ভালই করিতেছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।



(গুপ্তার উৎপত্তি)

“নেপালে একরূপ অসমসাহসী যোদ্ধার সৃষ্টি কোথা হইতে হইল ?”—এই প্রশ্নের আলোচনা করিতে গেলে সাধারণ ভাবে সকল দেশেরই কথা একটু ভাবিয়া দেখা উচিত।

ক্ষুদ্র গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় যে উহার দুইটি মাত্র নগরের লোকেরা—স্বলযুদ্ধকুশল স্পার্টায়েরা এবং জনযুদ্ধকুশল এথিনিয়েরা প্রবল পরাক্রান্ত এবং বিস্তীর্ণ পারসিক সাম্রাজ্যের সমস্ত বলকে বাধা দিতে পারিয়াছিল।

ক্ষুদ্র জাপান দ্বীপবাসীগণও প্রকাণ্ড কসীর সাম্রাজ্যকে সম্পূর্ণরূপেই নাকাল করিয়াছে।

অল্পসংখ্যক উৎসাহসম্পন্ন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যোদ্ধা যদি উৎকৃষ্ট অস্ত্রের ব্যবহার ভালরূপ শিক্ষা করে এবং উক্ত অস্ত্রের নেতার দ্বারা পরিচালিত হয় তাহা হইলে বৃহৎ বৃহৎ সৈন্যদলকে পরাজিত করিতে পারে।

ক্ষত্র সারভূতং সৈন্যং শত্রুজয়মহুরাগি চেৎ ।

অতিস্বল্পং শ্রিয়ে সৈন্যং বৃথেষয়ং যুগ্মমণ্ডলী ॥

ইহা সৰ্ব্বস্থলে এবং সৰ্ব্বকালে ক্রম সত্য ।

জাপানীর সহিত পৃথিবীর অন্য কোন জাতির তুলনা হয় না। উইারা “কখনই” পরাধীন হন নাই। একই বংশে আড়াই হাজার বৎসর সাম্রাজ্য শক্তি নিখুঁত চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং জাপানীর মধ্যে সাহসী ও অধীনতা স্বীকরে একান্তই অসহিষ্ণু বীরহৃদয়সম্পন্ন দলের “নিড়নি” হইয়া তাহাদের সংখ্যা হ্রাস কখনই হইতে পারি নাই।

রুমীয়াও একদিন তাতারের অধীনে ছিল। সুতরাং রুমীয়ার ভিতর হইতে সার্বোচ্চ অঙ্গের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্বাধীনতাশ্রিয়দলের “একবার” কতকটা নিড়ানি বা বাছিয়া বাছিয়া বিনাশসাধন হইয়াছিল। সেইরূপ যে যে দেশে কখনও “রিপু পদাঘাত করেছে ওয়ার” তাহাতেই ঐরূপ বাছাই বা “ভাল ও তেজস্বী লোকের কতক নিড়ানি” হইয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে রাজপুতানার মরুভূমি ও নেপালের পাহাড় ভিন্ন অন্য সর্বত্রই ঐ বাছাইয়ের কার্য পাঠান মোগল ইত্যাদির হস্তে বহু শত বৎসর ধরিয়া বহুল পরিমাণে সংঘটিত হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। শিখ মহারাজ্যের প্রধানে আবার মুসলমানের মধ্যের তেজস্বী দল অনেকে রণক্ষেত্রে মারা গিয়াছে। সুতরাং এই মহাদেশে ধর্ম, পারিবারিক ব্যবহার এবং সামাজিক নিয়মে হস্তক্ষেপ না করিলে সংস্কার এবং শান্তিপ্রিয়তা অবলম্বন পূর্বক পরোক্ষদৃষ্টি সহিত রাজনৈতিক অধীনতা-ভেদ অনেকটা সুখী থাকে, প্রধানতঃ একরূপ লোকই, (তেজস্বী দিগের মধ্যে যথেষ্ট ঝাড় ই বাছাই হইয়া,) বাকী

গ্রহিয়া গিয়াছে। ফলতঃ বাহারা পরের নিকট একটুও
ছাড় মোয়াইতে একেবারেই পারে না, তাহার যুদ্ধ (বা
অধীনতাপাশে যুদ্ধ হইয়া মনের "পরগরানিতে") যত্নমুখে
পতিত হইয়া গিয়াছে। যাহা কিছু পেকুণ বাকী উত্তর-
ভারতে ছিল তাহার অনেকটা মিটেটিনির সময়
(১৮৫৭, ১৮৫৮) ফুটিয়া বাহির হইয়া নিভিয়া গিয়াছে।

মকল দেশেই বিদেশীয় অধিকারে এই ঝাড়াই বাছাই
কার্য্য হয়। ব্রিটনদিগের মধ্যেও ঐ দশা ঘটয়াছিল।
রোমকের অধীনতার পালিত, রোমকভাবে শিক্ষিত খ্রিষ্টান,
একেবারেই আশ্চর্য্যকর অশক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম
নর্মান অধিকারে লাক্সানদিগেরও ঐ দশা একটু ঘটতে-
ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের শুভাদৃষ্টক্রমে ডেন, নর্মান ও
লাক্সন এক ধর্ম্মাবলম্বী এবং নিকট জাতিই ছিলেন।
উহারা মিশিয়া এক জাতি ও এক ভাষাবলম্বী হইয়া
পেলেন; অতরাং অধিকাংশ অধিবাসীর ভিতর হইতে
সাহসী ও তেজস্বী লোকের "নিড়ানির" কার্য্যটা থা যিয়া
গেল। যতটা ঝাড়াই বাছাই ফুটিয়াছিল তেতা ও
বিজিতের সংমিশ্রণে তাহার দোহ। অনেকটা কাটিয়া
গেল।

বহু শত বৎসর ধরিয়া এখন ইংলণ্ডের জুঁমি কোন
বিজয়ী বৈদেশিকের পদ-কলুবিত হয় নাই। অতরাং
উহাতে সাহসী ও তেজস্বী লোকের কোনই অসম্ভাব
নাই। তবে ইংলণ্ডের প্রকৃত হাড় ছিল "লৌহ পার্শ্ব"।

পিউরিটানদিগের দল । তাহাদের সমুচিত আদর না করিয়া ইংলও আপনায় সারভাগের কতকটা এক সময়ে মার্কিন-দেশকে দিয়া ফেলিয়াছিল । “পিলগ্রিম কাহাস” নামে উহারা অনেকে আমেরিকায় নিউ ইংলও গিয়া বাস করেন ।

বোয়ার যুদ্ধ সময়ে ইংরাজের অধীনস্থ কেপকলনির ওলন্দাজেরা বিদ্রোহ করিবে “বলিয়া”ছিল । কিন্তু প্রথমটায় বোয়ারের অত যুদ্ধ ভয় দেখিয়াও উহা “করিতে” তাহাদের সাহসে কুলায় নাই ! অরেঞ্জটেটে ও ট্রান্সভালের মুষ্টিমেয় বোয়ার যাহা করিল, বস্তুতঃই তাহার সিকির সিকিও কেপকলনির বহুগুণ অধিক ওলন্দাজের দ্বারা ঘট। অসম্ভব ছিল । উহাদের মধ্যে সেরূপ তেজস্বী লোক কোথায় ? সেরূপ তেজস্বী লোকেরা ত কেপকলনি ছাড়িয়া প্রথমে নেটালে ররে অরেঞ্জটেটে ও সর্বশেষে ট্রান্সভালে “সরিয়া” পড়িয়াছিল । কেপকলনির ওলন্দাজ অনেকটা “ভুব” সাজ—সামরিক শক্তি সবচে সার শস্য উহাদের মধ্যে ত ছিল না ! বোয়ারদের এবারের সরিবার স্থান থাকিলে সেই ধরণের পূর্ণ তেজস্বী হতাবশিষ্ট বোয়ারেরা ট্রান্সভাল ছাড়িয়া উত্তরে সরিয়া গিয়া আবার একটা স্বাধীন রাজ্য পত্তন করিত । এবারের সরিবার স্থান পাইল না—চারি দিকেই ইংরাজের অধিকার । সুতরাং পররাজ্য আমেরিকায় বা বাটেভিয়ায় সরিতে হইল । ইহারা মনে করেন যে কোন কালে বোয়ারগণ আবার দক্ষিণ আফ্রিকায়

ইংরাজের বিরুদ্ধে একবাক্যে ও মতেজে উঠিতে পারিতেন
তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভুল। বর্তমান সময়ের বোয়ারেরা বিজিত
হইলেও এক সময়ে স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিল সুতরাং
“উহাদের মধ্যে” কতক লোক গুমরাইয়া গুমরাইয়া “এফ-
বার” একটা সামান্য বিদ্রোহ করিলেও করিতে পারে;
কিন্তু উহাদের “পুত্রেরা ও পৌত্রেরা” তাহা সহজে জীব
“মনেও স্থান” দিবে না। “একটু” আদর পাইলেই গরিয়া
যাইবে। “আমল শকু হাড় ওরালা” তেজস্বী বোয়ার
অনেকেই মরিয়াছে অপর “জাতীয় নির্দোষকেই” আশ্রয়
করিয়া ইংরাজের সহিত মিশিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছে।
কলতঃ “খুব কম সংখ্যকই” দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বোয়ার এখন
“নিজেদের দেশে” গুমরাইতেছে। এই জন্যই “সামান্য”
দু একটা যে বিদ্রোহ হইতেও পারে, তাহাতে “বোয়ার
সাধারণ” যোগ দিবে না। *

শান্তির যে একটা সুখ আছে তাহা স্বাধীনতার ছাপকেও
টাকিয়া ফেলে। বোয়ারের মধ্য হইতে “ইররিকন-
সিলিয়েবীস” দিগের (কিছুতেই স্বাধীনতা

* ১৯: অক্টোবর মহাযুদ্ধকালে অল্প সংখ্যক বোয়ার
তাঁহাদের স্বপ্রসিক্ত সেনাপতি ডি ওয়েট্টের অধীনে বিদ্রোহী
হইয়াছিল। দূরদর্শী ইংরাজ বোয়ারদিগের প্রধান সেনা-
পতি বোথাকেই দক্ষিণ আফ্রিকার সভাপতি ও সর্কেনসর্গী
করিয়া রাখিয়াছিলেন; ইংলও হইতে কোন সৈন্যই
পাঠাইতে হয় নাই; বোথাই বিদ্রোহ দমন করিয়া দেয়া।

আসিতে মনকে বুঝাইতে পারে না—স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনরূপ রক্ষা নিশ্চিন্তির দ্বারা উহার একটুও কমি স্বীকার করিবে না) অর্থাৎ “স্বাধীনতা সম্বন্ধে একান্তই একান্তই মনের” নিড়ানি হইয়া পিয়াছে তাহাদিগের মধ্যে—“শান্তি-স্বথই পরম স্বথ”—এই ভাবপ্রণোদিত লোকই এখন অধিক। উহারাই “স্বাধীনতার পরিবর্তন” মধ্যে রক্ষা পাইবার সর্বোপযোগী উপযোগী। এই পরিবর্তন মধ্যে এই ভাবেই “রক্ষা” হয়।

আভ্যন্তরিক সংঘর্ষ অত্যাগ করিলে অল্প এক প্রকারের স্বাধীনতা আইসে। তাহা বাহ্য স্বাধীনতার তেমন জ্ঞান হয় না। ইচ্ছিয়া ও মন নিজের স্বাধীন হইলে আর কিছুই প্রয়োজনই থাকে না। ভারতবাসীর শান্তিপ্রিয়তার ভিতর ছুই প্রকারের কার্যই হইয়াছে; নিড়ানির ও সংঘর্ষের। “সংঘর্ষে” প্রকৃত শক্তি—হানি বুঝায় না। সেই অন্তঃসংঘাত শক্তিমান ব্যক্তিরা একমাত্র ধর্মের উপরই দৃঢ় লক্ষ্য রাখিয়া ধীর ও নিরীহভাবে “পৃথিবীর কয়টা দিন” কাটাইয়া দিয়া থাকেন। সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, কোন জাতির বা বর্ণের অভ্যুত্থান তাহারা লক্ষ্যই করেন না। কিন্তু “অন্তায় অত্যাচার” বাড়িয়া তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য “ধর্মের” সম্বন্ধে গুরুতর ব্যাঘাত হইলে—তখন “ধর্মের আর লহিবে না” বোধে তাহারা স্রীতগবানের নিকট মনের গভীর বেদনা নিবেদন করেন—তখন সেই নিরীহ ব্যক্তি-দিগের মধ্য হইতেই “কালাগ্নি সদৃশ কোষে ক্ষমতা

পৃথিবী সম” সহকারী প্রকৃত করিয়া কার্যোদ্ধার জন্য ভগবন্তোজ্জ্বল-সত্ত্ব মেতা আইসেন । মহাত্মা দ্বীচি, ভগবান পরশুরাম, মহারাজা পৃথু, শ্রীশ্রীরামচন্দ্র, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, গুরুগোবিন্দ সিংহ ও মহারাজা শিবজী প্রভৃতির নাম স্মরণ করিলেই অস্ত্রের বেচ্ছাচার ছুটে ক্ষত্রিয়ের, অবিদিত বেণ রাজার, রাজসের, বৌদ্ধের এবং (৮ বৈশ্যনাথ এবং ৮ বৈশ্যনাথের মন্দির ধ্বংসকারী ও হিন্দু প্রজার পীড়নকারী পরধর্ম্মঘেদী) যোগস সম্রাট আরাধীনের অত্যাচার বিক্রম ভাবে নিবারিত হইয়াছিল তাহা মনে পড়িবে । হিন্দুর সংঘত এবং সূভদ্র আদর্শ অতীব উচ্চ ; এবং ধৈর্য্য অপরিমিত । উহাদের ক্ষমানীলতার দ্বারাই উহারা অবনতি হইতে রক্ষিত ।

রাজপুতানার কথা উল্লেখ করিতে হইলেও বোম্বাই-দিগের দ্বারা “একত্রে স্বাধীনতাপ্রিয় দলের” উল্লেখ করিতে হয় । ভারতে মুসলমান অধিকার দৃঢ়ভাবে বসিলে উত্তর ভারতের সমগ্র যোদ্ধৃসমাজের মধ্য হইতে এই “একত্রে স্বাধীনতাপ্রিয়” দলের গোকেরা রাজপুতনার মরুভূমি ও আরবজীর পার্শ্বত্যা প্রদেশে এবং হিমালয়ের পার্শ্বত্যা প্রদেশে গিয়া স্বাধীনতা রক্ষা চেষ্টা করিয়াছিল এবং অনেকটাই তাহাতে সফলও হইয়াছিল । মরুভূমির অল্পকষ্ট ও অল্পকষ্ট বাহারা স্বীকার করিয়াছিল (পঞ্জাবের বা গঙ্গা যমুনা ছদ্মারের উর্বরভূমিতে অধীন হইয়া থাকিতে চাহে নাই) তাহারাই—“সেই বাছাই করা একত্রে

স্বাধীনতাপ্রিয় দলই”—রাজপুত্র বীরজের উজ্জল চিত্র পৃথিবীর ইতিহাসে আঁকিয়া গিয়াছে। উহারাই ভারত-বর্ষের ইতিহাসে ঐ সভ্যতার বোঝারের প্রতিক্রিয়া। আর যে অত্যন্তসংখ্যক আর্য্যবীরগণ হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে গিয়া স্বাধীনতা রক্ষা জন্য আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহাদেরই বংশধরগণ আজ নেপালের তেজস্বী ও রণহুর্মদ গুণী ছত্রি। রাজপুত্রানার ছত্রির কতকংশের সহিত কিছু ভীল মিশ্রণ দেখা যায়—নেপালেও মোঙ্গল বর্ণভুক্ত আদিম অধিবাসীদের সহিত একটু মিশ্রণ ঘটিয়াছে। বহুসংখ্যক আদিম দিগের মধ্যে স্থানিভাবে বাস করিলে তাহাদের সহিত অল্পাধিক মিশ্রণ অনিবার্য। প্রধানতঃ রক্ষিত দিগের স্ত্রী সন্তান সন্ততির ক্রমণঃ সৃজাত ও উচ্চ জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া মিশ্রণ সৃষ্টি করে। তবে হিন্দুর বর্ণ বিভাগ এইরূপ মিশ্রণকে বড়টা সঙ্কোচে রাখে, ততটা সঙ্কোচ বাধা অন্য কোন ব্যবস্থা দ্বারা ঘটা সম্ভব নহে।

বৌদ্ধযুগের পূর্বে হিন্দুর আমলও নেপালের পার্বত্য অঞ্চল বৌদ্ধদিগেরই হাতে ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই “মুসলমান প্রাধান্য অসহিষ্ণু” অনেক আক্রমণ ও ক্ষত্রিয়ার হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষ ভাবে প্রবেশ আরম্ভ হয়। যখন ঐ “বাছা বাছা স্বাধীনতাপ্রিয় হিন্দুর দল” পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয়লাভ জন্য প্রবেশ করিল, তখন নেপালের পার্বত্য অঞ্চল বহুসংখ্যক ক্ষত্র “হিন্দু-সংঘর্ষেই” পরিণত হইয়া গেল। সাহসী মোঙ্গলীয় বংশীয়

আদিম অধিবাসিগণের সহিত দূর প্রতিজ্ঞ ও সাহসী বাহ্য বাহ্য আক্ষণ ও ছত্রির কতকটা অংশের কিছু মিলন হইল। উইদেব বংশধরেরাও ছত্রি আখ্যাই পাইলেন। এখনও পূৰ্ণ আৰ্য্যমূৰ্ত্তি ও আৰ্য্যরক্ত সমন্বিত হিন্দু গৌরব অনেক বিস্তৃত উচ্চ বংশ যে মেপালে আছেন তাহা বলাই বাহুল্য। তাহাদের চেহারা সাধারণ পাহাড়ী লোক দিগের হইতে একেবারেই বিভিন্ন। তাহারাি প্রধানতঃ নেপালের নেতা। গুৰ্খা আক্ষণ ও গুৰ্খা ছত্রি উভয়েই উৎকৃষ্ট যোদ্ধা। কিন্তু নেপালের সমস্ত অধিবাসীর সংখ্যা ধরিলে “গুৰ্খার” সংখ্যা অধিক নহে। রণজিৎসিংহের শিখ সাম্রাজ্য যেমন বহুসংখ্যক সাধারণ হিন্দুর ও মুসলমান অধিবাসীর উপর অল্পসংখ্যক যুদ্ধকুশল শিখের আধাশ্রু স্থিতি করিত, নেপালে বৰ্ত্তমান গুৰ্খা রাজত্বও অনেকটা তদ্রূপ। আজও নেপালে মোগলবর্গভুক্ত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী (ইহারা ক্রমশঃই হিন্দু হইয়া আসিতেছে) আদিম পাহাড়ীয়ার সংখ্যাই অধিক। আৰ্য্য ক্রীস্প্পর উচ্চশ্রেণীর আক্ষণ বা ছত্রির সংখ্যা কম।

নেপালের অধিবাসীর সংখ্যা ঠিক জামা যায় না। আজও নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর ১৫ মাইলের অধিক দূরে কোন ইউরোপীয়ের বাইবার হুকুম নাই। কিন্তু নেপালের রাজারা কোন বিষয়ে “সাধারণ প্রজার” অনভিমত কার্য্য করিতে যখন অসম্মতি ঘাপন করেন তখন বলেন, “বায়াস লাখে কি বলিবে” অর্থাৎ সমগ্র

প্রজার মতটার কথা ভাবিতে গেলে উইারা ৫২ লক্ষর উল্লেখ করেন। নেপালের অধিবাসী সংখ্যা এই কথামতে ৫২ লক্ষ। সম্ভবতঃ অত না হইবে। ইংরাজ লেখকগণের অনুমান ২০ লক্ষ মাত্র।

তৃতীয় অধ্যায় ।



(নেপালের ইতিহাস)

নেপালের দেশীয় ইতিহাসের নাম “বংশাবলী”। উহা “পার্বতীয়া” বা ভাঙ্গাহিন্দী ভাষায় লিখিত। ১৮৭৪ অব্দ ডাক্তার ডানিয়েল রাইট উইার ইংরাজী অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করেন। অনুবাদক মুন্সী শিউশ্বর এবং পণ্ডিত গুণানন্দ। কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস দ্বারা এই পুস্তক প্রকাশিত হয়। “গুর্খা রাইফল” নামক রেজি-মেন্টের কাপ্তেন ইডেন ভান্সিটার্টের “নোটস্ অফ নেপাল” খানি ক্ষুদ্র কিন্তু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ (১৮২৬)। কাপ্তেন সাহেব গুর্খা সিপাহীর একান্তই পক্ষপাতী। এই পুস্তক ভারত গবর্ণমেন্ট ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কার্কাটিকের

“নেপালে দোতা” (১৭৯৩) ; ডাঃ হ্যামিণ্টনের “নেপালের বিবরণ” (১৮১২) ; হুঙ্গসনের “তিব্বত ও নেপাল সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ মালা” (১৮৭৪) ; জঙ্গ বাহাদুরের জীবন চরিত (১৯০২)—নেপালের অনেক সম্বাদ দেয়। ডাঃ ওল্ডফিল্ডের “স্কেচেস্ অফ নেপাল” (১৮৮০) এবং ডাঃ ভগবানলাল ইজ্রাজীর গুজরাটী ভাষায় “নেপালী শিলালিপি” এবং ভারত গবর্ণমেন্ট প্রকাশিত আফগানিস্থান ও নেপালের গেজেটিয়ার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেন্টের গুপ্ত রিপোর্ট এবং সৈনিক কর্মচারীদের “টোকাটুকি” গবর্ণমেন্ট অফিসে থাকার কথা কাপ্তেন ভান্সিটার্টের পুস্তক হইতে জানা যায়। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাসের রিপোর্টে এবং ডাঃ বেঙ্গলীর বৌদ্ধ গ্রন্থ তালিকা হইতেও অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। আমাদের বাঙ্গালার গৌরব বিশ্ব-কোষেও প্রাচীন নেপাল সম্বন্ধে অনেক কথা মুদ্রিত আছে, কিন্তু উহাতে নেপাল যুদ্ধের সংবাদ খুব কমই আছে।

দেশীয় নেপালী ঐতিহাসিক “বংশাবলীতে” লিখিয়াছেন যে, মহারাজা ইংরাজদিগের বুদ্ধি লুপ্ত করিয়া দিয়া রাজ্যরক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চিমের প্রভূত পার্শ্বত্যাগিকার কামায়াণ গাড়েয়াল প্রভৃতি নেপালরাজকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, এবং পূর্বাঞ্চলে দিকিমও ত্যাগ করিতে হয়। আজ উৎকৃষ্ট পার্শ্বত্যাগ নিবাস সকল—শিমলা, নাইনিতাল, ডেরাডুন প্রভৃতি নেপালের ঐ অধিকা ইংরাজ শাসনাধিকৃত হওয়ার ফলে জন্মিয়াছে। নেপালী

ইতিহাসে ভেরান্স অক্সফোর্ডের নিকট পরাজয় এবং
অপর ইংরাজ সেনাপতিদিগের উপর অসহ্য এই দুই
প্রধান কথাই উল্লেখই নাই। কিন্তু ধরমেনের “ভারত-
ইতিহাস” ও “ভারত ইতিহাসের কয়েক অধ্যায়” এবং
প্রিন্সেপের “ট্রান্সজাক্সন” (১৮২৫) গ্রন্থে এবং কোর্ট
অব ডাইরেক্টরদিগের নিকট উপস্থাপিত “নেপাল যুদ্ধ”
সম্বন্ধীয় রিপোর্ট ও কাগজ পত্র (১৮২৪) হইতে এই যুদ্ধ
সংবাদ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

ইংরাজের পলাসী যুদ্ধজয়ের “পর” বর্তমান নেপালের
একচ্ছত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং গুর্খার প্রাধান্য দূর
হইয়া গিয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে
কুড় কুড় হিন্দু রাজ্য সকল স্থাপিত হইয়াছিল। মধ্য-
ভারতে যেমন ছত্রিশগড় জেলায় একসময়ে কুড় ৩৬টি
রাজ্য ছিল, সেইরূপ ২৪টি কুড় রাজ্য নেপালের পশ্চিম
অঞ্চলে ছিল। উহাদের “চৌবিশিয়া রাজ্য” বলিত। তখন
সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলের নাম নেপাল ছিল না। কাঠ-
মান্ডু নগর যে অংশে অবস্থিত—পর্বতবেষ্টিত বাঘমতী
নদীর উভয় পার্শ্ব লইয়া সেই সমতলক্ষেত্রের নামই নেপাল
ছিল। কথিত আছে যে, উহা একসময়ে একটী বিস্তীর্ণ
ভূমি ছিল এবং কোঙ্ক “নে”মুনি তাঁহার তরবারির আঘাত
দ্বারা পর্বতের এক অংশ বিদীর্ণ করিয়া বাঘমতী নদীকে
বহাইয়া দিলে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ সমুদ্রবালোপযোগী



মহাবাজাধিরাজ পৃথীনারায়ণ

“নেপাল” ক্বেত্রে পরিণত হয় । নেপালে বৌদ্ধ নেওয়ার-
গণেরই অধিক বাস ।

কাঠমান্ডু (কাঠমণ্ডপ শব্দের অপভ্রংশে এই নাম হই-
য়াছে), ভাটগাঁও ও কীর্ত্তিপুর নেপালের তিনটি প্রধান
নগর ছিল । ইহার উত্তর পশ্চিম দিকে একটা পর্বতশ্রেণী
পারে প্রাচীন “গোর্খা” নগর । ঐ নগর এবং তাহার চতুঃ-
পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র রাজ্যটি হইতেই গুর্খা নামের উৎপত্তি ।
আবার গোরক্ষনাথের মন্দির হইতেই সেই গোর্খা নগরের
নামকরণ ।

মুসলমানেরা চিতোর অধিকার করিলে চিতোর রাজ-
বংশীয় অযুতরাম ঐ নগর ত্যাগ করিয়াছিলেন । তাঁহার
এক পুত্র উজ্জয়িনীতে অধিকার স্থাপন করেন ; থাকা
এবং মিকা নামক দুই পুত্র হিমালয়ের পার্শ্বত্যা অঞ্চলে
আইসেন । উহারা ১৪৯৫ খৃঃ অব্দে ভীরকোট এলাকায়
খিলম নামক স্থান জঙ্গল কাটিয়া আবাদ করেন । পরে
একজন ভীরকোট অধিকার করিলেন । অপরে নয়াকোট
নামক ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করেন । ঐ নয়াকোট
রাজাদিগের মধ্যে “জুবাসাহ নামক একজন গোর্খা নগর
অধিকার করেন ও গুর্খা রাজ্যের প্রথম পত্তন করেন
(১৫৫৯) । ইহার বংশেই অযুতরাম হইতে ৩৭তম
পুরুষ পৃথ্বীনারায়ণের জন্ম হয় । মহারাজা পৃথ্বীনারায়ণেরই
বীরত্বে, উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ও অদম্য উৎসাহে, বর্তমান নেপাল-
রাজ্যের একচ্ছত্রীকরণ সম্পন্ন হয় ।

গোৰ্খা রাজ্যের অধিবাসীরা খসং, মগর, গরজ ও ঠাকুর নামেই। সকলেই সাহসী ও উৎকৃষ্ট যোদ্ধা এবং সকলেই হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। গোৰ্খা রাজ্যের বল বর্ধিত হইলে পৃথ্বীনারায়ণের পিতা নেপাল আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কাঠমান্ডুর রাজা জয়প্রকাশ মজাই সে যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

১২ বৎসর বয়সে পৃথ্বীনারায়ণ (১৭৪২) গোৰ্খা রাজ্যের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সাত বৎসর পরে তিনি নেপালের নরাকোটগড় অধিকার চেষ্টা করেন। নেপাল-রাজ জয়প্রকাশ মল্ল ১২ হাজার হিন্দুস্থানী সৈন্য এবং নিজের নেওয়ার দল দল লইয়া যুদ্ধারম্ভ করেন। পাঁচ ঘণ্টার ভীষণ যুদ্ধে ১২ হাজার হিন্দুস্থানীই হতাহত হইয়া গেল; কিন্তু রাজা পৃথ্বীনারায়ণের ভ্রাতা সুরপ্রতাপের এক চক্ষুহানি হইল এবং গোৰ্খা সেনাপতি কালু পাড়েও হত হইলেন। পৃথ্বীনারায়ণকেও কাটিবার ক্ষমতা একজন বনবান নেপালী সৈনিক খড়া উত্তোলন করিয়াছিল; কিন্তু দুয়ান নামক নীচজাতীয় এক নেপালী সিপাহী উক্ত সৈনিককে হস্ত ধরিয়া নিবৃত্ত করিয়া বলে “আমাদের মত লোকের সাক্ষাৎ রাজশরীরে অস্ত্রঘাত করিয়া কাজ নাই।” রাজা পৃথ্বীনারায়ণ দুয়ানের প্রতি ক্রীত হইয়া বলেন, “সাবাস্ পুং”।

পৃথ্বীনারায়ণ পরে নেপাল রাজ্য অধিকার করিলে এই ঘটনা হইতে দুয়ানের স্বজাতীয় সাত্রেই “পুংবর” নাম

গ্রহণ করে এবং রাজার আদর পাইয়া হিন্দুর আচার সম্পূর্ণ
রূপে গ্রহণ করে এবং জল আচরণীয়ও হইয়া যায়। কাঠ-
মণ্ডু, ভাটগাঁও ও পাটন খাগ নেপালের এই তিনটি রাজ্যই
অবশেষে পৃথ্বীনারায়ণের নিরন্তর চেষ্টায় (তিনি কীর্ত্তিপুর
দুর্গ অধিকার জ্ঞাত তিব্ব ভিন্ন সময়ে তিনবার আক্রমণ
করিয়াছিলেন) তাঁহার অধিকারের দ্বারা সম্পূর্ণরূপেই
পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িল। ইহার পর গৃহবিবাদের উপলক্ষে
কাঠমাণ্ডুর কতক লোক পৃথ্বীনারায়ণের পক্ষাবলম্বন করিলে
উহা অধিকার করিয়া কাঠমাণ্ডুতেই পৃথ্বীনারায়ণ গোষ্ঠী
রাজ্যের নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন (১৭৬৮)। তখন
শম্ভু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল।
১৭৭১ খৃঃ অব্দে গণ্ডকীতীরে মোহনতীর্থে বর্ত্তমান
নেপাল রাজ্যের প্রথম রাজাধিরাজ মহাবীর পৃথ্বীনারায়ণ
দেহত্যাগ করেন। (নেপালি মঘ ৮২৫)।

নেপালের পূর্বদিকে কিরাতরাজ্য ও লিম্বুদিগের দেশ
ও দিকিম গৌমার শুষ্কখর পর্য্যন্ত ক্রমশঃ গুষ্ঠী অধিকার
বিস্তৃত হইল। পশ্চিমদিকেও চৌবিন্দী রাজ্যগুলির মধ্যে
বাকী পাল্লা রাজ্য (১৮০৭) এবং তাহারও পশ্চিম কুমায়ুন
গাড়েয়াল প্রভৃতি (১৭২৪) গুষ্ঠী সেনাপতি জগজিৎ এবং
অমরসিংহ অধিকার করেন। ইতিমধ্যে গুষ্ঠীরা তিব্বত
আক্রমণ করিয়া তিগারছি নগর লুণ্ঠ করায় ৭০ হাজার চীন-
সৈন্য আসিয়া কাঠমাণ্ডুর নিকটেই নয়ংকোটে পৌঁছিয়া
ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে (১৭৯২) নেপালরাজ
চীনের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পৃথ্বীনারায়ণের পর তৎপুত্র সিংহপ্রতাপ সা রাজা হইয়া ছিলেন। (১৭৭৫ পর্য্যন্ত)। তাহার পর রণবাহাদুর সাহ (১৭৭৮-১৮০৪) সম্মিলিত নেপালের জাতীয় রাজা হইল। ইনি নাবালক অবস্থায় পিতৃব্য বাহাদুর সাহের কর্তৃত্বে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ইনিই নেপালে প্রথম প্রধান রাজমন্ত্রী। পৃথ্বীনারায়ণ ও পুত্র বাহাদুর সা এই দুই মহাবীরের দ্বারাই নেপাল রাজ্য একচ্ছত্রীকৃত ও দৃঢ়ীকৃত হয়। ইহাদেরই চেষ্টায় ও উদ্যমে কাশ্মীর প্রাপ্ত হইতে সিকিম প্রাপ্ত পর্য্যন্ত এই প্রবল হিন্দুরাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। রণবাহাদুরের মাতা রাজেশ্বরমন্ডীর চক্রান্তে প্রধান মন্ত্রী বাহাদুর সাকে দুইবার নির্দাসনে দ্বাইতে হয়। ইহার অভিভাবকতা কালে বাইসিয়াও চৌবিসিয়া (সুদ্র ৪৬টি) রাজ্য নেপালের অধীনে আইসে।

নেপালের দুর্ভাগ্যক্রমেই রাজা রণবাহাদুরের অল্পবয়সে মৃত্যু হয় নাই এবং তাহার পিতৃব্য ধর্ম্মাশ্রা বাহাদুর সাহের রাজ্যলাভ হয় নাই! যাহার দ্বারা স্বদেশের এবং স্বজাতীয়ের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল—যিনি ত্রাতৃপুত্র শিশু রণবাহাদুর সার তত তিস্র অন্ততচিন্তা কখনও মনে স্থান দিতে পারেন নাই, রাজা রণবাহাদুর সেই মহাত্মা পিতৃব্য বাহাদুরসাকে বন্দী করিয়া নিহত করিলেন। (১৭৯৫) ছুতা ধরা হইল যে বাহাদুরসা রাজ্যের জরিপ করাইয়া যে রাজস্বের সুসঙ্গত ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তাহা ধর্ম্মজীর অবমাননারূপ “বধদণ্ডে দণ্ডনীয় মহাপাতক”।

জাতীয় উন্নতির স্রোত এই মহা অপকর্মেই স্বগিতগতি
হইয়া গেল বলিতে হইবে ।

আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটির বিষয়ে
পরিপূর্ণ নেপালের দেশীয় ইতিহাসে এই মহাপাতকের স্রষ্টা
কোন দোষই ধরা হয় নাই । *কিন্তু ঐ রাজা যে হাজীব
বিঘা মাত্র ভূমি দান করিয়াছেন তাহার উল্লেখ আছে ।
মন্দির নিৰ্ম্মাণ মন্দির সংস্কারেরও একটা তালিকা দেওয়া
হইয়াছে ।

রণবাহাদুর সা একজন তিরহুতিয়া বিধবা ব্রাহ্মণ
কন্যাকে গ্রহণ করেন । উহার গর্ভে উহার পরবর্তী রাজা
গির্জানন্দ বিক্রমের জন্ম হয় । রণবাহাদুর সা বঁড়ের
যুদ্ধ দেখিতে ভাল বাসিতেন । তিনি বহুসংখ্যক বানর ও
বিড়াল বিনাশ করাইয়াছিলেন ।

যিনি এতটা ধর্ম্মধ্বঙ্গী যে ধরিত্রীর পরিমাপ করাকে
অপর্শ্বের কার্য্য বলিয়া পিতৃব্যের প্রাণদণ্ড করেন, তিনিই
আবার ব্রাহ্মণী মহিষী বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ায়
যে সকল শীতলা দেবীর মন্দিরে পূজা দিয়াছিলেন, রোগ
মুক্তি না হইয়া মহিষীর মৃত্যু হইলে সেই সকল মন্দিরে
ধূনা গুণ্ণুলের পরিবর্তে বিষ্ঠা পুড়াইয়া দেবতাদিগের
অবমাননা করেন এবং দে বৈদ্যগণ তাহার পত্নীর চিকিৎসা
করিয়াছিল তাহাদিগকে নিহত করেন । অনেক আচার্যা-
কেও তিনি সময়ে সময়ে নিহত করিয়াছিলেন । শিশু-
দিগের দ্বারা বসন্ত রোগ পাছে সহরে সংক্রামিত হয় এই

ভয়ে তিনি সকল প্রকার শিক্কেই সহর হইতে বাহির
করিয়া দেন। উহাতে নানা অসুবিধায় ঐ শীতপ্রধান
দেশে অনেক শিশু অকালে প্রাণত্যাগ করে। রণবাহা-
দুর সা মহারাজা পৃথীনাম্রাণের ভ্রাতা। দলমলন সার
পুত্রের ছই চক্ষু নষ্ট করিয়া দেন।

বিকৃতমস্তিষ্ক রণবাহাদুর সার অত্যাচার অসহ
হইয়া পড়িলে, দেশের সকল প্রধান লোকে একত্র হইয়া
তাহাকে দেশবহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তাহার চারি বৎসর
বয়স্ক পুত্র গির্জানন্দবিক্রম সাহকেই সিংহাসনাধিষ্ঠিত
করিল। নেপালের দ্বিতীয় রাজমন্ত্রী দামোদর পাণ্ডে ।
ইহার সহিত একমত হইয়া এবং নাবালকের অছি হইয়া
মহারানী মহিলা রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। বিকৃত-
মস্তিষ্ক রণবাহাদুর সাহ তাঁহার ব্রাহ্মণপত্নী গর্ভজাত
গির্জানন্দকেই উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন
এবং প্রথম পুত্র রণোত্তম সাহকে বঞ্চিত করেন।
কিন্তু তাহারই মাতা মহারানী মহিলা রাজকার্য্য করিতে
থাকেন। রণবাহাদুরের অপর এক পত্নী মহারানী ত্রিপুরা
সুন্দরী রাজার সহিত কাশী গিয়াছিলেন।

ইহার প্রায় ২০ বৎসর পরে রণবাহাদুর সা হঠাৎ
বেনারস হইতে নেপালে ফিরিয়া আসিয়া দামোদর পাণ্ডে
মন্ত্রী ও অপরোপার শত্রুদিগকে নিহত করিয়াছিলেন।
এবারে তিনি সরকারী রাস্তায় লোকের যাতায়াত বন্ধ
করিয়া দিলেন; ব্রাহ্মণের বৃত্তি বন্ধ করিয়া নিম্নর জমি

সকলই বাজেয়াপ্ত করিলেন । রাজ্যময় আক্রমণের হাহাকার উঠিল । ১৮০৭ অব্দে তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা সের বাহাদুরকে সন্ধেহ করিয়া পশ্চিম নেপালে যাইতে ছকুম দিলে সে অবমাননামূলক উত্তর দেয় । তাহাতে রণবাহাদুর রক্ষী-দিগকে বলেন “উহাকে কাটিয়া ফেল ।” ঐ ছকুম দিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ স্বহস্তেই রণবাহাদুরকে কাটিয়া ফেলে । বল নরসিং (ইনি স্থানসিক জঙ্গ বাহাদুরের পিতা) অধিলম্বেই সেরসিংকে ধ্বংস করেন । রণবাহাদুর কালীভৈরবী-সময় নিষ্ঠুরগানন্দ স্বামী নাম লইয়াছিলেন । নেপালে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুত্র গির্জানযুধের নামেই রাজকাৰ্য্য চালাইতেছিলেন ।

গির্জানযুধ স্বহস্তে রাজ্যভার লইয়া ১০ বৎসর রাজত্ব করেন । তিনি সম্মিলিত নেপালের ৪র্থ মহারাজা । ১৮০৭ খৃঃ অব্দে তিনি ভীমসেন থাপাকে রাজ্যের শাসন-কর্ত্তা ও প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন । ইনিই সম্মিলিত নেপাল রাজ্যের তৃতীয় প্রধান মন্ত্রী । সেই সময় হইতেই নেপালের রাজকাৰ্য্য প্রকৃতপক্ষে প্রধান মন্ত্রীরই হস্তগত হয় এবং উহারা জাপানী শোগুনগণের ও মহারাজ্যীয় পেশোয়াগণের আয় সর্ব্বেসৰ্ব্ব হইয়া পড়েন । প্রকৃতপক্ষেই নেপালের মহারাজাধিরাজ তৎকালিক মিকাডোর এবং চীন সম্রাটের আয় এক প্রকার সাধারণের দৃষ্টিতে অগোচরপ্রায় হইয়া রাজবাড়ীতেই থাকিতে লাগিলেন ।

কিন্তু নেপালী সাধারণের ভক্তি ভালবাসা ও ~~প্রাণ~~ উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা উহাদের সিংহাসনাধিষ্ঠিত মহা-
 মহারাজাধিরাজেরই জন্ত। যখন রণবাহাদুর বারানসী
 হইতে ফিরিতেছিলেন তখন দামোদর পাণ্ডে (মন্ত্রী সেনা-
 পতি) একদল সৈন্য লইয়া উহাকে বাধা দিতে যান।
 রণবাহাদুর একা নির্ভয়ে অগ্রসর হইয়া চিৎকার করিয়া
 বলেন “সৈন্তগণ তোমাদের গাহের তরফে কে? আর
 পাণ্ডের তরফে কে?” “গুথীরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠার
 পক্ষে চলিয়া আসিল ও পাণ্ডে সেনাপতিকে তাহারাই বন্দী
 করিল। কিন্তু সেই সৈন্যরাই আবার কাঠমাণ্ডু নাবালক
 রাজার দিকে রহিল এবং ঐ রণবাহাদুরকেই তাঁহার
 নিজের পুত্রকে সিংহাসনচ্যুত করিতে দিল না। আসল
 কথা এই যে নেপালী ছত্ৰি প্রকৃত ক্ষত্র ধর্মী *। রাজাকে
 উহারা সাধারণ মানব মনে করে না। নিষ্পাপ ভীষ্মদেব
 যে জন্ত দুই দুর্ঘোষনের জন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন গুথীরাও
 সেইমত সিংহাসনাধিষ্ঠিতের পক্ষেই থাকে। তাঁহার
 অমুজ্জা পালনই উহার ধর্ম।

* ছত্ৰি শব্দ ক্ষত্রিয় শব্দের অপভ্রংশ। এক্ষণে বণিক-
 বৃত্তিপরাগণ ক্ষত্রি বা ক্ষেত্রি (ক্ষেত্র কর্ষণ বা কৃষি ও
 বৈশ্যের কার্য ছিল) নামক বৈশ্য জাতি হইতে নিজেদেব
 শূদ্রক করিবার জন্ত উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে ছত্ৰি শব্দই
 ব্যবহার করিয়া থাকেন।

নেপালীদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং “অনন্ত রক্ত প্রভব” হিমালয় হইতে মহামূল্য ধনিজ অ্যবোর উত্তোলন এবং পাহাড়ী নদী সকলের জল-প্রপাতাদির সাহায্যে বৈজ্ঞাতিক বলের পরিচালন দ্বারা সমূহ শিল্পোন্নতি হইবার যথেষ্টই সুবিধা আছে। এ সকলের জন্য নেপালের তেমন নেতৃমহাপুরুষ অবশ্যই এক সময়ে আসিবেন। গুর্খারা এখনও তাহা শ্রীভগবানের কাছে একবাক্যে প্রার্থনা করিতে শিখেন নাই। উহাদের বীরহৃদয়ে প্রগাঢ় স্বদেশভক্তি জন্ম ঐ প্রার্থনা যখন উঠিবে তখন তাহা এতই একাগ্র হইবে যে অচিরেই পূর্ণ হইতে পারে।

১৮০২ অব্দের এপ্রিল মাসে কাপ্তেন নক্স ব্রিটিশ রেসিডেন্ট হইয়া কাঠমাণ্ডুতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ডাক্তার বুকানন হ্যামিণ্টন উহঁার সহিত গিয়াছিলেন। ঐ সময়ে নেপালের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সন্ধির কথাবার্তা চলিতেছিল। নেপাল গবর্ণমেন্ট ঠগ ও ডাকাইতদিগকে আশ্রয় দিবেন না, তিব্বতের সহিত বাণিজ্য অবাদে করিতে দিবেন, এবং রাজা রণবাহাদুরের খরচ জন্য ইংরাজেরা যাহা ৮ কাশীতে থাকা কালে দিয়াছিলেন তাহা চুকাইয়া দিবেন এই সকল বিষয়ে আলোচনা হইল। তখনকার প্রধান মন্ত্রী দামোদর পাণ্ডে। কুমায়ূনের গবর্ণর ডীম সা এবং গজরাজ মিশ্র-প্রমুখ প্রধান প্রধান নেপালী কর্মচারীদিগকে অনেক টাকা দিয়া ইংরাজ পক্ষে মিলাইবার চেষ্টা হয়। কিন্তু ঐ সকল নেপালী স্বদেশভক্ত ব্যক্তিরা তাহা গ্রহণ করেন নাই।

ইহার অন্ন পূর্ব্বই মহারানী ত্রিপুরা হুন্দরী নেপালে আসিয়াছিলেন । নেপালীরা কাণ্ডেন নক্সের যথেষ্ট সমাদর করে কিন্তু ইংরাজ দিগের অভিসন্ধি সন্দেহে একান্তই সন্দেহচিত্ত থাকায় কোনরূপ সুবিধাজনক সন্ধি হাপন হয় নাই ।

১৮০৩ অব্দে কাণ্ডেন নক্স কাঠমান্ডু হইতে ফিরিয়া যান । ইহার পরই অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ লর্ড ওয়েলেসলি যেন নেপালে গৃহবিবাদ বাধাইবার জন্যই নির্বাণিত রাজা রণবাহাদুরকে নেপালে ফিরিবার অনুমতি দেন এবং নেপালের সহিত ইংরাজের কোন বাধ্যবাধকতা নাই ইহা সুস্পষ্টরূপে বলেন ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

প্রথম নেপালে যুদ্ধারম্ভ ।

১৮০৪ হইতে ১৮১৪ পর্য্যন্ত নেপালীরা ব্রিটিশ অধিকারে অত্যাচার আরম্ভ করে । যখন রাজ্যের সুব্যবস্থা নাই এবং রাজা একান্তই অত্যাচারী তখন প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ওর্থ্য কর্মচারীরা বিবাদ বাধাইয়া দিলেন । ফ্রান্স না করিতে লাগিলে উহঁ রা ভোট জমায়া আক্রমণ করিলে এমন কি কান্দৌর আক্রমণ

করিলেও সহজেই কৃতকার্য হইতে পারিতেন । ১৮১৮
অঙ্গে পরাক্রমশালী রণজিৎ সিংহ কাশ্মীর অধিকার করেন ।
শুধীরা উহার ১৪ বৎসর পূর্বেই উহা গ্রহণ করিতে পারিত
এবং অসমসাহসী “ভগা” ও “শুধী” ছত্রি মিলিত হইয়া
ভারতের সমগ্র উত্তরভাগব্যাপী এক প্রকাণ্ড পাহাড়ী ছত্রি
রাজ্যের স্থাপন করিতে এবং তাহা হিমাচলের সাহায্যে
এবং ইংরাজের বন্ধুত্বে চিরদিন রক্ষা করিয়া দত্ত হইতে
পারিতেন । ফলতঃ অবনতিমুখেই অত্যাচার ও
কুশ্লিলাপ ;—

ন কালো দণ্ডমুদাম্য শিরঃ কুন্ততি কসাচিৎ ।

কালস্য বলমেতাবৎ বিপরীতার্থ দর্শনং ॥

নেপালী শুধীর উন্নতি স্থগিতগতি হওয়াই যেন বিধি-
লিপি ছিল ! সেই জন্য উহার ইংরাজ অধিকারে অত্যাচার
আরম্ভ করিল । পাল্লার রাজার ইংরাজ অধিকারে কিছু
জমিদারী ছিল । পাল্লা অধিকার করিয়া শুধীরা ইংরাজাধি-
কারে আসিয়া পাল্লার অধিকৃত ভূটাওলের জমিদারী দখল
করিল । মনে কর যে বর্ধিরা স্বাধীন থাকা অবস্থায় স্বাধীন
ত্রিপুরা রাজ্য অধিকার করিয়া তাহার পর পাহাড় হইতে
দামিমা এই রাজ্যে কুমিল্লার জমিদারীও বলপূর্ব্বক অধিকার
করিয়া বসিল ! ১৭৭২ অঙ্গে যখন শুধীরা মকওয়ানপুর
রাজ্য অধিকার করে, তখন এই পাহাড়ী রাজ্যের তরাইঘের
এলাকার উপরও উহার দাবী করিয়াছিল । এই জমির
জন্য মকওয়ানপুরের রাজা প্রতিবর্ষে করদরূপে একটা

করিয়া হাতী দিতেন। গুর্খারাও প্রতি বৎসর কমিলেরি-
য়েট বিভাগে একটি করিয়া হাতী দিত। যখন ১৮০১
অঙ্গে নেপালের সহিত ইংরাজদের বানিজ্য সম্বন্ধীয় সন্ধি
হয় তখন ইংরাজেরা ঐ কথা ছাড়িয়া দেন এবং ঐ বিস্তীর্ণ
এলাকা স্বাধীন নেপালে মিলিত হয়। কিন্তু ইংরাজের
ভরতপুর আক্রমণে অকৃতকার্য হওয়াতে এ সময়ে এদেশে
উঁহাদের একটু “দপ্পদপা” কমিয়া গিয়াছিল বলিয়াই বোধ
হয়। ঐতিহাসিক মেডোজ্ টেলর বলেন যে, ‘গুর্খাদিগের
বুলীই হইয়াছিল “যে কাপুরুষেরা ভরতপুর অধিকার করিতে
পারে নাট, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া হিন্দুস্থান “লুঠের”
সুবিধা ছাড়িতে নাই।” যে ইংরাজ বিদেশী হইলেও সমগ্র
ভারতকে শান্তি সুখে রাখিয়াছেন, তাহাকে তাড়াইয়া
নেপালি ছত্রি ভারতে “একচ্ছত্র সুশাসিত রাজ্য স্থাপনের”
কল্পনাতেও না আনিয়া শুধু এদেশীয় “অধর্মী” প্রজার
সর্বস্ব “লুঠ” করিবে এই অতীব দুই ও কুজ আকাঙ্ক্ষাই
করিয়াছিল! আশা করিতে হইতে হইবে উহারা ক্রমশঃ
শিক্ষিত ও প্রকৃতদর্শী হইতেছেন।

গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর কমিশনর পাঠাইয়া নেপা-
নের দক্ষিণ সীমানির্ধারণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন, এবং
সহজে বিবাদ মিটাইতে নেপাল রাজকে বারবার অহুরোধ
করিয়া পাঠাইলেন। নেপাল দরবারের উচ্চতপ্রকৃতিক
মৈনিকেরা ইহাতে ইংরাজকে দুর্বল মনে করিয়া আরও
অহঙ্কৃত হইতে লাগিল। ইংরাজের পুলিশ সৈন্ত বুটানে

ছাপিত ছিল। নেপালীরা উহাদের ১৮ জনকে হত্যা করিয়া গেল। (মে ১৮১৪) একপ নানা প্রকার অত্যাচার অশ্রু হইয়া পড়ায় ইংরাজ বাহাদুরকে অগত্যা নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে হইল। যে নেপালীরা ৭০ হাজার চীনেয়ের আক্রমণেই অনেকটা ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, তাহারা যে অজ্ঞতা-প্রযুক্তই প্রভূত বলপালী ইংরাজের সহিত যুদ্ধের ইচ্ছা করিল তাহাতে সন্দেহ নাই। উহাদের ১২ হাজার মাত্র সৈন্য। শতক্রগীর হইতে দিকিম পর্য্যন্ত প্রায় সাত শত মাইল দীর্ঘ সীমানা-রক্ষা এই পরিমিত সৈন্যের দ্বারা কিরূপে হইবে উহারা ভাবা ভাবিল না। উহাদের পাহাড়ী রাজ্যে অধিক অধিকারহী সৈন্য ত না থাকিবাই কথা; ময়দানের যুদ্ধে কত ভাল তোপ একটিও ছিল না। স্থানে স্থানে দুর্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তোপ মাত্র ছিল।

গার্ণার জেনারেল বাহাদুর ৩০ হাজার সৈন্য ও ৬০০ী তোপ সমাবেশের আদেশ দিলেন। ক্রমে এই সংখ্যা অনেক বাড়াইতে হয়। সৈন্যগণ চারি ভাগে নেপালের অধিকার আক্রমণে আদিষ্ট হইল। তাহার উপর আবার ইংরাজের হস্তে অব্যর্থ “ভেদনীতির” প্রয়োগের ব্যবস্থাও রহিল।

জেনারেল অষ্টারলোনি নেপালী সেনাপতি অমর সিং খাপ্পাকে ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—কিন্তু

জুখার মধ্যে “গৌরার-গোবিন্দ” লোক সকলে যুদ্ধের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার কিছু অভাব ছিল বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যে তখনও মীরজাকর লালসিং, সাংসুজা প্রভৃতির অসুক্রপ স্বদেশভ্রোহী লোকের জন্ম হয় নাই। অমরসিংহ কতকটা রাজিতাব দেখাইয়া জেনারেল অক্টারলোনির সহিত কথা চালাচালিতে ইংরেজদের অনেকটা সময় নষ্ট করিয়া শেষে অকথ্য অপমানসূচক বাক্যাদি বলিয়া ঐ সকল চেষ্টার শেষ করিয়া দিলেন।

ঐতিহাসিক থরন্টন বলেন যে ওরূপ চেষ্টা করাটাই উচিত হয় নাই; ওরূপ ভাঙ্গানর চেষ্টা যদি অক্টারলোনির বা গবর্ণর জেনারেলের প্রতিই দেশীয় রাজারা “খুস কবলাইয়া” করিত, তাহা কি উচিত হইত! উহারাও ত দূরস্থিত একটা রাজ দরবারের কর্মচারী মাত্র!

আমরাও তাহাই ভাবি যে, ইংরাজের স্বদেশভক্তি কতই বেশী—বাকলা বিহার উড়িষ্যার ধনে কেরাণী ক্রাইভকে ভাঙ্গান গেল না; এমন কি যে কোন একজনও ইংরাজ সৈনিককে ভাঙ্গান যায় নাই! কিন্তু এ দেশের লোকে সবারেই “মীরজাকর” হইতে প্রস্তুত। ফলতঃ উহাদের মধ্যে মানবধর্ম—সন্নিগন শক্তি ও ক্ষুদ্র স্বার্থের ভাগ প্রভৃতি অধিক বলিয়াই ইংরাজ এত বড়; অপর কোন কারণেই নয়। ঐ ধর্ম অধিক বলিয়াই কর্তব্য-পরায়ণ ইংরাজ আফিসরেরা নূতন নূতন যুদ্ধকৌশল এবং নূতন যুদ্ধাস্ত্র সমস্ত সময়ে শিখিতেছেন; যেন স্বদেশের

কখন কোথাও একটুও পরাজয় না হয়, এই চেষ্টাতেই উইারা ব্যাপৃত ; সর্বদা শক্তিত যেন তাঁহাদের অধীনস্থ সৈনিকেরা তাঁহাদের অধস্তে অক্ষমতার বা অদূরদর্শিতার জয়ভূমির কার্যে অপারগ হইয়া কোথাও “বেষোরে” যার! না যার। মুহম্মদ তোগলক-নিতে, আকাশে জলীর বাষ্প অধিক থাকিলে, গজেরে মেঘ করিয়া বুষ্টি হইয়া যায়। বাজালা দেশের বায়ু সর্বদাই সজল। পলাসীর যুদ্ধ সময়ে (২৩/৬/১৭৫৭) বাজালায় বুষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল। তথাপি নবাবী সৈন্যের বাকদের জন্ত ব্যবস্থা হয় নাই। ঐ যুদ্ধকালে বুষ্টি হইল। বুষ্টির পূর্ব পর্যন্ত নবাবী সৈন্যই সংখ্যাধিক্য জন্ত মোহনলাল ও মীরমদনের অধীনে বিশ্বাস খাতকদিগের ছুট কল্লনা ব্যর্থ করিয়া যুদ্ধ জয়েরই ধরণ পাইতেছিল। বুষ্টিতে উহাদের বাকদ ভিজিয়া গেল। ইংরাজের যোদ্ধাধর্মপরায়ণ সচকিত আফিসরেরা “তের-পালের “জোগাড় রাখিয়াছিলেন তাহাতে ঢাকা রাখার উহাদের বাকদ ভিজিল না। সুতরাং বলা যায় যে বঙ্গ বিহার ইংরাজাধীন হইল “একঠো তেরপাল কা ওয়াস্তে!” কিন্তু উহা বাহু দৃষ্টির কথা। ইংরাজের দেশভক্তি ও কর্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত কার্যশৃঙ্খলা—নবাবী পক্ষের দেশ-দ্রোহ ও বিশৃঙ্খলায় ঐ পরাজয় লাভ করিয়াছিল। এবং সেই কথা বিধি-প্রেরিত ইংরাজই আমাদের সহজে শিক্ষা দিয়া মহাগায়াজোর উপযুক্ত প্রজাতে পরিণত করিতে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন।

জাপানী আফিসরও অবহিত হইয়া সমস্তই “শিখিয়াছেন” । শুধুই যে গোয়ারতুমি করিয়া মরিয়াছেন ও অনীনস্বদের খুন করাইয়াছেন তাহা নহে । শিক্ষিত ইয়ুরোপীয় শত্রুর অপেক্ষাও অধিক শিক্ষিত হইয়া উইয়া আরও উচ্চতর বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ কৌশলের অধিকারী হইয়া খুবই মারিতেছেন ; নিজেদের কাছারও মরণের জন্য অবশ্য ভ্রক্ষেপ করিতেছেন না । ফলতঃ অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিতভাবে শুধু বলিয়া “মরিলে” সাহস দেখান হইলেও তাহাতে “শত্রুরই উপকার” করা হয় ; “স্বদেশের উপকার” কিছুই করা হয় না । মারিয়া মরিলেই “যোদ্ধার ধর্ম” রক্ষা হয় । নচেৎ ত বঙ্গসাগরে ঝাঁপ দেওয়া বা জগন্নাথের বথচক্রের নীচে দেহ ফেলিয়া দেওয়া মাত্র । উহা জ্বীলোকের বা সন্ন্যাসীর পক্ষে বরং সাজে । যোদ্ধার চাই শিপের প্রত্যহ প্রাতঃস্মরণীয় প্রার্থনার মত (যব্ অয়ুকে অবাধ নিদান বনে । অন্তর্হি রণ মে “যুঝ” মক)—রণস্থলে “যুদ্ধ” করিয়া মরা ।

কিন্তু এই নেপালযুদ্ধে কোন কোন গুর্খা আফিসরের শিক্ষার ক্রটি, যুদ্ধাঙ্গের ও সরঞ্জামের ক্রটি এবং মূর্খতাপূর্বক অনর্থক টিপিংসংহের সহিত যুদ্ধ বাধান জন্য যত দোষই দেওয়া যাউক গুর্খা সৈনিকের বীরত্বের প্রশংসা মুক্তকণ্ঠেই করিতে হয় এবং তাহা বীরহৃদয় ইংরাজেরা স্বত্বদূর করিতে পারা যায় তাহাই করিয়াছেন । ইংরাজ লেখকদিগের ঐ সকল উদার ভাবেক প্রশংসা পড়িলে গুর্খাদিগের প্রতি

শ্রদ্ধার উদ্বেক্ত হইল—“গুর্খা জেতা” সরল এবং উদার-চেতা সামরিক ইংরাজ লেখকদিগের, প্রতিও শ্রদ্ধার বৃদ্ধি পায়।

গুর্খারা কোম্পানীর সিপাহীদিগেরই অশুকরণে কাণ্ডা-জের ব্যবস্থা ও কোম্পানিরই মত রেজিমেন্ট প্রভৃতিতে দলবদ্ধন করিয়াছিল। গবর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস ১৮১৪ অব্দের ১লা নবেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

ভারতবর্ষে যুদ্ধারম্ভের ঠিক উপযুক্ত সময় বর্ষার পর। সমুদ্রে আট মাস কালে বৃষ্টি ও বজ্রা ভয় থাকে না। প্রাচীন হিন্দুরাজগণ এবং অধুনাতন কালে মহারাজীয়েরা বিজয়া দশমীর দিনই যুদ্ধ যাত্রা করিতেন। জয়পুর এবং অন্যান্য হিন্দু রাজ্যে বিজয়া দশমীর দিন ঐরূপ একটা অভিনয় এখনও হয়।

১ম ব্রিটিশ ডিবিজান জেনারেল অর্টারলোনির অধীনে স্থাপিত হইল। ৭ হাজার সৈন্ত ২২টি তোপ। এতদ্বিধ ৪১০ হাজার ইরেগুলার সৈন্ত এবং পরে একদল নেপাল হইতেই সংগৃহীত সৈন্ত এই ডিবিজানে দেওয়া হয়। মোট ১১১০ হাজার সৈন্ত ও ২২টি তোপ। ইহারা নেপালের সীমাপেক্ষা পশ্চিম প্রদেশ কপুরের পথে আক্রমণ করিল। গুর্খাদিগের দ্বারা পরাজিত পাহাড়ীয়া রাজাদের ও প্রজাদের গুর্খার বিরুদ্ধে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বিজ্ঞাপনও অজস্রই ছড়ান হইল।

২য় ব্রিটিশ ডিবিজানের অধিনায়ক হইলেন মেজর জেনারেল জিলেপ্পি । এই ডিবিজানের পরিমাণ ক্রমে দশ হাজার পর্য্যন্ত বাড়ান হইয়াছিল এবং তোপ সংখ্যা ছিল ২০ । ইহারা সাহরণপুরে জমা হইয়া প্রাকোবাল আক্রমণ করিল । ইহাদের সাহায্যে ক্রমশঃ ৬৫০ হাজার ইরেগুলার সৈন্ত পাঠান হয় ।

৩য় ডিবিজান “তরাই” আক্রমণ করিবার জন্য সমবেত করা হয় । ইহাতে ৫ হাজার রেগুলার সৈন্ত ও ১ হাজার আন্দাজ ইরেগুলার ও ১৫টি তোপ ছিল । মেজর জেনারেল উড গোরখপুরে সৈন্ত সমাবেশ করিয়া ১৮১৪ অব্দে ১৫ই নবেম্বর নেপাল অভিযুখে অগ্রসর হইলেন । ঐ সময়ের পূর্বে তরাই বড়ই অধিক অস্বাস্থ্যকর থাকে ।

চতুর্থ ডিবিজান মকওয়ানপুরের পথে কাঠমাণ্ডু আক্রমণে আদিষ্ট হইয়াছিল । ঐ কার্যের জন্য আট হাজার সাধারণ সৈন্ত ও ২৬টি তোপ জেনারেল মালির অধীনে সমবেত হইল । এতদ্ভিন্ন ২৭০০ সৈন্ত কর্ণেল ব্যাটারের অধীনে কুশী হইতে তিস্তা নদী পর্য্যন্ত গীমানা রক্ষা ও নেপালের উপর সম্ভবমত আক্রমণ জন্য স্থাপিত হয় । উক্ত কর্ণেল সাহেব সিকিমরাজকে নেপালের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন—তখন নেপালীরা সিকিমে একটু প্রবেশলাভ মাত্র করিয়াছিল । সম্পূর্ণরূপে দেশ অধিকারও হয় নাই । এইরূপে মোট প্রায় ৪৫ হাজার সৈন্ত এবং ১০টি তোপ ক্রমশঃ নেপালীদের উপর ফেলা হয় ।

শরণটনের ফর্দ এই । মেডোজ টেলর বলেন বাইশ হাজার ।

ইংরাজ শেষে সম্পূর্ণরূপে জিতিয়া ছিলেন । সুতরাং নেপালী গুর্খাকে পরাজয় করিতে যে অনেক সৈন্ত পাঠান হইয়াছিল তাহা জানানর ক্ষতি নাই । বোয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে লর্ড রবার্টস্ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে উহাদের দশগুণ সৈন্ত তাঁহাকে না দিলে তিনি জিতে পারিতেন না । বোয়ারের দেশ বিস্তীর্ণ ; বোয়ারেরা বাল্যকাল হইতে শিকারে দক্ষ ; উহারা যতদূরে নিশানা করিয়া ঠিক গুলি করিতে পারে—শিল্পপ্রধান ইংলণ্ডের ধূমপূর্ণ নগরবাসী ইংরাজ সৈন্ত সাধারণতঃ ততদূরে ভাল দেখিতেই পার না ; বোয়ার স্বাধীন প্রকৃতিক ক্ষেত্রস্বামী ; “সাধারণ” ইংরাজ সৈন্তের অনেকে মজুরদল হইতে সংগৃহীত । এরূপস্থলে অধিক সৈন্তের প্রয়োজন হওয়ারই কথা এবং কানাডা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সম্বলিত পরাক্রান্ত পৃথিবীব্যাপী ইংরাজ সাম্রাজ্য তাহা সূদূর বোয়ার দেশে চালিয়া যুদ্ধ জিতিয়া ছিলেন । ইহাতে অণুমাত্র অগোরব নাই ।

নেপালেও সেইরূপ বিশেষ কারণে অধিক সৈন্তের প্রয়োজন হয় । পার্শ্বত্যা অচেনা দেশে সাহসী বিক্রান্ত শত্রু ।

মহীশূর যুদ্ধে হারদার আলি একবার ইংরাজ সৈন্তের পাশ কাটাইয়া ৩৫ দিনে ১৩০ মাইল ছুটিয়া ৭ হাজার অঝারোহী সহ মাদ্রাজের নিকট পৌঁছিলে তিনি যাহাই

বলিমাছিলেন তাহাই স্বীকৃত হইয়াছিল । অমুক বাতিকে দূত স্বরূপ পাঠাও ; ইংরাজ সৈন্য মাদ্রাজের দিকে আসিবে না ; কেহ মহীশূর আক্রমণ করিলে ইংরাজদিগকে তাহার সাহায্য করিতে হইবে; যুদ্ধের পূর্বে ইংরাজের মিত্র কর্ণাটের নবাব যে কুরু প্রদেশ লইয়াছিলেন তাহা ছাড়িতে হইবে— এইরূপ নির্দেশ (ডিক্‌টেশন) মান্য করা হয় । সেনাপতি কর্ণেল স্মিথের মতে এ সকল সর্বত অবমাননাকর (ইনসল্টিং অ্যাণ্ড ডিগ্রেন্ডিং) । আধুনিক ইতিহাসে এ সকল কথা প্রায়ই জানা যায় না কিন্তু যখন মহীশূরের মুসলমান রাজ্য ইংরাজ হস্তেই নিশ্চিহ্ন, তখন হায়দার আলির ঐ দুর্দিনের বাহাদুরি টুকুর উল্লেখ দোষ কি ?

উদারতা ও কর্তব্যবুদ্ধি এবং বীরমূলত সত্যপ্রিয়তা হইতেই যে ইংরাজের এত উন্নতি আধুনিক ইংরাজ লেখকেরা কেহ কেহ যেন তাহা ভুলিতেছেন । লর্ড ক্লাইব ইংরাজ অফিসারদের ভাতার জন্ত অবাধ্যতা দমন করিবার প্রয়োজন হইলে উর্হাদিগকে তাহার একান্ত বাধ্য দেশীয় সিপাহীর ভয় দেখাইতে সক্ষম হইতেন নাই । ভরতপুর আক্রমণে ইংরাজ রেজিমেন্ট পশ্চাদ্‌পদ হইলে লর্ড লেক তাহাদের এক এক প্রকার দিক্‌কার দিয়া তাহার দেশীয় সিপাহীকে অগ্রসর হইতে বলেন । সাম্রাজ্য স্থাপনকারক ঐ সকল ইংরাজের বীরত্বে এবং সম-
মর্শিতায় দেশীয় সিপাহী এবং জনগণ সম্পূর্ণরূপে শিষ্ট-
বৎ সেবক হইয়াছিল । লর্ড লেক ব্রজমণ্ডলে দিক্‌কার

নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। উহাই প্রকৃত পথ।
একপ বৃথা ভয় ও সংকোচ বীরপ্রধান ইংরাজ জাতীয়
লেখক মাত্রেয় অতুপযুক্ত। সে বাহা হউক এই নেপাল-
যুদ্ধর সাহায্যে কোম্পানী বাহাদুরকে লক্ষ্মীএর নবাব
এক কোটি টাকা ধার দিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় ।

(নালাপানির যুদ্ধ ।)

জেনারেল জিলেপ্পির সৈন্যদল (২০.১০।১৮২৪) টিন্‌লি
গিরিগুহাট অধিকার করিয়া দেরাডুনের পথ উন্মুক্ত করিল।
তাহার পর গিরিঘাট দিয়া জেনারেল সাহেব দেরাডুনে
২৪শে অক্টোবর তারিখে সৈন্যে প্রবেশ করিলেন এবং
যমুনার পারাপারের ঘাটগুলি অল্প সৈন্য দ্বারা অধিকার
করিয়া রাখিলেন। দেরাডুন হইতে ৫ মাইল দূর
৫০০ কি ৬০০ ফুট উচ্চ একটা পাহাড়ের উপর কালনা বা
নালাপানির দুর্গ। স্থানটী তেমন সুদৃঢ় নয় এবং উহাতে
একটি ক্ষুদ্র তোপ ভিন্ন অন্য তোপও ছিল না। ৬০০ গুর্খা
সৈন্য লইয়া নেপালী ক্যাপ্টেন বলভদ্র গিহ তাড়াতাড়ি ঐ
দুর্গ মেরামত করিতেছিলেন, এমন সময় জেনারেল
জিলেপ্পি তথায় সৈন্যে আসিয়া পৌঁছিলেন। বলভদ্র

সিংহের মেরামত কার্যের পূর্ব পর্যন্ত দুর্গ সম্বন্ধে যে সংবাদ জেনারেল সাহেব পাইয়াছিলেন, তাহার উপরই নির্ভর করিয়া কর্ণেল মবি কিছু সৈন্য লইয়া স্থানটী অধিকার করিতে প্রেরিত হইলেন । জেনারেল নিজে “না হন” সহর অধিকার জন্য অপর দিকে যাত্রা করিবেন ইহাই স্থির করিয়াছিলেন ।

কর্ণেল মবি নিকটে গিয়া দুর্গটির মেরামতি অবস্থা দেখিয়া জেনারেলকে সে সংবাদ পাঠাইয়া দিলে, জেনারেল জিলেপ্পি সমস্ত সৈন্য লইয়াই অবিলম্বে তথায় পৌঁছিলেন, এবং পাহাড়টী প্রায় আধমাইল লম্বা এবং দুর্গটী তাহার অল্প এক অংশে মাত্র অবস্থিত দেখিয়া দুর্গের দেওয়াল হইতে ছদ্মশত গজ দূরে ঐ পাহাড়ের উপরেই তোপ টানিয়া লইয়া গিয়া বসাইবার ব্যবস্থা করিলেন । স্থির হইল যে, পরদিন দণ্ডটার সময় চারিদিক হইতে চারি দল সৈন্য মই প্রভৃতি লইয়া দুর্গ আক্রমণ করিবে এবং প্রাচীর টপকাইয়া ঢুকিবে ।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতে তোপ দাগা আরম্ভ হইল । দুর্গের দেওয়ালের অল্প একটু ভাঙ্গিয়াও পড়িল । উহা দেখিয়া ব্যস্তবাগীণ জেনারেল সাহেব আক্রমণের হুকুমটা নির্দ্ধারিত সময়ের একঘণ্টা পূর্বই দিয়া ফেলিলেন । দুই দল ঐ হুকুমের সঙ্কেত শুনিতে পাইল এবং অবিলম্বে দুর্গ আক্রমণ করিল । অপর দুই দল নির্দ্ধাবিত রূপ তোপের সঙ্কেত শব্দ শুনিতে না পাইয়া অন্য দুই দিকে অপেক্ষা

করিতে লাগিল । বলভদ্র সিংহ যুদ্ধে দুর্গদ্বারের কাটা ছোট দরজাটা খুলিয়া রাখিয়া তাহার পথ দুইটা কড়িকাঠের দ্বারা ভিতর হইতে আটকাইয়া ঐ কড়ি দুইটার মধ্য দিয়া তাহার একমাত্র ক্ষুদ্র তোপের মুখ বাহির করিয়া দিলেন । কাটা দরজাটা তাহার সামনে ঠেকান মাত্র রহিল । তোপটা গ্রেপশাট বা ক্ষুদ্র গোলায় সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া তৈয়ারি করিয়া রাখা হইল । দেওয়ালের উপর আড়ালের ভিতর বন্দুকধারী গুরখা সৈন্যগণ স্থির হইয়া বসিয়া ছিল । ইংরাজ সৈন্য উহাদের গুলি বৃষ্টির মধ্য দিয়া যখন দেওয়ালে পৌঁছিল এবং দেওয়ালে উঠিবার জন্য মই লাগাইল ঠিক সেই সময়ে কাটা দরজাটা ঠেলিয়া খুলিয়া দিয়া উহাদের তোপের আওয়াজ গুরখারা করিলে হঠাৎ সেই গোলা বৃষ্টিতে সমগ্র আক্রমণকারী দলটার একবার একটু গোল-মাল হইল । তখন কাটা দরজাটা খোলা আছে দেখিয়া এবং গ্রেপশাটে উহাদের কতক লোক হঠাৎ দ্বারা পড়িল দেখিয়া জোখোন্মত্ত ইংরাজ সৈন্য ঐ পথেই দুর্গে ঢুকিবার চেষ্টা করিল । কিন্তু বড় বড় শাল কাঠের কড়ি দিয়া ঐ পথ রক্ষিত ছিল বলিয়া কেহই প্রবেশ করিতে পারিল না । ঐরূপই হইবে অনুসন্ধান করিয়াই নেপালীরা এই ব্যবস্থা করিয়াছিল ।

এদিকে দেওয়াল হইতে অবিরত গুলি বৃষ্টি চলিল ইংরাজসৈন্য একটু বিচলিত ও পশ্চাদ্গত হইল । ইহা দেখিয়া জেনারেল জিলেপ্পি নিজেই ৫ নং ইউরোপীয়

পাদিত সৈন্তসহ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ঐ গোরাগাঁও ছুর্গে চুকিবার কোন পথ বা উপায় না দেখিয়া শুধু শুধু গুলিবৃষ্টির মধ্যে যাইতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। উহাদের ভৎসনা করিয়া সাহসী জেনারেল নিজেই পদব্রজে কতকগুলি ড্রেগুন সৈন্তসহ তথাপিও অগ্রসর হইলেন। তিনি এম সময় ঐ ৮নং ড্রেগুন দলের কর্ণেল ছিলেন ও উহারা তাঁহাকে বড়ই প্রহা করিত। ইহারা সতেজে কাটা দরজা পর্যন্ত পৌঁছিলেন, কিন্তু তাহার পরই জেনারেলের বুক গুলি লাগিয়া তিনি মারা পড়িলেন। ৫৪ জন ড্রেগুন সৈন্ত উহার সহিতই পড়িল।

ঐ দিনে ইংরাজপক্ষের ক্ষতি হইল ১ জন জেনারেল, ৪ জন আফিসর, ১৮ জন সৈনিক মৃত ও ১৫ জন আফিসর ও ২১৩ জন সৈনিক আহত। এই যুদ্ধে বহুসংখ্য ইংরাজ সৈন্য ও ইংরাজী তোপের বিকণ্ডে ছয় শত মাত্র গুরু। দৃঢ়ভাবে যে দাঁড়াইতে পারিয়াছিল, তাহাতেই প্রকৃত বাহাদুরি। সাহসী ভৈরবী কিন্তু অবিস্ময়কারী ইংরাজ জেনারেল যেরূপে আক্রমণ করিবেন ঠিক যেন তাহা বুঝিয়াই বলভদ্র সিংহ নিজের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া তাহার সম্পূর্ণ ফললাভই করিয়াছিলেন।

এস্থলে নেপালীর জিত হইল ইংরাজ সেনাপতির অস্ত্রায় সাহসে ও তাহার প্রবল তোপখানার এবং বিবিধ ইয়ুরোপীয় যুদ্ধকৌশলের কোনই ব্যবহার না করিয়া সোজা হস্তাহাতি করিতে যাওয়ায় “আসন্নকালে তাহার বিপরীত বুদ্ধি” হইয়াছিল।

এই পরাজয়ের পর কর্ণেল মবি ইংরাজ সৈন্যের অক্ষ-
মতা পাইয়া কালঙ্গার নিকট সসৈন্যে দেওয়ানে ফিরিয়া
গেলেন এবং দিল্লী হইতে বড় বড় তোপ আনাইবার
বন্দোবস্ত করিলেন । ২৪শে নবেম্বর তোপগুলি আসিয়া
পৌছিল । ২৫শে ইংরাজ সৈন্য কার্যারম্ভ করিল । উহার
দুর্গেব তিন শত গজ দূরে তোপ বসাইয়া দেওয়ান
ভাঙ্গিতে আদেশ কবা হইল । ২৭শে নবেম্বর দুই প্রহর
মধ্যে খানিক ভাঙ্গিয়া প্রবেশযোগ্য পথ প্রস্তুত হইল ।
তখন গুর্খাবাই ঐ পথে তাড়াইয়া ইংরাজদের তোপ
আক্রমণ করিতে আসিল, কিন্তু “গ্রেপশটে” উহাদের
বিতাড়িত করা হইল । তখনই ইংরাজ পক্ষ হইতে ভঙ্গ
দেওয়ানের পথ দিয়া দুর্গ আক্রমণ হইল । কয়েকজন
গ্রেনেডিয়ার ভগ্ন দেওয়ানের মধ্যস্থল পর্যন্ত পৌছিল,
কিন্তু তৎক্ষণাৎ গুলির আঘাতে পড়িয়া গেল । অপর
একটু পশ্চাতে থাকিয়া গুর্খাদিগকে গুলি করিতে লাগিল ।
নিজেরাও নেপালীরা গুলি এবং তীর এমন কি হাতে
করিয়া নিম্নস্থ পাথরের আঘাতেও হত এবং আহত
হইতে লাগিল । ব্রিটিশ আফিসরেরা সৈন্যদিগকে উৎসাহিত
করিয়া নিজেরা যেমন অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অন্যান্য
গুলি লাগিয়া পড়িতে লাগিলেন । ভঙ্গ দেওয়ানের
কাছে একটা তোপ টানিয়া লইয়া যাওয়া হইল যে উহা
গোলাবৃষ্টিতে দুর্গরক্ষণ ভাঙ্গাফলটার মূগ হইতে লাগিল ।

সারিত হইবে এবং উহার ধুমের মধ্য দিয়া ব্রিটিশ সৈন্য অগ্রসর হইবে । অসমসাহসে বিশেষ চেষ্টা করিয়া ব্রিটিশ অফিসর তথার তোপ টানাইয়া লইয়া গেলেন ও উহা ছুড়িলেন । কিন্তু গুর্খারা তোপের মুখ হইতে সরে নাই । কতক মরিল বটে, কিন্তু অপরে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল । সেই যুদ্ধেই অফিসরটী মারা পড়ার ইংরাজ এবং দেশীয় সিপাহী সকল সৈন্যেরই মনে হইল যে, যেই ঐ পথে অগ্রসর হইবে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় ; ঐ পথে গিয়া অসী হওয়া অসম্ভব । তোপের ধুমের ভিতর দিয়াও ব্রিটিশ সৈন্য ভয় দেওয়ার পথে অগ্রসর হইল না । ছ একজন অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল “ওখানে দেওয়াল হইতে অনেকটা নীচে লাফাইয়া বাশের ছুঁচাল মুখ খোঁটার উপর পড়িতে হইবে । ওপথে প্রবেশ করা একে-বারেই অসম্ভব ।” তখন সৈন্যদের ফিরাইয়া লওয়া হইল । এই দিনের যুদ্ধে ইংরাজপক্ষে ৪ জন অফিসর হত ১৫ জন আহত ; ১৫ জন গোরা ও ১৮ জন সিপাহী হত ; ২১৫ জন গোরা ২২১ জন সিপাহী আহত হয় । দুই দিনের ক্ষতি ধরিলে মোট গুর্খা মৃত জন ঐ দুর্গে ছিল, তাহার অপেক্ষা অধিক লোক ইংরাজ পক্ষে এই ক্ষুদ্র দুর্গের নিকট হতাহত হইল । ভাঙ্গা দেওয়ালের পথ রোধ করিয়া তোপের মুখে দাঁড়াইয়া মরিতে মরিতেই গুর্খারা অজেয় ব্রিটিশ সৈন্যকে বিমূখ করিল । এই যুদ্ধে গুর্খাদুর্গরক্ষীদের অনেকেই মারা পড়েন ।

তখন ইংরাজ সেনাপতি কালজাহুর্গের উপর কেবল গোলাবৃষ্টিই আরম্ভ করিলেন। উহা হইতে রক্ষা হইতে পারে এমন বস্তুপ্রক (অর্থাৎ খুবই পাকা ছাদে খুব পুরু করিয়া মাটি ঢাকা দেওয়া) আশ্রয় স্থান দুর্গে কিছুই ছিল না। “শেল” গোলা ফাটিয়া গুথীরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মরিতে লাগিল। উহারা পাহাড়ের নীচে হইতে পানীর জল আনিত, সে সকল লইয়া তাহাও ইংরাজ পক্ষ হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তিন দিনেই গুথীদিগের সর্বনাশসাধন হইল। আহাৰ্য্যের অনটন, পানীর জল প্রাপ্তির পথরোধ, অবিরত গোলাবৃষ্টি, হত সৈনিকদিগের শবের পুতিগন্ধ। কিন্তু তখনও গুথীরা আত্মসমর্পণ করিল না। হতাবশিষ্ট ৭০ জন মাত্র সৈন্য লইয়া ৩০শে নবেম্বরের রাজে বলভদ্র সিংহ কালজাহুর্গ পরিত্যাগ করিলেন এবং অক-
স্মাৎ আক্রমণে কিছু সৈন্য ক্ষতি করিয়া দিয়া ইংরাজের লাইন কাটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। পরদিন ইংরাজ সৈন্য কালজা বা নালাপানির দুর্গে প্রবেশ করিল।

দুর্গে প্রবেশ করিয়া ইংরাজেরা দেখিলেন যে, গুথী সৈনিক ও স্ত্রীলোকদিগের ছিন্ন ভিন্ন শরীরে ৩ রক্তে স্থানটা অতি ভীষণ আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। অধু সাহস ও ধৈর্য্যের উপরে নির্ভর করিয়াই গুথীরা ঐ ভীষণ গোলা-
বৃষ্টি তিন দিন নীরবে সহ করিয়াছিল। উহারা একবারও দুর্গ “সমর্পণের” কথা মনে করে নাই। ইংরাজ পক্ষ আর হাতাহাতি করিতে না বাওয়ার, উহাদের বন্দুকের ধারা

বহুদূরস্থিত গোলাবর্ষণকারী ইংরাজদিগের উহারা আর কোন ক্ষতিই করিতে পারিতেছিল না। কাপ্তেন ভাস্টিট সিঁথিঘাট্টেন—

ঐ অল্পসংখ্যক সৈন্যদলের দৃঢ়তা নিশ্চয়ই জগতের সকলেরই প্রশংসা ও আঁকার উত্তরক করিলে। নাগাপানির ঐ যোদ্ধাগুলি উহাদের অদম্য সাহস ও শত্রুর সহিত সুভদ্র ব্যবহার জন্য চিরকালই বিখ্যাত থাকিবে। *

উহারা প্রতিদিন যুদ্ধের পর দুর্গপ্রাপ্ত হইতে হতাহত ইংরাজপক্ষীয় সৈন্যদিগকে সরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য অবসর দিত। হতাহত শত্রুদিগের অস্ত্র শস্ত কিছুই উহারা কাড়িয়া লইত না, তাহাদের শরীর কাহাকে ছুইতেও দিত না। একদিন যখন অজস্র গোলাবৃষ্টি হইতেছে, তখন একজন গুরুতর দেওয়ালের পথে দেয়া দিয়া হাত নাড়িয়াছিল। ইহা দেখিয়া তোপ দাগা একটু বন্ধ করা হইলে সে ইংরাজ লাইনে চলিয়া আসিল এবং দেখাইল যে

* The determined resolution of the little party must surely claim universal admiration * * *

The men of the Nalapani will for ever be marked by their unsubdued courage and the generous spirit of comely with which they treated their enemy.

উহার নীচের চিবুকটা গোলার আঘাতে ভাঙিয়া গিয়াছে এবং উহার আহত স্থানটার চিকিৎসা হয় ইজিপ্তে একরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিল ! ইংরাজেরা উহার চিকিৎসা করা-ইলে লোকটা ভাল হইল । ইদমপাতাল হইতে স্নহ হইয়া ঝাইবার সময় সে বলিয়া গেল যে আবার সে উপযুক্ত শত্রু ইংরাজের সহিত কোন না কোন স্থলের যুদ্ধে দেখা দিবে।— “তোমাদের চিকিৎসা ভাল আমার চিকিৎসা করা । আমাদেরও তেমন ব্যবস্থা থাকিলে তোমাদেরও চিকিৎসা করাইতাম । তবে নিজের দেশের জন্ত আনি যুদ্ধ করিতেছি, তাহা বরাবরই করিব । তোমরাও তোমাদের জন্ত যুদ্ধ করিবে ; তাহাতে কাহার কোন আপত্তি হইতে পারে না, সে ত উচিত কথা ।”—একজন সামান্য নিরক্ষর গৈনিক গুর্থারও মনের এই ভাব । বীরপ্রকৃতিক ইংরাজই উহা বুঝিয়া তাহার উপযুক্ত সমাদর করিতে পারিয়াছিলেন । এইরূপ স্ন-উচ্চভাবে কাজদর্শ পালনে উভয়পক্ষের উপরই সকলের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মে না কি ?

দুর্গ আক্রমণের সময়ে গুর্থী ত্রীলোকগণকেও আক্রমণকারীদিগের প্রতি শত্রু নিষ্ক্ষেপ করিতে প্রতিপক্ষের ভোপ ও বন্দুকের মুখে দাঁড়াইতে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল !

বলভদ্রসিংহের সাহায্যে ৩০০ গুর্থী আসিয়া নিকটবর্তী পাহাড়ে দুরিতেছিল । সহস্র সহস্র ব্রিটিশ সৈন্য বেষ্টিত দুর্গে উহারা ঢুকিতে পারে নাই । বলভদ্রসিংহ হতাবশিষ্ট

৭০ জন মাত্র সৈন্য সহ কালাকার দুর্গ হইতে বহির হইয়া গিয়া উহাদের সহিত মিলিত হইলেন। সেজন্য চড়-লেঃ উহাদের প্রতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে উহাদের একটু আসাবধান বিষয় করার সময় সন্নিহিত হঠাৎ একজন উহাদের উপর পিছা পড়েন। কিন্তু উহারা এত শীঘ্র নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া ইংরাজপক্ষকে প্রস্তর বর্ষাদির অন্তরাল হইতে গুলি করিতে লাগিল যে, প্রথমেই উহাদের একজন কাটা পড়িলেও উহারাই ইংরাজ পক্ষের একজন কাপ্তেন, একজন এনসাইন ও একজন সিপাহীকে নিহত করিয়া অধিকতর ক্ষতি করিয়াছিল।

জেনারেল মার্টিনডেল যাহোক জেনারেল ক্রিলেপ্পির স্ফূর্তি বৃদ্ধ হইয়া আসিলেন। তিনি ২০শে ডিসেম্বর নাহনের সম্মুখে পৌঁছিলেন। স্বর্গারা নাহন পরিত্যাগ করিয়া জয়তকদুর্গে কর্ণেল কেশরসিংহের অধীনে অবস্থিত করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

জয়তকের যুদ্ধ ।

ইংরাজেরা ২৪শে ডিসেম্বর নালানানি অধিকার করিলে জেনারেল মার্টিনডেল জয়তকের দুই দিকে

ছাইদল সেনা প্রেরণ করিলেন। জয়ন্তক দুর্গ হিন্দু-
স্থানের সমতলক্ষেত্র হইতে প্রায় ৩৬০০ ফুট উচ্চ। ছাইট।
পাহাড় প্রেক্ষি বেষ্টানে মিলিহা একটা ডেরার আকারে
হইয়া আছে, ঠিক সেই সর্বোচ্চ মধ্যস্থলটিতে উহা প্রস্তুত।

জেনারেল মার্টিনডেলের প্রেরিত একদল সৈন্যের
পরিমাণ একহাজার; অপরটির ৭৩০। উহাদের সঙ্গে পাহাড়ী
যুদ্ধের উপযুক্ত কামান এবং হস্তী ছিল। ৫৩নং গোরা
রেজিমেন্ট দ্বিতীয় দলে ছিল। ছাইট। স্থল হইতে নেপালীরা
বিনা যুদ্ধে পশ্চাতে হটিয়া গেল দেখিয়া উহারা মনে
করিল "এখানকার শত্রুরা বড় ভীক। নচেৎ সকল স্থল
উহারা কতকটা নিরাপদেই রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে
পারিত; তথা হইতে পলাইল কেন?" ইংরাজ সৈন্য
হির করিল যে নালাপানির দ্বারের প্রতিশোধ সহজেই
ইহাদের উপর দেওয়া যাইবে।

যেজর লঙ্গো যেখানে পশ্চাদ্বর্তী সৈন্যদের আসিয়া
গৌড়িবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাহার অন্ন দূরেই
নেপালীদের একটা টেকড (পাথর জড় করিয়া ও গাছ
কাটিয়া ফেলিয়া একটা সামান্য আড়াল দিয়া তাড়াতাড়ি
প্রস্তুত গড়দ্বার মত করিয়া রাখার ব্যবস্থা পাহাড়ীরা ও
বিস্তার করে; ঐরূপ অস্থায়ী এবং ক্ষিপ্রহস্তপ্রস্তুত কার্কেব,
পাথরের এমন কি বাঁশের খোটার "বেড়"কেও টেকড বলা
হয়) ছিল। গোরা সৈন্যেরা উহা আক্রমণ করিবার জন্ত
অতীব ব্যগ্রভাবে অনুমতি চাহিতে লাগিল।

মেজর লড্‌লোরও মনে ঐক্যপই ইচ্ছা হইতেছিল। তিনি পৈর্য্য ধরিয়া তোপ আসার অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। নালাপানির যুদ্ধ সম্প্রতি প্রমাণ হইয়া গিয়াছিল যে গুর্খার সহিত সরল হাতাহাতি যুদ্ধ করিতে গেলে যুদ্ধ খুব কঠিনই হইবে; সে ইংরাজের ভীষণ সঙ্গিনের মুখ হইতেও পলাইবে না; স্ত্ররাং উহার বিরুদ্ধে ধীরভাবে সর্ব্বশকার আধুনিক ও অনার্য্য যুদ্ধকৌশল প্রয়োগে (রসদ ও জলের সরবরাহ বন্ধ করায় বৈজ্ঞানিক অস্ত্র সকলের—প্রবল তোপখানার ও ভীষণ শেলগোলার—প্রয়োগে) যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা—অন্ততঃ জয় সহজে হইবে না। তোপ উহাদের নাই—লোকও উহাদের কম। কিন্তু এখানে কাজটা ঠিক হইতেছে না। কতক বুঝিয়াও সৈন্তদের উৎসাহের আবেগে পড়িয়া মেজর লড্‌লো ঐ সম্মুখবর্তী টেকেড বা “বেড”টি আক্রমণের অনুজ্ঞা দিয়া ফেলিলেন।

টেকেডটি অতি সামান্য বলিয়াই বোধ হইল। অদ্যতক দুর্গ হইতে নেপালী সৈন্ত উহার রক্ষীদিগের সাহায্য আসার পূর্বেই উহা দখল করিয়া রাখা সামরিক বুদ্ধি-সঙ্গত বলিয়া মেজর সাহেব নিজের মনকে বুঝাইলেন। কিন্তু গুর্খা সেনানায়ক অগপাও থপা অদ্যতকের বাছা বাছা সৈন্তসহ ঐ টেকেড মধ্যে আসিয়া পূর্ব হইতেই গুপ্তভাবে বসিয়াছিলেন। গুর্খা সৈন্তের যে কিছু বুদ্ধি ওখানে হইয়াছে, ইংরাজেরা তাহা বুঝিতেই পারেন নাই।

সমপাও থপা ইংরাজ সৈন্যকে ঠেকাডের খুন নিরুট পর্যন্ত অগ্রসর হইতে দিলেন। তাঁহার হুকুম মত গুর্খারা একটীও বন্দুক না ছুড়িয়া নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিল এবং ইংরাজেরা যেই “বৈড়”টা উপকাইয়া ভিতরে ঢুকিবার উপক্রম করিতেছেন, অমনি হঠাৎ দেড়টার দুই দিক হইতে গুর্খা সৈন্য বাহির হইয়া ইংরাজ সৈন্যের উভয় পার্শ্ব আক্রমণ করিল। সম্মুখ ও দুই পার্শ্ব হইতে একেবারে গুলি বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় ইংরাজ সৈন্য একটু বিচলিত হইল। ভারতবর্ষীয় শত্রু যে সুরক্ষিত স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ভুবনবিজয়ী ইংরাজ সৈন্যকে তাড়াইয়া আক্রমণ করিকে, একথা ইংরাজ সৈনিক বা সেনাপতি কখন কাহার মনেও হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ এইরূপ গুলি-বৃষ্টির আরম্ভ ও শত্রুর তিন দিকে আবির্ভাবে মুহূর্ত্ত মাত্র রোগা সৈন্য বিচলিত হইলে, ঐ সুবিধায় মুহূর্ত্তমধ্যেই গুর্খারা তিন দিক হইতেই তরবারি হস্তে ইংরাজ সৈন্যকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিল। গুর্খাদের সংখ্যা অধিক ছিল না। কিন্তু উহাদের অচিন্ত্যপূর্ণ প্রক্রমে ও ঐ সহজ আকস্মিক আক্রমণে একপ্রকার মহাবুদ্ধি হইয়াই গোরা সৈন্য অবিলম্বেই পলাইতে লাগিল। গুর্খারা পশ্চাৎ হইতে তাড়াইয়া চলিল। কিছু পশ্চাতে সেখানে উহাদের সিপাহীরা জমা হইয়া শ্রেণীবদ্ধ ও প্রস্তুত ছিল, সেখানে পলায়ন-পর ইংরাজ সৈন্যদের খাড়া করিবার চেষ্টা যথোচিতই হইল। তাহার পর অপর দুই স্থলেও হইল। কিন্তু ঐ

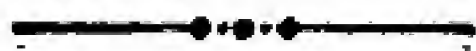
চেটে। সর্বত্রই বিকল হইল। গোরা পলাইয়া আসিতেছে দেখিয়া সিপাহীরাও পলায়নেই মন দিল। কেহ কেহ বলেন যে, পলায়নপর গোরাদের সত্কাতেই ইংরাজদের সিপাহীদিগের লাইন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে বাহাই হউক, তরবারি ও কুকুরি-হস্ত সেই অল্পসংখ্যক গুর্খা “মার কাট” করিতে করিতে ইংরাজ ও সিপাহী সকলকেই কয়েক মাইল তাড়াইয়া লইয়া গেল।

যেজর রিচার্ডস্ যে দল লইয়া অরুণকের অপরদিকে অগ্রসর হইরাছিলেন, তাহারা নিরুপিত স্থান দখল করিয়া সমস্ত দিন গুর্খাদিগের আক্রমণ সহ্য করিতেছিল। গুর্খারা পাহাড়ের অন্তরাল হইতে গুলি করিতেছিল, এবং মাঝে মাঝে তাড়া করিয়া আসার মত দেখাইয়া গোরা ও সিপাহীকে বিভ্রত রাখিতেছিল। সন্ধ্যার পর জেনারেল মার্টিনডেল সাহেবের হুকুম আসিল যে সকলেই ফিরিয়া আইন। তখন ব্রিটিশ দলের নিকটে গুলি বারুদ ফুরাইয়া আসিয়াছিল। ইংরাজ সৈন্ত পশ্চাদ্গত হইবামাত্র কতক গুর্খা উহাদের তাড়াইয়া আক্রমণ করে। লেপ্টেনেন্ট থ্যাকারে ২৬নং দেশীর পাদাত সৈন্তদলের দ্বিতীয় পদ লইয়া ব্যাটেলিয়ান অবিলম্বে ও সতর্কতায় উহাদের আক্রমণ করিয়া উহাদের গতি স্থগিত না করিলে সমস্ত দলটাই বিনষ্ট হইত। এই মহৎকার্য্যে লেপ্টেনেন্ট থ্যাকারে নিজেও তাঁহার অধীনস্থ সিপাহীদের সকলেই নিহত হইলেন; কিন্তু পশ্চাদ্গত ব্রিটিশ সৈন্ত পলাইবার অনেকটা সময়

পাইল, এবং কতক কতি বীকার করিয়া ছাউনিতে ফিরিতে পারিল ।

মেজর লড্‌লোর সহিত বে ভোপগুলি বাইবার কথা ছিল, তাহা অনেক পশ্চাতে পড়াত্তেই তিনি পরাজিত হইলেন । ওরূপ অবস্থায় জেনারেল সাহেবের শত্রু সম্বন্ধে অধিক সংবাদ রাখিয়া অগ্রসর হওয়ার হুকুমটা পরিবর্তন করাই উচিত ছিল । কিন্তু নিজেদের অজ্ঞেয় বলিয়া জ্ঞান থাকায় এবং ইংরাজ পক্ষে এ দেশে একটু হঠকারিতার কার্য্যে অনেক সময়ে সফল হওয়ার, অনেকটা “গৌদার-তুমি” উইাদের মধ্যে আগিয়া পড়িয়াছিল । পরে এই ঘটনার সমালোচনা হলে যবর্ণর জেনারেল সাহেবের মতে মেজর রিচার্ডসকে ফিরিবার হুকুম না দিয়া উইাকে সৈন্ত ও অস্ত্র সাহায্য প্রেরণ করাই উচিত ছিল । কিন্তু তখন জেনারেল মার্টিনডেল একটু “কিংকর্তব্যবিমূঢ়” হইয়া পড়িয়াছিলেন ; অর্থাৎ সহজ কথায় বলা যায় যে তাঁহার এবং অনেকেরই তখন “ভেবাচেকা” লাগিয়া গিয়াছিল । এই দিনের যুদ্ধে ১২ জন ব্রিটিশ - আফিসার এবং ৪৫০ জন সৈনিক কতি হত ।

১৮১৫ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে গুর্খা সর্দার রণজিত-সিংহ ২০৪ জন মাত্র গুর্খাসহ লেপ্টেনেন্ট ইয়ং সাহেবের ২০০০ ইরেগুলার সৈন্তকে নির্ভয়ে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন । জয়তক অধিকার তখন হইল না ।



সপ্তম অধ্যায় ।

(জিতগাড়ের যুদ্ধ ।)

এক্ষণে গোরখপুরে সংগৃহীত ইংরাজ সৈন্য দলের কথা
কথা আশঙ্ক্য। ডাক্তার রুকানন (যার ইনি নাম লয়েন
ফ্রান্সিস হামিল্টন) নেপাল যুদ্ধে অনেক সংবাদ সংগ্রহ
করিয়াছিলেন। এই সকল সংবাদ “আকাউন্ট অফ নেপাল”
নামে (১৮১৭ অব্দে) যুদ্ধের পর প্রকাশিত হয়।
কিন্তু তাহাই সরকারী আফিসে হস্তনিপি অংশে
নেপালের সংবাদ যুদ্ধ সময়ের প্রধান উপকরণ
হইয়াছিল। তিনি নেপালের এফখানি মাপ ও প্রস্তুত
করাইয়াছিলেন। অনেক গুলি দেশীয় ব্যক্তির দ্বারা পৃথক
পৃথক নকসা প্রস্তুত করা হইয়া তাহাদের মিল করা হইয়া এই
মাপ প্রস্তুত হয়। ডাক্তার সাহেব ১৮০২ ও ১৮০৩ অব্দে
কাঠমাণ্ডুর নিকটে দূত স্বরূপ গিয়াছিলেন। কলিকাতা
হইতে রামজয় ভট্টাচার্য্য নামক একজন ব্যক্তিকে সাহেব
সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনিই অজ্ঞাত নেপালের
বিবরণ সংগ্রহ যুদ্ধে ত্রিযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি, জাই, ই,
এহাশয়ের (তিব্বত যুদ্ধের কার্যের) পূর্ববর্তী প্রতিক্রম
বর্ণিত হইত অতুষ্টি হয় না। প্রতিনিধি তেওয়ারি এবং
কনকনিধি তেওয়ারি নামক দুই ভ্রাতাও বিবরণসংগ্রহে
ডাক্তার সাহেবের সাহায্য করেন। ইহারা নেপালসংস্কৃত
লোক ও গোরখপুরবাসী ছিলেন। শান্তির সময়ে ইহারা
অর্থ পাইয়া বিদেশীদের “ভৌগোলিক জ্ঞানবুদ্ধি” যুদ্ধে

সাহায্য করিলেনও, যুদ্ধকালে কিছুণ ব্যবহার করিবেন
তাহা না বুঝিয়াই গোরখপুরের সৈন্যদলের অধিনায়ক
জেনারেল উক্ত সাহেব কনকনিধির সাহায্য গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন । কনকনিধি সংবাদ দিল যে, বুটওয়ালের লোক
সকলে পলাইয়াছে, পথ সুগম, জিতগড় নামক ক্ষুদ্র দুর্গে
অতি অল্পসংখ্যক মাত্র নেপালী সৈন্য আছে ; তাহা
জ্বিতেই দখল করিয়া লইলে নদ্যাকোট নামক নেপালী-
দেব প্রধান দুর্গ আক্রমণের পথ মুক্ত হইবে । কনকনিধি
পথ দেখাইয়া ইংরাজ সৈন্যকে জিতগড় দুর্গের ৫০ গজ দূরে
আনিয়া দিল । জিতগড় বেকুণ বর্গিত হইয়াছিল সেকুণ
দেখা গেল না । উহার পশ্চাতে পাহাড়ের উপরও তথ্য সৈন্য
ছাওয়া ছিল এবং নিকটের কোন একটি “উচ্চ” পাহাড়
হইতে উহার উপর গোলাগুলি বৃষ্টির স্রবিশা থাকার কথা
যাহা কনকনিধি বলিয়াছিল তাহা সঠিকই মিথ্যা ।

দুর্গের খুব নিকটে একটা “ছোট” পাহাড় ছিল ।
ইংরাজ সৈন্য উহাই দখল করিল । কিন্তু জিতগড়ের
পশ্চাদ্বর্তী উচ্চতর পাহাড় হইতে গুলি করিয়া তথ্য
অক্রেমে ইংরাজ সৈন্যকে তথার বধ করিতে লাগিল ও
নিজেরা বৃক্ষ ও প্রস্তরখণ্ডের অন্তরালে থাকিয়া আত্মরক্ষা
করিতে লাগিল । জিতগড়ের সম্মুখে ইংরাজদের আনিয়া
দিয়াই কনকনিধি অদৃশ্য হইয়াছিল । ইংরাজ সৈন্য জিত-
গড়কে সুদৃঢ় ও অরক্ষিত স্থান দেখিয়াও উহাদের নৈসর্গিক

সাহসের সহিত উহা আক্রমণ করিল ; কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই অকৃতকার্য হইল ।

ঐতিহাসিক আর্টকিন্সন বলেন যে, দ্বিতগড় অজের স্থান ছিল না ; আর একটু চাপিয়া পড়িয়া থাকিলেই উহা অধিকৃত হইতে পারিত । কিন্তু জেনারেল উড যত সহজে উহা অধিকার হইবে মনে করিয়া আসিয়াছিলেন তাহা হইল না দেখিয়া এবং গুর্খা সৈন্তের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক “মনে করিয়া,” অপরিমিত উৎসাহ হইতে নামিয়া একে-বারেই সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া পড়েন এবং সৈন্যদিগকে পশ্চাদ্গত হইতেই অনুরোধ দেন । তাহার পর ১৫ই এপ্রেল পর্যন্ত জেনারেল উড কোনরূপ যুদ্ধ কার্যই করেন নাই । একবার বুটাওলের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন মাত্র— তাহাতেও অকৃতকার্য হন ।

আনল কথা এই যে, গুর্খাদিগের বিক্রমে “সাধারণ” ইংরাজ সেনাপতিগণ “হাত পা হারাইয়া” ঘাইতেছিলেন । বোয়ার যুদ্ধের প্রথমে শত্রুর বিক্রম দেখিয়া “সাধারণ” ইংরাজ সেনাপতিদেরও ঐ দশা হইয়াছিল । লর্ড রবার্টস্ ও জেনারেল কিচেনারই তথায় ইংরাজের মুখ রক্ষা করিলেন । “এরূপ” কঠিন স্থলে একটু “অসাধারণ” দৃঢ়তার ও সাবধানতার একত্র সমাবেশের একান্তই প্রয়োজন । উহা নেপাল যুদ্ধে জেনারেল অক্টারলোনিই দেখাইয়াছিলেন, আর কেহই দেখান নাই । তিনিই নেপাল যুদ্ধে কোম্পানি বাহাদুরের মান ইজ্জত রক্ষা করিয়াছিলেন

বলিয়া কলিকাতায় “অক্টোরলোনি মন্ট্রমেণ্ট” তাঁহার নামে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং আজও তাঁহার নাম স্মৃতিপথে রহিয়াছে । নেপাল যুদ্ধে তিনিও অক্সান্ড ইংরাজ সেনাপতি দিগের ভ্রায় অকৃতকার্য্য হইলে একক নেপালীরা যে হিন্দুস্থান আক্রমণ করিতে বা উহার সমস্তল প্রদেশের কোন অংশ অধিকার করিতে পারিত তাহা নহে ; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় ও শিখ বল ও দক্ষিণ ভারতের মুসলমান বলও ইংরাজের প্রতি সন্তুষ্ট ত্যাগ করিয়া উহাদের বিরুদ্ধে একেদ্যামে উঠিলে যে তখন একটা বিপরীত বহু সৈন্তসম্মেলন বিভ্রাট ঘটিত তাহার সম্ভাব্য নাই ।

অষ্টম অধ্যায় ।

(পর্বা ও সমন্দপুরের যুদ্ধ ।)

জেনেরেল মার্লি অপর এক সৈন্তদলের কর্তা ছিলেন । উহারই সাক্ষাৎভাবে কাঠমাণ্ডুর পথে নেপাল আক্রমণ করিবার কথা । তিনি তরাই (নিয়কুমি) মধ্যস্থিত করে-কটি স্থান অধিকার করিলেন এবং কতক সৈন্ত কাপ্তেন সিলবির অধীনে পর্বার রাখিলেন । নিজে যেখানে রহিলেন, তাহা হইতে পর্বা ২০ মাইল পশ্চিমে । আর এক দল নিজের ২০ মাইল পূর্বে সমন্দপুরে, কাপ্তেন ব্রাকনির অধীনে রাখিলেন । নেপালী সৈন্ত কর্ণেল রণধর সিংহের

অধীনে বকওয়ানপুরে ছিল। রণধরসিংহ নিজের ঐক্য সমস্ত সৈন্যই দুই ভাগ করিয়া গোপনে একই দিনে (১লা জানুয়ারিতে) পর্না ও সমস্তপুর যুগপৎ আক্রমণ করাইলেন। ইংরাজদিগের আসল ও বৃহৎ সৈন্যদল নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া মধ্যবর্তীস্থলে বসিয়া রহিল। সেদিন ভাৰ্গবের সম্মুখে নেপালী শিবিরে অতি অল্প সৈন্য থাকার সম্ভাবনাও রাখিল না। আক্রান্ত উভয় স্থলেই তথাকার সংখ্যায় অধিক হইল, এবং ইংরাজ সৈন্যদলের ঐ দুই টুকরাই বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

ঐ সময়ে জেনারেল মার্শি একটু উদ্যমশীল হইয়া পূর্বা-দিগের মধ্যবর্তী ফৌজ আক্রমণ করিলে দু একশত মাত্র স্ক্রু সৈন্য বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত দেখিতেন এবং সম্পূর্ণ জয়লাভ হইত এবং কাঠমান্ডুর পথ একেবারে খুলিয়া পড়িত।

পর্নার যুদ্ধে কাণ্ডেন সিলবি মারা গেলেন। তথাপি উইলার দলের লোক রীতিমত ব্রিটিশ সৈন্যের উপযুক্তভাবে কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধ করে ; কিন্তু এখানেও বেবন্দোবস্ত ছিল ; তোপের ভিতর কাট্রিজ পুরিতে দেয়ী হইতেছিল, কাট্রিজ প্রস্তুতের দোদে তোপে আটকাইতেছিল। কলে ৫০০ সৈন্যের মধ্যে হতাহত ও বিকলে ৩৮১ জন ক্ষতি হয়। ১১২ জন মাত্র ছুটিয়া একটা নালী পার হইয়া সিঁদা প্রাণ রক্ষা করে।

সমস্তপুরে কাণ্ডেন ব্রাহ্মণের দল ভোর ব্রাজে হঠাৎ

আক্রান্ত হইয়া একেবারেই “ভড়কাইয়া” গেল। সকলে অস্ত্র ধরিতে না ধরিতে আক্রমণকারী গুর্খারা তাঁবুতে আগুন দিয়া গোলযোগ বৃদ্ধি করিয়া ফেলিল। ব্রিটিশ সৈন্তেরা স্থির করিয়া ফেলিল যে, দশ হাজার গুর্খা উহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে! উহারা আক্রমণের দশ মিনিটের মধ্যেই পলায়ন আরম্ভ করে এবং পশ্চাৎ ত্যক্ত হইয়া অনেকেই হতাহত হয়। ক্রতগামী ও একান্ত উত্তম-নীল গুর্খার সমক্ষে পলায়নে রক্ষা সহজ নহে; বেড়ের ভিতর হইতে বা তোপের সাহায্যে উহাদের বিরুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ থাকিয়া দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

জেনারেল মার্শি ইহার পর গুর্খা সৈন্তদলের সংখ্যা সম্বন্ধে বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। কে একজন কৃষ্ণনারায়ণ তেলি শুনিয়া আসিয়াছিল যে, গুর্খা সৈন্ত সংখ্যায় ২০ হাজার। কোন্ একজন গুর্খা সৈনিক কাহাকে অহংকার করিয়া বলিয়াছিল যে, উহারা সংখ্যায় ১৮ হাজার। পার্শ্ব ও সমন্দপুরে গুর্খারা বলিয়াছিল, উহারা তিন তিন হাজার দুই দলে আক্রমণ করিতে যায়।—জেনারেল মার্শি স্থির করিলেন যে ঐ ছয় হাজার ছাড়া মাক-ওরানপুরেও অবশ্য অনেক সৈন্ত ছিল। অন্ততঃ সাত হাজার ধর; সবই ত দুই দিকে যায় নাই। সুতরাং জেনারেল মার্শি স্থির করিলেন যে, কাঠমাণ্ডু আক্রমণ করিতে যাওয়া অসাধ্য। “অন্ততঃ তের হাজার ত সম্মুখেই আছে; আর পাঁচ হাজার পূর্ব পশ্চিম উত্তর হইতে

উদ্ধারের আশিতেছে ; এই হইল আঠার হাজার ; তবেই বেশ ।” এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া জেনারেল মর্গি চূপ করিয়া বসিয়া থাকাই সম্ভব মনে করিলেন । এই সময়ে নেপালের পাহাড়ে যুদ্ধোপকরণ ও আহাৰ্য্যাদি লইয়া যাইবার জন্য ৭০০০ জন ঠিকা কুলি উহার নিকট ছিল । মাসে ৭০ হাজার টাকা খরচ হইতেছিল । যুদ্ধের ধরণ দেখিয়া ২৮ই জানুয়ারি অসিষ্ট্যান্ট কমিসারি জেনারেল এই রূপ ব্যয়ের উল্লেখ কুলিদের ছাড়াইয়া দিতে বলিলেন ।

তখন কর্তৃপক্ষ মেজর মর্গিকে অকর্তৃত্ব বলিয়া দ্বিষ্ট করিয়া জেনারেল উদ্ধকে তাঁহার স্থলে বসাইলেন । কিন্তু তিনি জ্বরের সনয় আশিদ্ধাছে বলিয়া ১৩৪০০ বৃটিশ সৈন্য লইয়া কোন কাজই করিলেন না । মেজর পিগাসগিল এক স্থানে ৫০০ সৈন্যকে পরাজিত করিতে পারেন । কিন্তু তাহাতেও উদ্ধার উৎসাহ উদ্রেক হইল না ! গোরখপুরের মাজিষ্ট্রেট পত্র লিখিয়াছিলেন যে, গৌমানার নিকট নেপালী সৈন্য উপদ্রব করিতেছে । জেনারেল উদ্ধ উত্তর দিলেন যে, তাহা নিবারণ করিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্তদল পাঠাইলেই হইবে ; বৃহৎ বৃহৎ দল পাঠাইলে তাঁহার সমীপস্থ সৈন্তদল দুর্বল হইবে ; সুতরাং সকলে একত্রে নির্দিষ্ট ছাউনিতে নগিয়া বনভোজন করিতে থাকাই পরমপুণ্যার্থ বলিয়া ঠিক করিয়া রহিলেন ।

এ সকল কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, নেপাল যুদ্ধে ইংরাজের যে প্রথমটায় জয়লাভ হয় নাই, তাহা সেনাপতির

দের একান্ত অকর্মণ্যতার দোষে; শুধুই যে নেপালীর বিক্রমে তাহা নয় । একদল মাত্র সেই ব্রিটিশ সৈন্যই ত জেনারেল অক্টারলেনির অধীনে সমস্ত কার্য সমাধা করিল ; নেপালকে অসহানি স্বীকারে সন্ধি করিতে বাধ্য করিল ।

উপর্যুক্ত “নেতার” অভাবই সকল দেশের একান্ত অভাব । কুমায়ুনে ভূতপূর্ণ সিক্রিয়ার আফিসার ডার্ডনার ও হিয়ারসে নুতন প্রস্তুত রোহিলা সৈন্যসহ প্রবেশ করেন । তথায় ওখা সৈন্য অল্প এবং অকর্মণ্য সেনাপতির অধীনে থাকায় উইরা আলমোরা অধিকার করিয়াছিলেন । কিন্তু অপর এতস্থলে যে একদল ওখা বাইরেছিল, তাহাদিগকে লেপ্টেনেন্ট ইয়ং এর অধীনস্থ সেই রোহিলা আতীত দুই হাজার শিশাহী ঘিরিলে যখন দুই শত মাত্র ওখার অধিনায়ক সকলকেই “প্রাণত্যাগ প্রতিজ্ঞা” করাইয়া, গথ কাটিয়া বাহির হইবার ক্ষমতা রোহিলা লাইন আক্রমণ করিলেন, তখন একে একে দলে দলে রোহিলারা পরাভিত ও বিতাড়িত হয় ।

ভীম ও তুর্ধ্যোধনের গদাযুদ্ধ সম্বন্ধে লিখিয়া বর্ণিত ছিলেন ;—

সাহসোৎপত্তিনাঞ্চ নিরাশানাঞ্চ জীবিসু ।

ন শক্যমগ্রত স্বাতুঃ শক্রেণাপি ধনঞ্জয় ॥

—হে ধনঞ্জয় ! জীবিতাশা ত্যাগ করিয়া সাহস সহকারে আক্রমণকারীদিগের সম্মুখ ইচ্ছা দাড়াইতে সমর্থ হন না ।

“প্রকৃত পক্ষে প্রাণপণ” করিয়া লাগিলেও কিছুই অসাধ্য থাকে না ! এমন কি মানব নিজের মনকে জয় করিয়া জীবমুক্তই হইতে পারে ।

নবম অধ্যায় ।

দেওখল ও মালাওন ।

জেনারেল অক্টোরলোনি অক্টোবর মাসে যুদ্ধকাৰ্য্য আরম্ভ করেন । প্রথমে উইার সহিত ৭০০০ সৈন্য ছিল । উইার প্রতিযোগী নেপালী সেনাপতি অমরসিং খাপ্পার অধীনে কখনই তিন হাজারের অধিক সৈন্য একত্রিত হইতে পারে নাই । জেনারেল অক্টোরলোনি প্রথম হইতেই বিশেষ সাবধানতার সহিত যুদ্ধের ব্যবস্থা করিলেন । কোন স্থানেই হঠকারিতামহ শত্রুকে অবস্থা করিয়া সোজামুখি কোন গুৰ্খা দুৰ্গ বা রক্ষিত স্থলের উপর চড়াই করিলেন না । যাহা তোপে হয়, তাহাতে সঙ্গিন ব্যবহারও নয়ই ; বন্দুক ব্যবহারও করিলেন না ।

নেপালীদিগের যুদ্ধবিদ্যার এক অংশও তিনি নিজে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লইয়া তাহাই উহাদের বিরুদ্ধে সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকরীভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন । নেপালীরা কোন স্থান সৈন্য দ্বারা রক্ষা করিতে হইলে পাথর জমা করিয়া এবং গাছ কাটিয়া ফেলিয়া একটা

“বেড়” প্রস্তুত করে ; তাহার তিতর হইতে অল্পসংখ্যক সৈন্যের অধিক সংখ্যক শত্রুকে সহজে বাধা দেওয়ার সুবিধা হয় । ঐ কার্যে ঐশ্বর্য ও পরিচর্য্য বশেষে প্রয়োজন । সাধারণতঃ সৈনিকেরা সমস্ত দিন কুচ করিয়া আসিয়া এইরূপ পরিচর্য্যের কার্য্য করিতে চাহে না ; কিন্তু জেনারেল অষ্টারল্যানি বুঝিয়াছিলেন যে একটা আফালের দ্বারা সাহস বর্দ্ধিত করিয়া না রাখিলে, গুর্খার বিক্রমে এবং অপরিচিত পাহাড়ীস্থানে, উহাদের হঠাৎ আসিয়া আক্রমণ, তাহার সৈন্যেরা “ভড়্কাইতে” পারে ; উহাদের জন্য ঐরূপ নেপালী “টেকেড” বা “বেড়” অতীব প্রয়োজনীয় ।

সাধারণতঃই বলা যায় যে, যে দেশ সমতল নয় ; দুই হইতে শত্রুর আক্রমণ করিতে আগমন দেখা যায় না ; অপর পাহাড়ের অন্তরালে শত্রু অলক্ষ্যে নিকটবর্তী হইতে পারে এবং যেখানে এরূপ উদ্যমশীল ও সাহসী শত্রুকে বাধা দিতে হইবে, তথায় বেড় প্রস্তুত করা একান্তই প্রয়োজনীয় । কোয়ার্টার্সের শেষটার ইংরাজদিগকে জিওয়েটের হঠাৎ আক্রমণ হইতে সৈন্যদিগকে রক্ষা করিবার জন্য দেশময় শত শত “ব্লকহাউস” প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল । সূদানেও কোঁপ কাটিয়া আনিয়া সৈন্যদিগের জন্য বেড় বা “জেরিবা” প্রস্তুত করা আবশ্যিক হইয়াছিল । ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে (১৯১৪) মিত্র পক্ষীয়েরা এবং জার্মানেরা উভয় দলই পরিখা বা “ট্রেঞ্চ” কাটিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন । ঐ মহাযুদ্ধে উভয় পক্ষই জেনারেল অষ্টারল্যানির ব্যবস্থা পূর্ণরূপেই গ্রহণ

করিয়াছিলেন বলিয়া দেখা যায়। তোপের দ্বারা দুর্গ সকল
চূর্ণীকরণ এবং যতদানে তাড়াতাড়ি খানিকটা অগ্রসর
হইয়া তথায় পরিখা কাটিয়া বসিয়া শত্রুর আক্রমণ নিবারণ।
এখনকার প্রবল তোপের সমক্ষে আর উচ্চ ‘ইফেড্’ বা
গড় বাঁচে না ; সেই জন্ত মাটির নীচে টেক কাটার
ব্যবস্থা ; ঐ টুকুমাত্র পরিবর্তন হইয়াছে।

নেপাল যুদ্ধে অপর ইংরাজ সেনাপতিরা এ সকল
কিছুই ভাবেন নাই। হঠকারিতায় যে অতিরিক্ত সাহস
বুঝায় কেবল তাহাই দেখাইয়া, গুরু হস্তে তাহার উপযুক্ত
বাধা পাইবামাত্র তাহার একেবারেই নিরুদ্যম হইয়া-
ছিলেন। জেনারেল অক্টারলোনি একবারও হঠকারিতা
দেখান নাই এবং একবারও একটুও নিরুদ্যম হন নাই।

তিনি ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত কেবল নিজের সৈন্যদিগকে
ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শত্রুদলের পার্শ্বে ও পশ্চাতে লইয়া গিয়া
গুরুদিগের ছোট ছোট অগ্রবর্তী দলকে (তাহাদের
আড়ডাঙলি রক্ষা করা অসম্ভব করিয়া দিয়া) হঠাইয়া
লইয়া গিয়াছিলেন। এরূপে তোপ সাজাইয়া এই সকল
সামরিক কৌশল ধীরে কিম্ব দ্রুততার সহিত কাজে আনা
হয় যে, ইংরাজ সৈন্যের প্রতি সবেগে আক্রমণ করিবার
বোন “সুবিধা” পাওয়া দূরে থাকুক, আক্রমণ করিলে যে
নিশ্চয়ই সুরক্ষিত সুপরিচালিত উৎকৃষ্টতর অস্ত্রে সজ্জিত
এবং বহুগুণ অধিক পরিমাণ শত্রুর হস্তে যে অনর্থক
প্রাণহানি মাত্র হইবে, ইহা গুরু সেনানায়কগণ সুস্পষ্টই

দেখিতে লাগিলেন । নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে
তোপ টানিয়া লইয়া যাওয়ার পরিশ্রম স্বীকার ; পাহাড়ে
পাহাড়ে তোপ সাজাইয়া রাখিয়া তাহার আশ্রয়ে রাস্তা
প্রস্তুত ; সর্বদা সচকিত থাকিয়া কিছু অগ্রসর হওয়ার পর
প্রত্যহ অপরাহ্নে অপরিমিত পরিশ্রমে প্রাপ্ত সৈনিকদিগের
দ্বারা বেড় প্রস্তুত করিয়া রাখে সৈন্যগণের সুন্দর রক্ষা-
বিধান, ইত্যাদি ব্যবস্থা (হঠকারীদিগের চক্ষে ভয়ে ভয়ে
বুধা পরিশ্রম) দ্বারা—ফলতঃ ইয়ুরোপীয় উচ্চশ্রেণীর যুদ্ধ-
বিদ্যার এবং উৎকৃষ্ট যুদ্ধোপকরণের “সম্পূর্ণরূপেই” ব্যবহার
করিয়া—জেনারেল অক্টারলোনি অতি ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র দুর্গ ও বেড়গুলি অধিকার করিতে করিতে অগ্রসর
হইতে লাগিলেন । কয়েকস্থলে অল্পসংখ্যক গুর্খা সৈন্য
বিশেষ দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু অক্টারলোনির
ব্যবহার গুণে উহাদের ক্ষতিবার কোন উপায়ই ছিল না ।
উহারা কোথাও কোন ছিদ্রের বা ফাঁটার সুবিধা পায় নাই ;
সুতরাং প্রতিবারই অকৃতকার্য হয় ।

রামগড় দুর্গের উপর ইংরাজের বড় বড় তোপের
গোলাবৃষ্টিতে উহা রক্ষা করা অসাধ্য দেখিয়া তথাকার
এবং জুরজুরি কেল্লার অধ্যক্ষবৃন্দ দুর্গ সমর্পণ করেন । সুবুদ্ধি
অক্টারলোনি গুর্খাদিগকে “সশস্ত্রে পতাকাসহ দুর্গ বাহির
হইয়া আপনাদের দলে মিলিতে যাইতে দিবেন” এই
সম্মান সূচক সর্ভ দিয়া দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন ।
কিন্তু উক্ত গুর্খা সেনাপতি অমরসিংহের দলে থিরা সৈন্যসঙ্গে

মিলিলে উক্ত সৈন্যধ্যক্ষের দুর্গের খারে লগ্নে ন। মরিয়া দুর্গ লম্পণ করা অত তিনি উহাদের দুই অনেকই নাক কাণ কাটিয়া দিয়াছিলেন !

ইহার কলে তারাগড় দুর্গের উপর যখন গোলাবৃষ্টিতে উহা রক্ষার কোন উপায়ই রহিল না, তখন দুর্গাধ্যক্ষ ইংরাজদিগের নিকট “বন্দী” হইতে স্বীকৃত হইলেন, স্বদলে ফিরিতে চাহিলেন না। যাহা হউক, জয়মণি অমরসিংহের অনেকগুলি ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করিয়া অক্টোবরলোনি মাগাওন দুর্গের নিকট অমরসিংহের আসল সৈন্যদলের নিকটস্থ হইলেন। মাগাওন ও সুরজগড় দুর্গের অমরসিংহের সৈন্যের পার্শ্বরক্ষা করিতেছিল। নিকটবর্তী সকল পাহাড়ই গুর্খারা অধিকার করিয়া তাহার উপরে উপরে বেড় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। কেবল রাইলা ও দেওখল নামক দুইটা পাহাড়ে বেড় প্রস্তুত করে নাই। এই দুই টুকু লক্ষ্য করিবামাত্র জেনারেল অক্টোবরলোনি বহুসংখ্যক সৈন্যসহ প্যেনবং দেওখল পাহাড়ের উপর পড়িয়া উহার স্বল্পসংখ্যক রক্ষীদিগকে তুঙ্গ যুদ্ধে নিহত করিলেন এবং উহা অধিকৃত হইবামাত্র উহা সুরক্ষিত করিয়া লইলেন। তখন ইংরাজের তোপ টানিয়া লইয়া যাক্রা অসম্ভব হুতরাং ইংরাজেরা ই পাহাড় দখল চেষ্টা করিবে না, এই মনে করিয়া যে গুর্খারা উহা অনেকটা অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়াছিল, উহাদের সেই মহাকৃতিকর জয়ের সম্পূর্ণ সুবিধা ইংরাজ সেনাপতি নিজের অসাধারণ

যন্ত্র ও উদ্যমে খীর সৈন্তগণকে উৎসাহিত করিয়া, প্রণয় করিলেন। ঐদিন জেনারেল অটোরলোনি প্রধান গুর্খা-বলের সম্মুখ হইল। সৈন্ত সমাবেশ পূৰ্ণক আক্রমণের ভয় করায় গুর্খারা বুদ্ধিতেই পারে নাই যে দেওখল অধিকার করাই উহার পেন্ডিনকার করিত ব্যবস্থা। কিন্তু কাপ্তেন সাউথাসের অধীন যে দল উহাদের পশ্চাৎ আক্রমণের "ভাণ" করিতে গিয়াছিল, উহারা ডাঙ্গাদিগকে সঙ্গেগে আক্রমণ করিয়া কাপ্তেনকে নিহত এবং সৈন্ত-দিগকে বিস্তর ক্ষতিসহ কয়েক মাইল বিতাড়িত করে। কাপ্তেন বইদারের দলও অপর একস্থলে গুর্খাদিগের পার্শ্বদিকে বাঁওয়ায় আক্রান্ত হন কিন্তু সমস্ত দিন যুদ্ধ হইলেও কোন পক্ষেরই বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। সে যাহা হউক এইরূপে গুর্খাদিগের অধিকসংখ্যাকে বুঝা কাষে অস্ত্র ব্যাপৃত রাখিয়া জেনারেল অটোরলোনি দেওখল পাহাড় অধিকার করিয়া গুর্খা সেনা সন্নিবেশের সমস্ত লাইনটাকেই বিপদগ্রস্ত করিয়া ফেলিলেন। উহাদিগের বাহু ভেদ হইয়া গেল! যেখানে নেপালী বেড় দিতে তুলিয়াছিল তথায় ইংরাজ সেনাপতি উহাদেরই নিকট শিখিয়া লইয়া খুব তাড়াতাড়ি খুব সূক্ষ্ম বেড় দিয়া ফেলিলেন। এবং অচিন্ত্যনীরূপ চেষ্টায় তোপও টানিয়া তুলিয়া উহাতে বসাইলেন!

অ.প্তি (=তক্তি) খাপা রতনগড়ের অধক্ষ ছিলেন।

তিনি বাছা বাছা গুর্খা সৈন্য লইয়া অমরসিংহের নিকট গেলেন। বাইবার সময় দুই জীকে বলিয়া গেলেন, যে পরদিন উহার মৃত্যু নিশ্চয়। উহারাও “সতী”দলের অন্ত প্রস্তুত রহিলেন। ভক্তিবাপা অমরসিংহকে অস্ত্ররোধ করিয়া দেওখল আক্রমণের তার গ্রহণ করিলেন। উহা পুনরধিকৃত না হইলে ঐ অকলে নেপালীর পরাজয় নিশ্চিত। উহার অন্ত যে বড়ই কঠিন যুদ্ধ হইবে তাহার অধিনায়কতার “গৌরবপ্রার্থী” হইয়াই ভক্তিবাপা রাজে অমরসিংহের নিকট গিয়াছিলেন। প্রাতে দুই সহস্র গুর্খা সৈন্য লইয়া ভক্তিবাপা দেওখল আক্রমণ করিলেন। জেনারেল অক্টারলোনিও সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া সকল দিক দেখিয়া দেওখলের মুরফার অন্ত ব্যবস্থা করিতে ছিলেন।

প্রাতঃকালে চতুর্দিক হইতে দেওখলের পাহাড় আক্রান্ত হইল। গুর্খারা একপ বেগে ঐ প্রথম আক্রমণটা করিল যে, তোপের গোলায় এবং বন্দুকের গুলিতে উহাদের মারিয়া মারিয়া ধামান গেল না। উহাদের কতক লোক ইংরাজদের বেড়ের ভিতরও ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু ইংরাজেরা সম্পূর্ণরূপেই প্রস্তুত ছিলেন। যে স্বল্পসংখ্যক গুর্খা বেড়ে ঢুকিয়াছিল তাহারা সন্নিহিত আঘাতে মারা গেল। ইহার পর সহস্র চেষ্টা করিয়াও আর গুর্খারা বেড় ভাঙিতে পারিল না। উহাদের পাঁচ শত লোক বেড়ের চারিধারে মারা পড়িল। ইংরাজেরা ক্রমাগতই সৈন্য-

সাহায্য ও বাকদানি ঐ পাহাড়ে পাঠাইতে লাগিলেন ।
 গুর্খাদের যথাগণ্য চেষ্টাতেই ঐ ২০০০ সৈন্য প্রেরিত
 হইতে পারিয়াছিল । তাঁহার উপর আর উহাদের দল
 পুষ্টি করিবার লোকবল ছিল না । ভক্তি খাপা মারা পড়ি-
 লেন । হতাবশিষ্ট অল্প সংখ্যক গুর্খা দে ওখল আক্রমণে
 সম্পূর্ণরূপেই অক্ষতকার্য্য হইয়া ফিরিল । কিছু পরে গুর্খারা
 ভক্তি খাপার দেহ প্রার্থনা করিয়া লোক পাঠায় । জেনা-
 রেল অক্টোরলোনি রক্তাক্ত ও অজ্ঞাঘাতপূর্ণ ঐ বীরদেহ
 বেড়ের দ্বারে শবদ্রুপ হইতে বাহির করাইয়া সসন্মানে
 শালে মুড়িয়া গুর্খাদিগকে লইয়া বাইতে দিলেন । উহার
 বীরত্বে বীরজনয় ইংরাজ সকলেই মুগ্ধ হইরাছিলেন !

এই যুদ্ধে উভয়পক্ষের যোদ্ধৃসংখ্যা প্রায় সমান ছিল ।
 জেনারেল অক্টোরলোনির অর্ধেক সৈন্যও যুদ্ধে যোগ দিবার
 সুবিধা পায় নাই । তোপের সাহায্যে ও সৈন্য সমাবেশের
 সুব্যবস্থার গুণে এবং অধঃ জেনারেল অক্টোরলোনি কর্তৃক
 অনুপ্রাণিত ঐ দলের ইংরাজ আফিসরদিগের দৃঢ়তায় ও
 উদ্যমে এই বিষম আক্রমণেও উহাদের জয় হইল । গুর্খারা
 তোপের গোলায় উত্থাপ্ত হইয়া বিশেষ চেষ্টায় অধিকাংশ
 ইংরাজ গোলন্দাজদিগকেই হত করিয়াছিল এবং শেষে
 আফিসরেরাই বহুশ্রেণী তোপ লাগিতে বাধ্য হইরাছিলেন ।

ইঞ্জিনীয়ার আফিসর গরি সাহেবের এই যুদ্ধে যত্ন
 হয় । তাঁহার উদ্যমে ও বুদ্ধিকৌশলে ও সাহায্যেই জেনা-
 রেল অক্টোরলোনি তাঁহার সকল ব্যবস্থায় কৃতকার্য্য হইয়া

আসিতেছিলেন । নেপাল যুদ্ধ সম্বন্ধে বহুদেশের কার্য্য একরূপ শেষ করিয়াই যুবক ইংরাজ আফিসর এই যুদ্ধে সহযোগ করেন । সমস্ত রেজিমেন্ট উর্দার দস্ত শোক-চিহ্ন পরিধান করেন এবং উর্দার নামে একটি প্রত্নকলক কলিকাতার সেন্ট জন ক্যাথিড্রালে আফিসরদিগের চিহ্ন হইতে বসান হয় ।

শুধাবীর ভক্তিস্থাপার পত্নীদয় যুদ্ধের পরদিন পত্রির বেহের সহিত চিত্তারোহণ করিয়া একত্রে অনন্তধামে চলিয়া গেলেন ।

দেওখলের যুদ্ধের পর হইতেই শুধাদিগের জয়লাভী ইংরাজদিগেরই পক্ষে আসিলেন । “কার্য্য কিছু মা জবাবী থাকিতে সর্বদা ভাবিতে হয় যে এখনও কিছুই হয় নাই”—এই বিশ্বাসে উদ্যমশীল ইংরাজ জেনারেল ৬ষ্ঠ র-লোনি দেওখলের উপরে ভারী ভারী তোপ লইয়া যাইবার জন্য পথ প্রস্তুত করাইলেন । মালাওন দুর্গের চতুর্দিকে জাপনার সৈন্য সূদৃঢ়ভাবে সংস্থাপন করিলেন । তখন অমরসিংহের সর্দারদিগের মধ্যেও নিকবাসাহের অনেক লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল ।



দশম অধ্যায় ।

(অমরসিং ১৭ পত্র ।)

দেওখণের যুদ্ধের পূর্বে অ.ব.সং.২ নেপালরাজকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা জেনারল অক্টোবনোনির হাতে পড়ে। উহা হইতে সংক্ষিপ্ত ভাবে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। (নেপাল পেমারস ৫৫৩ পৃষ্ঠা)

—“লালমোহরযুক্ত যে পত্র আপনি রণজোর সিংকে লিখিয়াছেন তাহা পাইয়াছি। আপনি লিখিয়াছেন — “ইংরাজেরা নালাপানি, পড়াওয়াল ও কুমাউন অধিকার করিয়াছে; গোরখপুরেও একটা প্রবল ইংরাজ সৈন্যদল সমবেত হইয়াছে; সামান্ত বিষয়ের জন্য এত বড় যুদ্ধ বাধাইয়া কয়েকজন লোকের নেপালের বড়ই ক্ষতি করিয়াছে; ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করাই আবশ্যিক; অধিক রাজ্য ছাড়িয়া না দিলে উহারা সন্ধি করিবে না; বুটাওয়াল, লিওরাজ, পালপা ত উহাদের কমিশনবদিগের দ্বারা অল্পসারে ছাড়িয়া দিতেই হইত; এখন সমস্ত তেরাই ও নিরকুশি না হয় ছাড়া যাউক। শতজ্ঞ তাঁর পর্যন্ত

পশ্চিমের সমস্ত পার্বত্যদেশও না হয় ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করা যাউক ।”—আপনার হুকুম এইরূপ । কিন্তু দেখুন এত সরঞ্জাম একত্র করিয়া যুদ্ধও এত ক্ষতি স্বীকার করিয়া এখন কি আর ইংরাজেরা ঐরূপ ত্যাগ স্বীকারেই আমাদের ছাড়িয়া দিবে । আর যদিই বা দেয় তবে টিপুকে যেমন করিগে, সেইরূপই করবে । উহার নিকট প্রথমে অর্ধেক রাজ্য ও ছয় কোর টাকা লইয়া সন্ধি করিল । তাহার পরই আবার যুদ্ধ বাধাইয়া সমস্ত রাজ্যটাই লইল ! আমরাও জমি ছাড়িয়া দিলে আবার ভবিষ্যতে একটা গোল বাধাইয়া বাকী জমি ক্রমশঃ কাড়িয়া লইবে । “দুন” ছাড়িলে গাড়োয়াল রক্ষা করা যাইবে না । আমরা যেমন দুর্ভাগ হইয়া পড়িতে থাকিব, উহারাও তেমনি চাপিয়া ধরিতে থাকিবে । উহাদের প্রথমতঃ মিত্রতা এবং বাণিজ্যিকী সন্ধির ছুতায় সৈনিকদলসহ দূত প্রেরণ করিবে । আমরা যদি বলি যে সৈন্ত আসিয়া কাজ নাই, উহারা সে কথা তখন শুনিবে না । দূতের সঙ্গে এক কম্পানি সৈন্ত প্রথমে দিবে । পরে এক ব্যাটেলিয়ান পাঠাইবে । তাহার পর দূতের আবাস স্থানেরই চতুর্দিকে নেপাল জয়ের জন্য এক প্রকাণ্ড সৈন্তদল জমা হইয়া পড়িবে । আপনি কি মনে করিতেছেন যে, কতক রাজ্য ত্যাগ করিলে উহারা চিরকালের জন্য নেপালের লোভ ত্যাগ করিবে ?—উহাদের বিশ্বাস করিবেন না । যদি প্রথমেই উহাদের সহিত মিত্রতা রক্ষা জন্য সামান্য জমি জমার বিবদেটা আপোষে,

মিটাইয়া ফেলা হইত, “তাহা হইলে” সন্ধি বজায় থাকারই সম্ভাবনা ছিল। “তখন” আগনি অগ্নি মত্ত করিলেন। জয়তকে আমরা একটা যুদ্ধ জয় করিয়াছি। যদি আমি অষ্টাবলোনির বিরুদ্ধে জয়লাভ করি এবং জনজোর ও জাম্পু থাপা জয়তকে আত্মবক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে শিবরাজ রণজিত সিংহ নিশ্চয়ই ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে উঠিবেন। আমরা তখন পাহাড় ছাড়িয়া ভারতের সমতলক্ষেত্র গিয়া পড়িব। হিন্দুর দখল করিতে পারিলেই লক্ষ্মীপ্রসন্ন নবাবও আমাদের সহিত যোগ দিবেন। তখন আর ইংরাজ হইতে কোন ভয় থাকিবে না। আপনার শুভাদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধ করাই প্রোঃ বোধ কর। যদি শিখেরা যুদ্ধ নাই করে তাহা হইলে ক্ষয় নাই। তেরাইএর সমতল জমি না হয় ইংরাজেরা এপনকার দ্বারা দুই বৎসর দখল করিয়া থাকুক। কিন্তু জমি একবার লিখিয়া দিয়া ফেলিলে তা আর কখনই ফিরিয়া লইতে পারেন না ! উহার। যাহা “বলপূরক লইয়া” রাখিবে তাহা আমরাও কখন “বলপূরক ফিরিয়া” লইতে পারি। অতএব সন্ধিতে স্বাক্ষর করিয়া জমি ছাড়িবেন না। আমার রাজার অপমান ও হীনতা স্বীকারে আমি মৃত্যু দিতে পারিব না। আমি বুদ্ধ। আমি আর আপনার একবার চরণ চুবন করিয়া মরিতে পারিলেই কৃতার্থ জ্ঞান করিব। ঈশ্বরানু-

এহে চারি পুরুষৰ অবিৰত জয়গাথে বে রাজ্য সংগঠিত
হইয়াছে তাহাৰ অঙ্গানি কৰিবেন না । আপনাৰ পিতাৰ
অধীনে আমরা কুমায়ুন জয় কৰিয়াছি — আপনাৰ শুভাদৃষ্টে
আমরা শত্ৰুৰ্ণ পৰ্য্যন্ত অধিকার কৰিয়াছি । এখানে
আমাকে শত্ৰুৰা ঘিৰিয়াছে । এদেশীৰ বিজিত রাজ্য শু
মৰ্দ্দায়েৰা শত্ৰুৰ কোণে উদ্ধায়েৰ সহিত মিলিয়াছে ।
আমি দুই তিনটা যুদ্ধ জয় কৰিতে না পারিলে শিখেরা
সাহস পাইয়া এ যুদ্ধ হাত দিবে না ।

যখন চীনাৰ সৈন্তে নেপাল আক্রমণ কৰে তখন
আমরা ভগবানের নিকট জয় প্রার্থনা কৰিয়াছিলাম ।
ব্রাহ্মণদিগকে অশ্ব দান কৰা হইয়াছিল । উদ্ধায়েৰ
আশীৰ্ব্বাদে সেই বিষম বিপদ হইতে আমরা উদ্ধীৰ্ণ হইয়া-
ছিলাম । এবাৰেও তাহাই হইতে পারে । জিতিলে
সন্ধি কৰা সহজ । হাৰিলে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ ।

যে অৰ্থি আপনি ব্রাহ্মণদিগের জাইগীৰ বাজেয়াপ্ত
কৰিয়াছেন তদনধি উদ্ধায়েৰ সংশয় সংশয় ব্যক্তি অতি
দুঃখে আছেন । উদ্ধায়েৰ অশা দিয়াছিলেন যে কল
জয় হইলে বাজেয়াপ্তি জাইগীৰ ছাড়িয়া দেওয়া হইবে ।
কিন্তু আমরা কলড়া জয় কৰিতে পারি নাই এবং এখনত
সৰ্ব্বত্রই মহাগুণগোল চাৰিতেছে । ব্রাহ্মণদিগকে কিছু
কিছু দান কৰুন এবং ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দিতে
পারিলে উদ্ধায়েৰ জাইগীৰ উদ্ধায়েৰকে প্রতাপিত হইবে
একথা স্বীকার কৰুন । বহু সংশয় নিরীহ এবং ভক্তিমান্

এবং সচিব-দ্বারা যেন সন্থিত আপনাবিষয় প্রার্থনা করিলে অবশ্যই জরুরী হইবে এবং চারি পুরুষ ধরিয়া অসাধারণ চেষ্টায় সাহায্য করার করা হইয়াছে তাহার রক্ষা হইবে । রাজ্যের অক্ষ-হানি হইলে সৈন্য সংগ্রহ কমাইতে হইবে । দরবারের গৌরব ও জাকজমক কমিবে । ইংরাজেরা ভরতপুরে দারিদ্র্য আর সেদিকে যায় নাই । ধর্ম্মার (বর্ম্মার ?) রাজাও উৎসাহের দ্বারা দ্বিষ্টাছেন । অর্থাৎ আমাদের বলভদ্র নামে ছয় শত কিছু কস্তুর পাঁচ শত সৈন্যকে উৎসাহের তিন চারি হাজার সৈন্যকে পরাজয় করিয়াছে । উহারাজের নর । আমি বৈশাখ পর্যন্ত বড় যুদ্ধটা হুগল রাণিবার চেষ্টা করিতেছি । কিন্তু ইংরাজেরা বড়ই চাণীয়া আসিতেছে । বৈশাখে যুদ্ধ হয় হইবে পণ্ডিতেরা গণনা করিয়াছেন । দেখি কি হয় । আমার কথা কিছুই নহা । আপনাকে হুসুসই পিরোয়ার্য । যাক বাহা ছাড়িতে চাহিয়াছেন তাহাতেই ইংরাজেরাই শক্তি করিবেন না দেখি ।

চীন সম্রাটকে সাহায্য প্রার্থনা করিবার জন্য একটা আবেদনের সুসংবিদ্য বৃদ্ধ সেনাপতি এই পত্রের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন ।

এই পত্রে তেজসী গুর্খা সর্দারদিগের গতি অনেকটাই উপলব্ধ হইবে । উৎসাহ নিজেদের এবং শত্রুর সংখ্যা সম্বন্ধে যে কোন প্রকার অতিশয়োক্তি করিতে অত্যাচার ছিলেন না তাহা দেখা যায় । সেনারেল অক্টোবরলোনির

মালোয়ানের উপর ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া কালে যে পক্ষে কোথাও সেনাপতি অগ্রসর উৎসাহের হঠাৎ অভ্রমণ চেষ্টা করেন নাই, উহাতে বার্কিকা ভক্ত একটু “দৌড় খাপ” লক্ষ্য উদ্যমহীনতা ভিন্ন “গণনার” উপর ভিত্তি করিয়া বড় মুকটা পিছাইয়া রাখার চেষ্টাও সূচিত করে। নেপাল রাজ্রাজ্ঞের জায়গীৰ বাজেয়াপ্ত করিয়া নৈজ্ঞ সেনাপতিদিগের মধ্যে যে একটা বড়ই “দৈবজুর্বিপাক” ঘটান সম্ভাবনা গোপ আনিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহাও অসুভূত হয়। একবার লিখিয়া থাকর করিয়া “দিয়া” ফেলিলে কোন ক্ষমি আর লওয়া যায় না এই সুন্দর উক্তিও “কত্রিয়” বীরেরই উপযুক্ত। উহাতেও পূৰ্বপ্রদত্ত অস্বোক্তর বাজেয়াপ্তর দুঃখটা অতি গূঢ়ভাবেই সূচিত করিতেছে। অতি উচ্চ নীতিরই যে উহা সরসভাবে প্রকাশ মাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। সুসভ্য ইয়ুরোপে জর্জন সম্রাট (১৯১৪) বেলজিয়মের সাঙ্কপত্রকে এক টুকরা কাগজ (A scrap of paper) বলিতে লক্ষ্য করিলেন না; ইটালী সন্ধির সর্ব অমুসারে অষ্ট্রীয়ার পক্ষে যুদ্ধ করা দূরে থাকুক—অপর পক্ষে যুদ্ধ লাগিলেন!! এ পক্ষে জাতীয় আকাঙ্ক্ষা বা সুবিধার কথা নাই। “যরদ কি বাতের” মাত্র কথা হইতেছে। কলতঃ তখনকার নেপাল রাজ্যের বীর প্রধান সর্দারেরা থাকিলেও পৃথুনীরায়ণের জায় একজন প্রকৃত বড় লোকের দ্বারা রাজ্য পরিচালিত হইতেছিল না। বর্জ্যরক্ষকের উদ্যমেতেই উহা বাড়িতেছিল। সারথি, ভান্

নাথাকার উচ্চুখল ঘোড়ার রাজ্যের বনবান। থানাতে
কেলিল অর্থাৎ কয়েকজন অদূরদর্শী সর্দারের অসংযত
গোড়ে ইংরাজ রাজ্যের লুট একটু একটু হইয়া গেল এবং
জাবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত ক্ষুদ্র নেপালের
যুদ্ধ বাধিল ।

ইংরাজের সহিত যুদ্ধ অমরসিংহের অভিপ্রেত ছিল
না । উহার কারণ “ভারত অধিকারের” রূপা ইচ্ছার দিকে
ব্যর্থ নাই । নেপাল রাজ্য কাম্বীর হইতে স্কুটান পর্য্যন্ত
“হিমালয়ের রাজ্য” হইবে পৃথ্বীনারায়ণের এই উচ্চ আশাই
“উাহাকে” অঙ্গপ্রাণিত করিত । এই পত্র সম্বন্ধে ইংরাজ
কর্মচারীগণ বলিয়াছেন যে রাজা যে নিজেই লোভ বশতঃ
এই যুদ্ধ বাধাইয়াছিলেন এতদ্বারা সুপ্রমাণিত হইয়াছে ।

দেওখলের যুদ্ধ হারার পর অমরসিংহের মন্ত্রী হওয়ার
আশা তরুণা সময়েই লোপ পাইল ।



একাদশ অধ্যায় ।

(জেনারেল অষ্টারলোনি ।)

যে ওষলের যুদ্ধ সম্বন্ধে জেনারেল অষ্টারলোনি (তিনি যুদ্ধাঙ্গুর সময় কর্ণেল ছিলেন, এই সময়ে মেজর জেনারেল ছিলেন, পরে জেনারেল হইলেন—কিন্তু আমরা তাঁহাকে সর্বত্রই জেনারেল আখ্যাই দিচ্ছি) ১৭৫ এপ্রিল (১৮১৪) যে রিপোর্ট লেখেন তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি—* * to mention the impetuous courage of the enemy is only to bestow the due meed of praise on the conduct and va'our of those who resisted one of the most daring and impetuous assaults ever sustained.

অর্থাৎ শত্রু পক্ষের বেগ বিক্রম এবং সাহসের উল্লেখ করার দ্বারা উহাদের বাণী দিয়াছিল তাহাদেরই যুদ্ধ-প্রীণন ও দৃঢ়তা ও সাহসেরই অসমত প্রদর্শন করা হয়।

অত্যধিক সাহসের ও বিক্রমের সহিত আক্রমণের নিরা-
করণ সম্বন্ধে যত উদাহরণ আছে ইহা তাহার অন্ততম ।”

দেওথলের যুদ্ধের পর গুর্খাগণ কোন যুদ্ধেই আর
ইংরাজের উপর জয়লাভ করিতে পারে নাই। জেনারেল
অক্টারলোনি তোপের ব্যবহারে ক্রমেই মালোয়ান দুর্গের
চতুর্দিক অধিকার করিলেন। দুর্গের বাহিরে যেখানে
যেখানে অমরসিংহের সর্দারেরা অল্প স্বল্প সৈন্য লইয়া
অবস্থিত ছিলেন তাঁহারা বাধ্য হইয়া ইংরাজ হস্তে আত্ম
সমর্পণ করিতে লাগিলেন।

ইংরাজ পক্ষ হইতে বন্দীদিগকে সিপাহী শ্রেণীতে ভুক্ত
করিয়া লইয়া অন্তত পাঠাইবার জন্য যত্ন করা হইতে
লাগিল। নেপালী সিপাহীকে “নেপালের বিক্রমে যুদ্ধ
করিতে হইবে না” এই সর্ব স্বীকার করিয়াই উহাদের
ইংরাজেরা কার্য্যে ভর্তি করিয়া থাকেন। উহাদের স্বদেশ-
ভক্তির এ সম্মান স্পষ্টভাবেই দিবার নিয়ম আছে। যাহারা
ইংরাজের সিপাহী হইবে না তাহারাও (যুদ্ধ চলার জন্য)
নেপালে যতদিন না ফিরিতে পারে ততদিন পর্য্যন্ত বৃত্তি
পাইবে; এইরূপ উদার ব্যবস্থায় এবং বিশেষ যত্ন পাইয়া
নেপালী সৈনিকগণও কেহ কেহ তখন হইতেই ইংরাজের
বশ হইতে লাগিলেন।

তোপের গোলায় মালোয়ানের দেওয়াল ভাঙ্গা হইল।
উহার উপর চড়াই করিবার ব্যবস্থা যখন সম্পূর্ণ হইয়া
পড়িল তখন বহু নেপালী সেনাপতি অমরসিংহ দুর্গ ত্যাগ

করিতে স্বীকার করিলেন । তখন উহার সহিত দুই শত মাত্র মৈত্র অবশিষ্ট ছিল ।

“উহারা অস্ত্র শস্ত্র পতাকাগি ও নিজেদের সম্পত্তি লইয়া বাহির হইয়া যাইবেন ; পরিজনবর্গ পক্ষায় থাকিয়া সঙ্গ্রামে বাহির হইতে পাইবেন ; থানেশ্বরের পথে হংরাজ গবর্ণমেন্ট উহাদের কালী বা ঘর্ঘরা নদীর পূর্ব পারে নেপালের অধিকৃত ভূভাগে পাঠাইয়া দিবেন”—এই সকল সঙ্গ্রামস্থলক সর্বো উপযুক্ত শত্রুর প্রতি সম্মাননা দেখাইয়া হংরাজেরা মালোয়ান দুর্গ অধিকার করেন । এই দুর্গ ভ্যাগের সহিত অনরসিংহ জয়তক প্রভৃতি অপর দুর্গ ভ্যাগেরও মর্ন্ত করেন এবং এই প্রকারে কালী নদীর পশ্চিমদিকের সমস্ত ভূভাগে নেপালের অধিকার পরিত্যক্ত হয় ।

জেনারেল অষ্টারলোনি এ সম্বন্ধে গবর্ণর জেনারেলকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতবর্ষীয় শত্রুদিগের প্রতি পূর্বোক্তরূপ—সঙ্গ্রাম দেখানর ক্ষমতা যেন কিছু কুণ্ডা প্রকাশ করিয়াই লিখিয়াছিলেন যে “বর্ষা আগতপ্রায় হও-
মায় শীঘ্র শীঘ্র পাহাড়ীদিগের দেশ অধিকার শেষ করিয়া ফেলার বিশেষ প্রয়োজনই হইয়াছিল ।”

গবর্ণর জেনারেল অষ্টারলোনির যুদ্ধ কৌশলের ও উদ্যমের এবং তাঁহার রাজনৈতিক কার্যকলাপের ভূমী প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং কোর্ট অফ ডিরেক্টরেরাও তাঁহার যথেষ্ট গৌরব করিয়াছিলেন ।

প্রথম নেপাল যুদ্ধ এইরূপে শেষ হয় । ইহার পর নেপালীরা সন্ধি করিব বলে, কিন্তু অতটা রাজ্য ত্যাগে মনকে দৃঢ় করা বড়ই কঠিন কার্য্য। ওরূপ আশাত্তে ও ক্ষতি স্বীকারে উহাদের মন কিছুতেই বসিতেছিল না । যুদ্ধপ্রিয় গুর্খার এই ভাব ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও বেশ বুদ্ধিতে পারিয়া তাহার উপযুক্ত উদ্যোগ ও ব্যবস্থা ঠিক করিয়াই রাখিলেন ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

দ্বিতীয় নেপাল যুদ্ধ ।

২রা আগষ্ট ১৮১৫, গবর্ণর জেনারেল লর্ড ময়রা ৩১২ প্যারাগ্রাফের এক রিপোর্ট কোর্ট অফ ডাইরেক্টরদিগের নিকট পাঠাইয়াছিলেন । * উহাতে গুর্খাদিগের সহিত যুদ্ধের অনিবার্ঘ্যতা, তজ্জন্ত ব্যবস্থা, যুদ্ধের প্রথমে কয়েক-স্থানে হার হইলেও অবশেষে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ—শিখরাজ্য ও গুর্খা অধিকারের মধ্যে সাবেক রাজ্যাদিগকে বসাইয়া কয়েকটা ক্ষুদ্র মিত্ররাজ্যের স্থাপন, কুমাযুন প্রদেশে সাক্ষাৎ অধিকার রাপিয়া যুদ্ধ ব্যয় পোষাইয়া লওয়া এ সকলেরই উল্লেখ আছে । কল্লুর, হিন্দোর, সম্ভুর, রাণপুর, উকি গড়ওয়াল প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্য সকল এইরূপে পুনঃ স্থাপিত

* নেপাল যুদ্ধের কাগজ পত্র ৭৬০ পৃষ্ঠা ।

হয়। উহাদের প্রাচীন অধিকারের কতক কতক ইংরাজ রাজ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মিশিল, কিছু পাতিয়ালায় রাজা ও অধোধ্যায় নবাবকে পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হইল এবং কতকটা মাত্র উহাদের রহিল। মেজর গার্ডনার কুমায়ুনের প্রথম কমিশনার হইলেন।

এদিকে নেপালের সহিত সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল। তরাইয়ের উর্ধ্বা ভূমি ত্যাগ করিতে সম্বন্ধে নেপালীরা স্বীকৃত হয় নাই। শেষে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হইল বটে, কিন্তু কাঠমাণ্ডু হইতে উহা মঞ্জুর হইল না। নেপালীদের একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস হইয়াছিল যে, কাঠমাণ্ডুর দক্ষিণের পাহাড়গুলি উহাদের বিক্রমেই রক্ষিত হইয়াছিল। জেনারেল অক্টারলোনি ব্যতীত অপরাপর সাধারণ ইংরাজ সেনাপতিদের বুদ্ধির ভ্রমগ্রস্তত অকর্মণ্যতাতেই যে গুর্খারা পশ্চিমপ্রান্ত ভিন্ন অপর সকল স্থলে স্বরাজ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহা উহারা বেশ “বুঝিতে” পারে নাই। বৃদ্ধ অমরসিংহ কাঠমাণ্ডুতে পৌছিয়া রাজ্যের অঙ্গহানি সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে আপত্তি করিতেছিলেন।

১৮১৫ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জেনারেল অক্টারলোনি ২০ হাজার সৈন্তসহ কাঠমাণ্ডুর পথে অগ্রসর হইলেন। গুর্খারা বিচাকো গিরিসঙ্কট কেলাবন্দী করিয়া রাখিয়া তাঁহার আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কাপ্তেন পিকাস গিল চোরাই আফিম ব্যবসায়ী কয়েক জনের সাহায্যে একটি গুপ্তপথের সন্ধান পাইয়া তাহা দিয়া

অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া গুর্খাব্যাহের এক প্রান্তের পশ্চাঙ্গে উপস্থিত হইলে গুর্খারা অগত্যা উহাদের ঠেকত বা বেড়-গুলি ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ইহার পর ইংরাজদল মকওয়ানপুরের নিকট পৌছেন। তখন গুর্খারা প্রথমে শিখরকটি নামক স্থান ত্যাগ করে। কিন্তু ইংরাজপক্ষ উহা অবিলম্বে দখল করিয়া বেড় মেরানত করিয়া বসিয়া গেলে উহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া ঐ স্থান পুনরধিকার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই অকৃতকার্য হয়। এই যুদ্ধে উহাদের ৮০০ লোক হতাহত হয়। ইংরাজ পক্ষ এই যুদ্ধে সুরক্ষিত স্থানে থাকায় এবং জেনারেল অক্টাবলোনি স্বয়ং স্বব্যবহার সহিত তথায় পুনঃ পুনঃ নূতন সৈন্য প্রেরণ করিতে থাকায় ইংরাজ সৈন্যের ২২০ মাত্র লোকসান হইয়াছিল। এই মকওয়ানপুরের যুদ্ধেই গুর্খাদিগের সমস্ত আশা ভরসা লোপ হইয়া গেল। পরসী যুদ্ধ জয়ী সমূহের রাণা এই স্থানে গুর্খাদিগের নেতা ছিলেন।

ইহার পর ইংরাজদিগের ভোপ আসিয়া পৌছিলে হরিহরপুরে যে যুদ্ধ হয় তাহাতেও গুর্খারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়।

জেনারেল অক্টাবলোনি এবং গবর্নর জেনারেল বাহাদুর যে গুপ্ত রিপোর্ট ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে গুর্খাদিগের সামরিক গুণ সকল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া ছিলেন।

ইহার পর সিগৌলির সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। (৪.৩.১৮১৬)। কালী নদীর পশ্চিমের অধিকার এবং

তরাই অঞ্চল নেপালকে ছাড়িতে হইল এবং কাঠমান্ডু রাজধানীতে একজন ইংরাজ রেসিডেন্ট থাকার স্বীকৃতি দিতে হইল। নেপালী সর্দারেরা গওকের পশ্চিমস্থিত তরাই অঞ্চলে স্থিত তাঁহাদের জাইগীর জলি এতদ্বারা হারাইলেন ; কিন্তু তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নেপাল দরবারের হাতে দেওয়ার অঙ্গীকার করিলেন। কর্ণেল গার্ডিনার নেপালের প্রথম রেসিডেন্ট ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

(ভীমসেন থাপা) ।

দূরদর্শী ভীমসেন থাপা (প্রধান মন্ত্রী) ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে মত দেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে যাহারা ভারতের রাজ্যগুলি মাটির হাড়ির টুকরার মত পদদলিত করিয়া অক্লেশে ভাঙিতেছে, তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভবত কার্য্য। তখন সৈন্তেরা ও সাধারণ প্রজারা বণোন্মত্ত হইয়াছিল ; তাঁহার কথা মানেন নাই। এক্ষণে ভীমসেন থাপারই রাজনৈতিক কৌশলে নেপালের অনেক ক্ষতিপূরণ হইল। তিনি ইংরাজদিগের মনে ঢুকাইয়া দিলেন বর্ষে বর্ষে নগদ দুই লক্ষ টাকা গণনা করিয়া দেওয়ার অপেক্ষা অস্বাভ্যাকর তরাই ভূমিটা ছাড়িয়া দেওয়াতেই মোটের উপর লাভ হইবে ; কিন্তু ঐ



জেনারেল ভীমসেন থাপা

সময়েই তরাই হইতে ৯ লক্ষ টাকা আয় ছিল ; এখন আরও অনেক অধিক হইয়াছে ।

যাহা হউক সিংগোলির সন্ধি হইতে বিপত ণত বর্ষ মধ্যে ইংরাজের সহিত নেপালের আর যুদ্ধ হয় নাই। প্রত্যুত গুর্খা পৈষ্ঠ ভারতে এবং ভারতের বাহিরের বহুস্থলে ইংরাজের অধিনায়কতায় নৈসর্গিক বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইংরাজদের বিশেষ সাহায্যই করিয়াছে এবং সর্বদাই ক্ষত্রিয়ের একমাত্র অভিলষিত, বীরত্বের যশ, অর্জন করিয়াছে ।

২১ বৎসর বয়সে মহারাজা গির্জান যুদ্ধবিক্রম সারি বসন্ত রোগে মৃত্যু হইলে (১৮১৭) তাঁহার ২ বৎসর বয়স্ক পুত্র, রাজেন্দ্রবিক্রম সাহ (সম্মিলিত নেপালের ৫ম রাজা) সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। ভীমসেন থাপা মহারাজার ত্রিপুরা স্কন্দরীর সহিত একমত হইয়া রাজকাষা চালাইতে লাগিলেন । ইহার সম্বন্ধে ডাঃ ওলড ফীল্ড বলিয়াছেন :— *

“স্বদেশের স্বাধীনতা অপেক্ষা প্রিয়তর কিছুই তাঁহার (ভীমসেনের) ছিল না। * * * যাহাতে ব্রিটিশ

Nothing was nearer or dearer to his heart than the independence of his country. * * * while he studiously avoided every act which might lead to a rupture of the existing peace—which peace he looked upon as the best guarantee of Nepal's independence he as steadily resisted every overture on our part to render the connection between the two nations closer and with great foresight most successfully prevented our ever having any pecuniary or other direct and indirect control over the internal affairs of the state.

গবর্ণমেণ্টের সহিত শান্তির বিচ্ছেদ হয় এমন কোন কিছুই তিনি ঘটতে দিতেন না।—তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ঐ শান্তি ভঙ্গ না হইলেই নেপালের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকিবে। কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত কোন প্রকারেরই ঘনিষ্ঠ সংসর্গের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

নেপালের ভিতরে ইংরাজদিগের কোনরূপ আর্থিক বা অন্য সংস্রব না ঘটে—এ বিষয়ে তাঁহার একান্ত দৃবদণী এই দৃঢ় চেষ্টায় তিনি সম্পূর্ণরূপেই কৃতকাৰ্য্য হইয়াছিলেন।”

নেপাল রাজধানী হইতে কোন দিকে ১৫ মাইল অপেক্ষা দূরে কোন ইংরাজই এ পর্বাত্ত যাইতে পান নাই।

ডাঃ ওল্ড ফীল্ড বলিয়াছেন—*

নেপালীরা যে আমাদের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে চাহে না তাহা বিদ্যেভাবপ্রসূত নহে। উহারা আমাদের প্রবল এবং লোভী প্রতিবাগী বলিয়া মনে করে, এবং সমগ্র ভারতের দেশীয় রাজ্যের ভাণ্ডা পরিচিহ্নন করিয়া উহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে যদি ব্রিটিশেরা একবার

This aversion does not deponed on any actual feeling of hostility to us. They look on us as dangerous and encroaching neighbours and judging of the fate of other states throughout India, they are firmly convinced that if once the British can afooting (even though it be of a friendly character) within the valley of Nepal, from that time the knell of their national independence will have been struck * * * They think that the only way * * is to avoid giving us the opportunity of gratifying what they consider, the national love of foreign aggrandisement form the real and only key to the very exclusive policy which Nepal has sytimatically adopted.

কোন রূপে (বন্ধু ভাবেই বা আর যে যে ভাবেই হউন) নেপালে ঢুকিতে পারেন তাহা হইলে সেইদিন হইতেই নেপালের জাতীয় স্বাধীনতা দেবীর জন্য “গঙ্গাযাত্রা” হইবে। * * * তাহার মনে করে * * * যে ইহার প্রতিরোধের একমাত্র উপায় নিজেদের পৃথক রাখা ; যেন (উহাদের মতে আমাদের স্বাভাবিক) জাতীয়-আকাঙ্ক্ষা—পররাষ্ট্র দখল দ্বারা নিজেদের রাজ্য বর্ধন—পরিতৃপ্ত করিবার চুতান পাই!! নেপালী রাজনীতিব আমাদের হইতে সর্ব প্রকারে পৃথক থাকার জন্য একনিষ্ঠ চেষ্টার ইহাই প্রকৃত এবং একমাত্র মূৰ স্বর।”

মিষ্টার গাভিনারের (প্রথম রেসিডেন্টের) দৃঢ়তা ও সংযমে এবং অসাধারণ শিষ্টাচারে নেপালীরা অনেকটা শান্ত ভাব ধারণ করেন। তেজস্বী ঐ নির্ভীক গুর্খা বোদ্ধারা শেষে যুদ্ধে হারিয়াছিল, রাজ্যেব এক তৃতীয়াংশ ছাড়িয়া গন্ধি করিয়াছিল, কিন্তু আত্মগোবব হারায় নাই। উহারা বরং একটু গর্কিত ভাবেই দেখাইতেছিলেন। সম্পূর্ণ ভাবে স্বাধীন এবং সমকক্ষ জাতির স্তায় ব্যবহার করায় তিনি উহাদের নীর হৃদয় অধিকার করিতে পারিয়া ছিলেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহ.ক উহাদের অস্থির কমান্ডে পারিয়াছিলেন।

ভীমসেন খাপা নাবালক মহারাজার নিমিত্ত। মহার নীর সহিত একমত হইয়া আভ্যন্তরিক বন্দোবস্তে বিশেষরূপে মন দিয়া রাজ্যের বৃদ্ধি এবং সকল বিষয়ে শৃঙ্খলা

স্থাপন করিয়াছিলেন । ব্রাহ্মণদিগের এবং মোহনদিগের
 প্রমত্ত ভূমির (ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধের সময় উইাদের
 সাহায্য প্রার্থনা করা হইলে কেহ বা উজ্জল দেশভক্তি-
 প্রণোদিত হইয়া, কেহ বা চকুলজায়, কেহ বা ভয়ে,
 যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহার্থে লাম্বরাজ জমি নৈনিক বিভাগকে
 ছাড়িয়া দিয়াছিলেন) আয়ে নৈনিক সংখ্যা স্থায়ীভাবে
 বর্দ্ধিত করা হয় । তদ্বারা নেপাল যুদ্ধের পর স্বল্পকাল
 মধ্যেই পূর্ববৎ বলপালী হইয়া উঠে ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

মাতঙ্গর সিং ।

১৮৩২ অব্দর ১লা এপ্রিল মহারানী ত্রিপুরা সুন্দরীর
 মৃত্যু হয় । তাঁহারই সহায়তায় ভীমসিংহ খাপা রাজ্যের
 স্বাধীন্যবস্তুরিতে পারিতছিলেন; রাজবাড়ীতে কোন-
 রূপ ষড়যন্ত্র তাঁহাদের বিরুদ্ধে হইতে পারে নাই । মহা-
 রানীর কার্যদক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তা এবং বিকৃতমস্তক
 অত্যাচারী স্বামী রণবাহাদুর দার প্রতি অচলা ভক্তি
 নেপালের ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে । তাঁহার নিজের
 সম্ভানকে প্রাপ্য সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিয়া পতি বে
 সপত্নী সম্ভানকে রাজ্যাধিকারী করিয়াছিলেন তাহারই
 সেবারে তিনি জীবন বাপন করিয়াছিলেন । তাঁহার

স্বদেশভক্ত হৃদয়ে নেপালের শান্তি এবং শক্তি বৃদ্ধি একমাত্র লক্ষ্য ছিল। পতির ইচ্ছাই তাঁহার বেন মন্ত্র ছিল। তিনি নির্কাসিত স্বামীর নেপালে ফিরিবার পথ পরিকৃত করার জন্য প্রথমে কানী হইতে কঠমাতুত অগ্রে একাকী আসিয়াছিলেন এবং পতিকে রাজ্য প্রতিভূর আসনে বসাইয়াছিলেন এবং পতির মৃত্যুর পর দূরদর্শী মন্ত্রীর সহিত একমন হইয়া রাজ্যকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

মহারাজার মৃত্যুর পর মন্ত্রী ভীমসেনের ভ্রাতা রণবীরসিং যুবক রাজা রাজেন্দ্র বিক্রমের কাণ্ডারি করিতে লাগিলেন।

ভীমসেনের ভ্রাতৃপুত্র মাতব্বরসিং কার্যক্ষম লোক-ছিলেন। তাঁহাকে প্রথমে গোৰ্খা প্রদেশের গবর্নর পদ দেওয়া হয়। পরে কলিকাতায় দূত স্বরূপে প্রেরণ করা হয়। মাতব্বরসিং ইংরাজদিগের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইয়া ফিরেন (১৮৩৬)। কিন্তু ইতিমধ্যে যুবক রাজা বুদ্ধ মন্ত্রী ভীমসেনের প্রতি একান্তই বিরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দামোদর পাণ্ডের (যাহার দলের উৎসাদনের পর খাপা-দিগের আনাত্ত স্থাপিত হয়) পুত্র রণজঙ্গ পাণ্ডেকে (এই পাণ্ডেরাও জাতিতে ছত্রি ছিলেন) তাঁহার পিতার সমস্ত বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া হইল। (১৮৩৭)। প্রধান বিচারপতির পদ হইতে সৈনিক খাপাকে (ভীম-

সেনের ব্যবস্থায় সকল রাজকর্মই সামরিক কর্মচারীদিগের হস্তেই ছিল) সরাইয়া একজন আক্ষপকে দেওয়া হইল । ভীমসেনের পছন্দসই অনেকেই পদচ্যুত হইতে লাগিলেন ।

মাতঙ্গর সিংহের গবর্ণরী চাকরীও রণজঙ্গ পাণ্ডের ভ্রাতা পাইলেন । অনেকগুলি সম্মান জন্মিয়াছে—রাজবাড়ীর খরচ বাড়িবে এই ছুতা তুলিয়া রাজা, রাজ কর্মচারীদিগের সংখ্যা ও বেতন হ্রাস করিতে লাগিলেন । ইহার পর রাজার প্রথম মহারানীর তৃতীয় পুত্র ১ বৎসর বয়সে হঠাৎ মারা যায় । অমনি রাষ্ট্র করা হইল যে মহারানীকে ভীমসেন খাপা বিষ প্রয়োগে হত্যা চেষ্টা করিয়াছিলেন—; সেই বিষেই শিশুর মৃত্যু হইয়াছে !

রণবীর সিংহ ভ্রাতার বিবন্ধে যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার কোন লাভই হয় নাই । উহার বংশের প্রতিপক্ষ পাণ্ডে দিগেরই উপকার হইল । রাজা খাপা মাতঙ্গেরই উপর বিরূপ হইয়াছিলেন । এতদ্বারা রণবীর বংশের গৌরব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত একত্রেই শূন্যলাবদ্ধ হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন । মাতঙ্গর সিং এবং ঐ বংশীয় সকলেই কারাকন্ড ও বিষম যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । কিন্তু বন্দীদিগকে দোষ স্বীকার করানর সকল চেষ্টা বিফল হইল ।

রণজঙ্গ পাণ্ডে প্রধান মন্ত্রীর পদ (ইনি নেপালের ৫ম প্রধান মন্ত্রী) অধিকার করিলে কতেজঙ্গ চৌতুরিয়া এবং রঘুনাথ পণ্ডিত কনিষ্ঠা রাণী লক্ষ্মী দেবীর সহিত একযোগ

হইয়া অব্যবস্থিতচিত্ত রাজার মনে এই ভীতি উৎপাদন করিয়া দিলে যে পাণ্ডুরা এইবার প্রবল হইয়া আবার রাজপরিবর্তন চেষ্টাও করিতে পারে; খাপারা আর যাহা করুক রাজার বিরুদ্ধে কিছু করে না। তখন ভীষ্মসেন, রণবীর ও মাতব্বরকে খালাস দেওয়া হইল; দরবাবে খেলাত দেওয়া হইল, জমিদারীও ফেরৎ দেওয়া হইল। রঘুনাথ পণ্ডিত প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইলেন। (ইনি নেপালের ষষ্ঠ প্রধান মন্ত্রী)। অল্প দিনের মধ্যেই আবার প্রথমা মহারাণীর চেষ্টায় রাজার মন পাণ্ডুদিগের দিকে গেল। রণজঙ্গ পাণ্ডে প্রধান সেনাপতি হইলেন; তাঁহার ভ্রাতা রামদল পাল্পার গবর্নর হইলেন।

মহারাণী রণজিৎ সিংহের নিকট দূতস্বরূপে মাতব্বর সিংকে প্রেরণ করা হইল। খাপাদিগের মধ্যে কার্যকুশল ঐ ব্যক্তিকে নেপাল হইতে সরাইয়া দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল, নচেৎ তখন নেপালের একরূপ অবস্থা নয় যে ইংরাজের বিরুদ্ধে কোন যত্নস্ব করি চলে। মাতব্বর সিং শতজ্ঞ পার হওয়ার সময় ইংরাজ চরের হস্তে গৃহীত হন। এক বৎসর পরে তাঁহাকে লাহোরে যাইতে দেওয়া হয়। লাহোর হইতে ফিরিয়া তিনি ইংরাজ রাজ্যেই বাস করেন। তখন কোন প্রধান খাপারই নেপালে থাকা বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছিল।

১৮৩৯ অব্দে বৃদ্ধ ভীষ্মসেন খাপার বিরুদ্ধে পুরাতন

অভিযোগের পুনরুত্থাপন করা হইল যে তিনি রাজকুমারকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়াছিলেন। নূতন নূতন সাক্ষী এবং নূতন নূতন জালি কাগজ দাখিল করা হইলে প্রকাশ্য দরবারে ভীমসেন শুধু এই মাত্র প্রমাণ করেন যে দুই বৎসর পূর্বের প্রথম অভিযোগের সময় সে সখ কোথায় ছিল ! কিন্তু সে কথা শুনে কে ? অরুণ মহারাজাধিরাজ নেপালের দুর্দিনে প্রধান রক্ষক বৃদ্ধ মন্ত্রীকে রাজজোহী এবং বিশ্বাসঘাতক বলিয়া কারাগারে প্রেরণ করিলেন ! নেপালের পরমভক্ত সন্তান কারাগারে আত্মহত্যা করিলেন । তাঁহার দেহ রাস্তার ধারে ফেলিয়া দেওয়া হইল ! দাহ ক্রিয়াও হইতে দেওয়া হইল না !

যে দেশে “রাজা যাহাই করণ তাহাতে দোষ নাই” এই মতবাদ দৃঢ়রূপে স্বীকৃত, তথায় প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্য্যন্ত রাজার কোন দোষ করার “ক্ষমতা”ও থাকে না ! রণ বাহাদুর সার এবং রাজেন্দ্রবিক্রম সার কর্মফলে নেপালের মহারাজাধিরাজগণের হস্ত হইতে শক্তি সরিয়া গিয়া প্রধান মন্ত্রীদিগের হস্তেই পৌঁছিয়াছে। এখন মন্ত্রীত্ব পদ লইয়া মারামারি কাটাকাটি ঘড়ঘড়। মহারাজাধিরাজ এক্ষণে নির্লিপ্ত এবং পরম পূজনীয় ভাবেই দৃষ্ট হন।

ইংরাজও বলেন “রাজা কোন দোষ করিতে পারেন না (দি কিং ক্যান ডু নো রং)। তাঁহাকেও আইন অমান্যকারী রাজা প্রথম চার্লসকে বধ দণ্ড দিয়া এবং বিতীয় জেমসকে পদচ্যুত করিয়া রাজশক্তি মন্ত্রীসভার হস্তেই

দিতে হইয়াছে । তবে মন্ত্রীদের পদচ্যুতি নেপালের ন্যায়
যথেষ্ট মারকাট দ্বারা হয় না—প্রধান প্রকৃতিবর্গ (পার্লিয়া-
মেন্টে) উহাদের প্রস্তাবিত কোন কার্য অগ্রাহ্য করিয়া
উহাদের উপর বিশ্বাসহীনতা প্রকাশ করিলেই উহাদের
স্বতন্ত্রভাবে আপনা হইতে পদত্যাগ করিতে হয় ।

পাণ্ডুর দল এবং প্রথম মহারানী একত্র হইয়া রাজ্যে
মহা উৎসীড়ন আরম্ভ করিলেন । প্রজারা অত্যাচারে
এবং পীড়ন দ্বারা অর্থসংগ্রহে একান্ত উত্যক্ত হইল ।
মহারানী প্রচার করিতে থাকিলেন যে সাক্ষাৎসম্মুখে
রাজাধিরাজের হুকুমের এই সকল কার্য হইতেছে ।
সৈন্যদের বেতন কমান হইল । উহাদের ডাকাইয়া মহা-
রানীর কথারবশ মহারাজাধিরাজ প্রকাশ্যেই বলিলেন যে
ইংরাজদের সহিত যুদ্ধের জন্য টাকার দরকার ; সেইজন্য
বেতন কমান হইতেছে । সৈন্তেরা বলিল “যুদ্ধারম্ভ করণ
যুদ্ধেই যুদ্ধের খরচ উঠিবে । “পাহাড়ী নেকড়েদের”
টোয়াইয়া দিলে তাহারা লক্ষ্মী এবং পার্টনার লুটে যুদ্ধের
প্রয়োজনীয় ধন সংগ্রহ করিয়া দিবে !” [১৯১৫ অব্দে এই-
রূপ মনেই জর্জ ব্রসেলস ও অটোয়ার্প হইতে কোটি কোটি
টাকা সংগ্রহ করেন ।] প্রথম মহারানীর ইচ্ছা ছিল যে
মহারাজাধিরাজ সৈন্তদিগের বেতনে দানী অগ্রাহ্য করিলে,
উহারা ক্রুদ্ধ হইবে ; তখন তাহার গর্ভজাত পুত্র সৈন্ত-
দিগের দাবী মিটাইয়া দিয়া উহাদের প্রিয়পাত্র হইলে
তাহাকে যৌবরাজ্যে অতিবিক্ত করার সুবিধা

হইবে। কিন্তু মহারাজাধিরাজ সৈন্তদিগের বেতন পুরা দিবারই অনুজ্ঞা করিলেন।

এই সময়ে নেপালের ১২ হইতে ৬০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের সংখ্যা করা হয়। তাহাতে অস্ত্রধারণক্ষম ৪ লক্ষ লোক আছে বলিয়া স্থির হয়।

পাণ্ডে মন্ত্রী হকুম্‌এ এই সময়ে রামনগর জিলার ৯১ খানি গ্রাম গুর্খা সৈন্তে দখল করে। মহারাজাধিরাজকে বিপদগ্রস্ত করার জন্য কোনরূপ চেষ্টারই ক্রটি হয় নাই! কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ঐ অঞ্চলে কিছু সৈন্ত পাঠাইয়া দিলে নেপালী সৈন্ত সরাইয়া লওয়া হয়; এবং ইংরাজেরা তাহাদের একান্ত বিদেষী পাণ্ডে মন্ত্রী সম্বন্ধে নেপাল দরবারে তীব্র অনুযোগ করিয়া পাঠাইলে মহারাজাধিরাজ পাণ্ডেদিগকে পদচ্যুত করিয়া ফতেজঙ্গকে নেপালের (৭ম) প্রধান মন্ত্রী করিলেন।

ইহার পরই প্রথম মহারানীর মৃত্যু হয়। অনেকে অব্যাহিতচিত্ত মহারাজাকেই বিষপ্রয়োগকর্তা বলিয়া মনে করেন। মহারাজা রেসিডেন্টকে গিফা বলেন যে কোন হিন্দুস্থানী কাগজে তাহার বিক্রন্দে ঐরূপ লিখিয়াছে। তাহাকে ধরিয়া আনিয়া দেওয়া হউক। তাহার চামড়া তুলিয়া লইয়া লবণ ও তৈল দিয়া ঘসা হইবে।

মহারাজের এবং যুবরাজের “নিষ্ঠুরাচরণে এবং শোষণে একান্ত উত্তাক্ত হইয়া প্রজারা এবং সৈন্তেরা এক দরখাস্ত দাখিল করে।

ইহাই নেপালের (পিটিশন অফ রাইটস্) আশা অধিকারের ক্ষুদ্র প্রার্থনা পত্র (৭১২।১৮৪২)। মহারাজ রাজেন্দ্র বিক্রম এই দরখাস্ত প্রকাশ্য দরবারে যজ্ঞ করিলেন। তদ্বারা কনিষ্ঠা মহারানী লক্ষ্মী দেবীকে রাজ-রক্ষয়িত্রীর ক্ষমতা দেওয়া হইল।

যুবরাজ (প্রথম রানীর পুত্র) সুরেন্দ্র বিক্রমের রাজ্যাদি-রাজ আখ্যা প্রাপ্তি হইল। মহারাজাধিরাজও স্বয়ং সিংহাসনাধিষ্ঠিত রহিলেন। এই ব্যবস্থায় কোনও রূপ মারামারি কাটাকাটির প্রয়োজন হয় নাই।

প্রথমা মহারানী পাণ্ডেদিগের দলে ছিলেন। কনিষ্ঠা মহারানী লক্ষ্মী দেবী খাপাদিগের দলে ছিলেন। কোন দলই এ পর্য্যন্ত অত্যন্ত প্রবল হইতে পারে নাই। মহা-রাজাধিরাজ কখন এ রানীর কখন ওরানীর কথায় পরি-চালিত হইতেছিলেন। এক্ষণে কনিষ্ঠা মহারানীর একান্ত ইচ্ছা হইল যে পাণ্ডেদিগের এবং চৌতুরিয়াদিগের পূর্ণভাবে অধঃপতন হয়। চৌতুরিয়ারা মহারাজের জ্ঞাতি। উহারা রাজসিংহাসনের জ্যেষ্ঠাঙ্কুর ব্যবস্থার পরিবর্তন চাহেন না। জ্ঞাতিরা বংশের দ্বারা রক্ষাতেই গৌরব বোধ করেন। পাণ্ডেরাও প্রথমা মহারানীর দল স্তব্ধরাং মহারাজের প্রথমা মহারানীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্রের রাজ্যাসন প্রাপ্তির পক্ষ-পাতী। এই দুই দলের সর্বনাশ সাধন করিতে পারিলে এবং খাপার দলকে পুনরায় শক্তিয়ান করিয়া দিলে উহারা কৃতজ্ঞ হইয়া উহাঁর পুত্রের দল হইতে পারে;

এইরূপ বিচারে কনিষ্ঠা মহারাণী রাজাকে বুঝাইলেন যে মাতব্বর সিং খ পাকে নেপালে শিগগা হইতে না আনাহিলে নেপালেব মঙ্গল হইবে না ।

মাতব্বর খাপাকে ডাকাইয়া পাঠাইলে তিনি গোরখপুরে অ.ই.সেন । অনেক নেপালী তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া লইতে তথায় গেলেন । তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র কাজী “জঙ্গ বাহাদুর”ও তথায় গিয়া পিতৃবোর সহিত কাঠমাণ্ডুত ফিরেন ।

মাতব্বর কাঠমাণ্ডুত পৌছিয়াই তাঁহার পিতৃব্য ভীমসেন খাপার উপর মিথ্যা মোকদ্দমার পুনর্বিচার প্রার্থনা করিলেন । বিচারে সিদ্ধান্ত হইল যে বিষ প্রয়োগের মোকদ্দমা মিথ্যা এবং ভীমসেনের স্বীকারোক্তি জাল । তখন কুলরাজ পাণ্ডেব এবং কারবার পাণ্ডেব শিরচ্ছেদন হইল । রণজঙ্গ পাণ্ডে তখন মৃত্যু শয্যায় । ভ্রাতৃব্বের প্রাণদণ্ডের কয়েক ঘণ্টা পরেই তাঁহার মৃত্যু হয় । ইন্দর-বীর খাপা স্বগোষ্ঠীদিগের একান্ত বিরোধী ছিল । উহারও প্রাণদণ্ড হইল । কনক সিং মহৎ—ভূতপূর্ব “প্রধান বিচারপতি” রাজার নিজের কথামত ভীমসেনের জালি স্বীকারোক্তি স্বদস্তে লিপিয়াছিল ! এই স্বীকারোক্তির পর তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল ।

১০ জন পাণ্ডে সপরিবারে দেশ বহিষ্কৃত হইল । কতেজঙ্গই নামে প্রধান মন্ত্রী রহিলেন । মাতব্বরই কাজে বর্ত্তমান হইয়া দাঁড়াইলেন । কিছুকাল পরে মহারাণীর

নিরন্তর চেষ্টায় (২৪।১২।:৮৪৩) মাতব্বর সিং খাপা নেপালের (৮১০) প্রধান মন্ত্রী হইলেন । এই সময়ে ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ভীমসেন খাপার বিরোধী ভ্রাতা রণবীর খাপা সন্ন্যাসী বেশে কাঠমাণ্ডুতেই বাস করিতেছিলেন ।

মাতব্বরকে মহারাণী নির্বাসন হইতে ফিরাইয়া আনিয়া প্রধান মন্ত্রী করিয়া দিলেন । কিন্তু ক্ষাত্রধর্মী নেপালী ছাত্র মাতব্বরের মনে মহারাজাধিরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সিংহাসনে জায়া দাবী সম্বন্ধে কোনরূপ বিদ্বেষ ছিল না । সুতরাং তিনি মহারাণীর শত্রুদলকে নিহত ও বৃত্তাভিত্ত করিতে থাকিলেও তাঁহার পুত্র নরেন্দ্রবিক্রমের সিংহাসন প্রাপ্তির অল্পমাত্র সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন না ।

যুবরাজ এই সময়ে কিছু মৈত্র লইয়া তেরাইয়ে চলিয়া গেলেন এবং পিতা সিংহাসন ত্যাগ না করিলে ইংরাজ রাজ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া দিবেন এই ভয় দেখাইলেন ! যুবরাজের মস্তক বিকৃত এই কথাই উল্লেখ মহারাণীর ইচ্ছা ছিল তাঁহার রাজ্যাধিকার প্রাপ্তি হইবে না এইরূপ ব্যবস্থা করেন । কিন্তু যুবরাজের এই কার্য্যে মহারাজাধিরাজকে সুস্পষ্টরূপেই স্বীকার করিতে হইল যে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রই পরবর্তী মহারাজাধিরাজ হইবেন এবং অনেকটা রাজশক্তি তাঁহার জীবদ্দশাতেই প্রাপ্ত হইলেন ।

যুবরাজকে পক্ষভুক্ত থাকার জন্য মহারাজাধিরাজ

মাতব্বরের উপর চটিলেন—মহারানীত চটিয়াই ছিলেন।
 ছুপ্পনে মিলিয়া মাতব্বরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন।
 মাতব্বর সিং থাপা সৈন্যদিগের একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন।
 মহারাজাধিরাজ উহাকে (১৭৫১৮৪৫) রাজবাটীর মধ্যে
 গুপ্ত হত্যা করেন; কিন্তু রেসিডেন্টের নিকট সন্বাদ দেন
 যে রাজসিংহাসনে দ্বিতীয় রানীর পুত্রকে বসাইয়া নিজে
 সর্কেসর্কা হওয়ার চেষ্টা করায় তিনি বিচারের পর
 মাতব্বরের গুপ্তভাবে প্রাণদণ্ড দিয়াছেন। নচেৎ সৈন্তেরা
 হাজামা করিত।

এই হত্যা'কাণ্ডে মহারানীর প্রিয়পাত্র গগণ সিং এবং
 কয়েকজন চৌতুরিয়া লিপ্ত ছিলেন। রাত্রি ১১টার সময়
 রাজা ও রানী মাতব্বকে ডাকাইয়া পাঠান। তাঁহাদের
 সম্মুখেই এই হত্যাকাণ্ড হয়। ঐ সময়ে লোকে “জঙ্গ
 বাহাদুরের উপরেই সাক্ষাৎসম্বন্ধে মাতুল হত্যার দোষা-
 রোপ করিয়াছিল। রেসিডেন্ট কর্ণেল লরেন্স সে কথায়
 বিশ্বাস করেন নাই। এই হত্যার সন্বাদ পাইয়া মাতব্বরের
 পুত্র কর্ণেল রন্জু লাল থাপা জঙ্গ বাহাদুরের গৃহেই আশ্রয়
 লইয়াছিলেন। এবং জঙ্গ বাহাদুর তাহার পিতার ধনরত্ন-
 সহ নিজের ভ্রাতাদের সঙ্গে দিয়া গুপ্ত ভাবে সিংগৌলি
 পাঠাইয়া দেন। কয়েক বর্ষ পরে ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া
 জঙ্গ বাহাদুর ডাঃ ওল্ড ফীল্ডক বলেন যে তিনিই মাতুলের
 উপর প্রথম গুলি চালাইয়াছিলেন। প্রথমে অনেক
 ক্ষাপিত ও কাদাকাটি করেন। কিন্তু রাজার ছুইয় শত

আপত্তি থাকিলেও মানিতে হইয়াছিল । মহারাজাধিরাজ যদি বলিতেন “আত্মহত্যা কর তাহাও মানিতে হইত !” নেপালী ছত্র রাজশক্তি যখন যেখানেই থাকুক, উহাকে বিনা বিচারে মানিতে শিখিত । রাজধানীতেস্থিত গুর্খা রেজিমেন্টে কোনরূপই বিচলিত ভাব দৃষ্ট হয় নাই । যখন “রাজাজ্ঞায়” হত, তখন মাতকবর সিংহ তাহাদের পরম শ্রীতিভাজন হইলেই বা কি আর না হইলেই বা কি ?

— পঞ্চদশ অধ্যায় ।

মহারানী লক্ষ্মীদেবী ।

মহারাজাধিরাজ এইবার চৌতুরিয়া ও পাণ্ডুদিগকে দেশে ফিরিয়া আসিবার অনুমতি দিলেন । ফতেজঙ্গকে প্রধান মন্ত্রীত্ব দিবার কথা স্থির হইল । তিনি না আসা পর্যন্ত জঙ্গ বাহাদুর তিন রেজিমেন্ট সৈন্তের কর্তৃক ও জেনারেল পদবী পাইলেন এবং অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী হইলেন ।

কিছুদিন পরে ফতেজঙ্গ “নামে” প্রধান মন্ত্রী হইলেন । মহারানীর প্রিয়পাত্র গগন সিং প্রধান সেনাপতি এবং সকল সামরিক বিষয়ে কর্তা হইয়া কাজে প্রধান মন্ত্রী হইয়া দাঁড়াইলেন । ফতেজঙ্গ কেবল দেওয়ানী বিচারকের কার্য্য করিতে লাগিলেন । এই মন্ত্রী সভার জঙ্গ বাহাদুরের

স্থান হইল না। রাজা ও রানী দুজনেই তাঁহাকে সুবরাজের পক্ষীয় বলিয়া জানিতেন। কিন্তু জয় বাহাদুরের বিপুল উদ্যোগ ও সাহসের জন্ত তাঁহাকে জেনারেল পদ হইতে নামাইতে কাহারও সাহস হইল না।

এই সময়ে প্রথম শিখ যুদ্ধ চলিতেছিল। পঞ্জাবে ভীষণ যুদ্ধ ব্যাপ্ত ত্রিটিশ সৈন্য দলের পশ্চাতে পশ্চিম নেপাল হইতে ত্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ দ্বারা সাহায্য করার জন্ত পত্র আসিল। শিখেরা সকল যুদ্ধেই জয় হইতেছে বলিয়া সম্বাদ দিয়াছিল। নেপাল দরবার বিক্রম করিয়া উত্তর দিলেন “শিখেরা দিল্লীর কাছে পৌঁছিলে দেখা যাইবে! এবং ত্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে নেপালী সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে চাহিলেন।

মোত্রাওনের যুদ্ধে শিখবল চূর্ণ হইয়া গেলে মহারাজা-ধিরাজ গবর্ণর জেনারেলকে পত্র লিখিয়া কুমায়ুন প্রদেশটী এবং তারাই অঞ্চলে দুই লক্ষ টাকা আয়ের ভূমি “দরিদ্র ও সর্বদা সাহায্যে উন্মুক্ত বন্ধকে” দিতে অস্বীকার করেন। ফল কিছুই হয় নাই।

হীন কুলোদ্ভূত গগণ সিংহের মহারানীর নিকট সর্বদা ঘাটাঘাটে এবং সকল বিষয়েই মহারানীর নাম করিয়া তাঁহার আদেশে কার্য্য হইতেছে বলায়, মহারাজার মন বিকৃত হইল। তাঁহার চেষ্টায় গগণ সিংহের বিরুদ্ধে একটা মড়মড় হইল এবং লাল ঝা নামক এক ব্যক্তি জানলা দিয়া গুলি করিয়া পূজায় নিযুক্ত গগণ সিংহকে মারিয়া ফেলিল। (১৪৯১৮৪৬)।

গগন সিংহের হত্যার সম্বাদ পাইয়া মহারানী তৎক্ষণাৎ পদব্রজে তাঁহার বাটীতে গিয়া মৃতদেহ দর্শনপূর্বক প্রতিহিংসার প্রতিজ্ঞা করিলেন। মহারানীর সুদীর্ঘ আকার ছিল, রং একটু মণলা ছিল, এবং কেশ সুদীর্ঘ ছিল। তিনি মূর্তিমতী প্রতিহিংসার রূপে কোট প্রাসাদে আসিয়া সকল সর্দার এবং কর্মচারীকে ডাকাইয়া একত্র করিলেন। জল বাহাদুর ও ভ্রাতৃগণ এবং কিছু সৈন্যসহ উপস্থিত হইলেন এবং এই খুনের অঙ্গসন্ধান প্রার্থনা করিয়া বলিলেন যে ১৮৪৩ অব্দ হইতে মহারানীকে মহারাজাধিরাজ রাজ প্রতিনিধির অধিকার দিয়া রাখিয়াছেন সুতরাং তিনিই এই বিষয়ের বিচার করিয়া হুকুম দিতে পারেন। এই সময়ে জেনারেল অভিমান রাণা রাজাধিরাজকে ও তথায় ডাকিয়া আনিলেন।

রাণা তখন রাজাকে তথায় ডাকিয়া আনিলেন। ক্রোধাক্তা মহারানী তখন কাজী বীরকিশোর পাণ্ডেকে প্রেরণ করিতে হুকুম দিলে—অভিমান রাণা তাহা করিলেন। বীরকিশোর নিজেকে বারবার নির্দোষী বলায় ক্রোধোন্মত্তা রানী হুকুম দিলেন “উহার মাথা কাটিয়া ফেল।” অভিমান রাণা রাজাকে দ্বিজ্ঞাসা করিলেন। রাজাধিরাজ বেশ জানিতেন যে প্রকৃত দোষী! তিনি বিনা বিচারে মাথা কাটার হুকুম দিলেন না। অভিমান রাণা রাজারি আজাই মান্য করিয়া সে স্থল হইতে সরিয়া গেলেন। রানী তখনই সভা বসিতে আজ্ঞা দিলেন এক

বলিলেন যে চৌতুরিয়া দিগের আসার অপেক্ষা করিতে হইবে না। রাজা বলিলেন যে প্রধান মন্ত্রী ফতেজঙ্গের মুক্তি বিবেচনার সাহায্য লওয়া উচিত; তাড়াতাড়ি কি? এই বলিয়া তিনি জঙ্গ বাহাদুরের এক ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহনে ফতেজঙ্গের বাটী চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই ফতেজঙ্গ ও তাহার পুত্র ও ভ্রাতাদিগকে রাজ-বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। মহারাজাধিরাজের ঐ তদারকে উপস্থিত থাকার সাহস হয় নাই। তিনি রেসিডেন্টকে নিজ মুখেই গগণ সিংহের হত্যার খবর দিবার ছুতায় নরিয়া রহিলেন। তখন রাত্রি দুই প্রহর পার হইয়া গিয়াছিল। রেসিডেন্টের সহিত দেখা হইল না! চঞ্চল চিত্তে অর্পণি বাটীতে ফিরিয়া গেলেন।

ফতেজঙ্গ ‘কোট’ গ্রামাদে পৌঁছিলে জঙ্গ বাহাদুর তাঁহাকে বলেন যে বীর কিশোর পাণ্ডের এবং মহারাণীর আদেশ অগ্রাহ্যকারী জেনারেল অভিমান রাণার তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ড করিয়া মহারাণীকে একটু ঠাণ্ডা করা হউক। ফতেজঙ্গই প্রধান মন্ত্রী থাকিবেন। তিনি, জঙ্গ বাহাদুর, প্রধান সেনাপতি হইবেন এইরূপই মহারাণীর ইচ্ছা।

ফতেজঙ্গ এই ব্যবহার রাজ্যী হইলেন না। বলিলেন বীর কিশোরের রীতিমত বিচার হউক। আর অভিমান রাণা মহারাজাধিরাজের হুকুম মানিয়া রাজকর্মচারীর কর্তব্য পালনই করিয়াছেন, স্তত্রাং নির্দোষী। যদি মহারাজাধিরাজ উপস্থিত থাকিয়া এই উচিত কথার অঙ্গ-

মোদিন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃত বন্ধু মন্ত্রী ফতেজঙ্গের কথাই বলবৎ হইত । তিনি উপস্থিত থাকিয়া যাহা বলিতেন তাহাতে কোন নেপালী দ্বিকল্পিত করিতে পারিত না । তিনি পলাইয়া সরিয়া থাকাতেই একটা লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড ঘটয়া গেল ।

ফতেজঙ্গ অভিরাম রাণাকে জঙ্গ বাহাদুরের কথা জানাইলে অভিরাম রাণা তাঁহার তিন রেজিমেন্টের আফিসরদিগকে সাবধান থাকিতে বলিলেন । তাহার। তখনই প্রাসাদের বাহিরেস্থিত ঐ সকল রেজিমেন্টের সৈন্যদিগকে বন্ধুকে গুলি ভরিতে বলিল । ঐ সময়ে জঙ্গ বাহাদুর মহারাণার কাছে উপর তলায় গিয়াছিলেন । তিনি সৈন্যদিগের বন্ধুক গাদা মহারানীকে দেখাইলে তিনি রাজপ্রতিনিধির তরবারি হস্তে লইয়া নীচের তলায় নামিয়া আসিলেন । সেখানে ফতেজঙ্গ, অভিরাম রাণা, দলভঞ্জন পাণ্ডে প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কে আমার বিশ্বাসী সেনাপতি গগণ সিংকে হত্যা করিল ? শীঘ্র বল ।” কেহ উত্তর দিল না । ফতেজঙ্গ বলিলেন সম্পূর্ণ তদারক হইবে । কোষযুক্ত খর তরবারি হস্তে ক্রোধাক্ত রানী ব্যাতীর চ্যাব বীর কিশোরের উপর তখনই স্বহস্তে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন । তিন জন মন্ত্রী তাঁহাকে এই বিসদৃশ কাণ্ড হইতে হস্ত ধারণ করিয়া নিবারণ করিলেন এবং যথাসাধ্য শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন । উপর তলায়

কিরিয়া বাইবার অস্ত্র মহারানী সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছেন এমন সময়ে বন্দুকের শব্দ হইল। ফতেজঙ্গ এবং দলভঞ্জন হত হইলেন। অতিরাম আহত হইলেন। ফতেজঙ্গের পুত্র খড়্গবিক্রম জঙ্গ বাহাদুরের ভ্রাতা বাম বাহাদুরের এবং কৃষ্ণ বাহাদুরের কপালে কুক্রুরির আঘাত করিয়া একজন সিপাহীকে কাটিয়া ফেলেন। পুনরায় বাম বাহাদুরকে আঘাত করিতে উদ্যত এবং বাম বাহাদুর তাহার তরবারি বাঁধা থাকায় খুলিবার অস্ত্র ব্যত্য় এমন সময়ে জঙ্গ বাহাদুর নামিয়া আসিয়া একজন সিপাহীর বন্দুক লইয়া খড়্গ বিক্রমকে নিহত করিয়া ভ্রাতাকে রক্ষা করেন। ইহার পর দাঙ্গা হত্যাকাণ্ড চলিল; যে যাহাকে পারিল মারকাট করিল। সকলেরই সকলের সম্বন্ধে সুন্দেহ; শত্রু মিত্রের ঠিকানা নাই। জঙ্গ বাহাদুরের রেজিমেন্টের সৈন্তেরা আসিয়া পৌঁছিল এবং মহারানী উপরতলা হইতে হুকুম দিতে লাগিলেন—“আমার শত্রুদিগকে নির্মূল কর।” ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড ঘটিল। মৃতদেহের স্তুপ হইয়া গেল।

জঙ্গ বাহাদুর বলেন যে রানীর লোকে প্রথম গুলি চালায় তাহার পর মারকাট হইয়া যায়। পূর্বে হইতে কাহার জানা ছিল না কি ঘটবে। ফতেজঙ্গ প্রথমেই মারা যান নাই। ৩১ জন বড় সর্দার বা বড় রাজকর্মচারী এবং ২০ জন মধ্যবিত্ত সর্দার এবং অনেকগুলি সিপাহী ও সাধারণ ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ডে প্রাণ হারাইয়াছিল।

ষোড়শ অধ্যায় ।

লক্ষ্মীদেবীর নিৰ্দ্ধাৰণ ।

যখন রাজবাটীতে হত্যাকাণ্ড চলিতেছিল তখনই মহারানী লক্ষ্মী দেবী জন বাহাদুরকে (১০ম) প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করিলেন । জন বাহাদুর মহারানীকে তাঁহার আবাসবাটী হুজুমান ডোকা প্রাসাদে পৌছাইয়া দিয়া রাজার নিকট গিয়া প্রধান মন্ত্রীহিসাবে অভিষেক করিলেন । রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “আমার রাজ্যের এত প্রধান ব্যক্তির হত্যা কে ও কেন করিল ?” জন বাহাদুর উত্তর দিলেন “আপনি মহারানীকে সৰ্ব্ব কর্তৃত্ব দিয়াছেন । তাঁহার হুকুমের বাহা কিছু হইয়াছে ।”

মহারাজা তখনই রানীর নিকট অন্তর মহলে গেলেন । তখন রানী মাটিতে লুপ্ততা হইয়া কাঁদিতে ছিলেন । রাজা রানীতে বচসা হইল । রানী বলিলেন “আমার বড় ছেলেকে রাজ্যাভিষিক্ত কর, নচেৎ আরও রক্তারক্তি হইবে !” মহারাজা রাগ করিয়া অঝোরোহণে পাটন নগরের দিকে চলিয়া গেলেন । পথে টাণ্ডিখেলে ভবানী সিংহের সহিত কি কথা কহিয়াছিলেন । রানীর অন্তর রাজারই আরদালী — এই সম্বাদ অবিলম্বেই রানীকে দিলে তিনি ৫০ জন সৈন্যকে তৎক্ষণাৎ ভবানীসিংহের মাথা কাটিয়া আনিবার হুকুম দিলেন । রাজার সাক্ষাতেই

ভবানীসিংহকে বধ করা হইল ! রাজা কোনরূপ আপাত্ত করিলেন না । জঙ্গ বাহাদুরের এক ভ্রাতা মহারাজার কাছে গিয়া তাঁহাকে 'গোপনে' রাজবাটিতে ফিরিয়া আসিতে সম্মত কবেন । মহারাণীর হুকুমে হত সর্দারদিগের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল । তাঁহাদের পরিবারবর্গ একটা একটা পুটুলি মাজ লইয়া দেশের বাহিরে যাইতে বাধ্য হইলেন ।

মহারাণী : শ্রীমতী জঙ্গ বাহাদুরকে দিয়া যুবরাজ স্বরেন্দ্র বিক্রমকে হত্যা করাইয়া স্বীয় পুত্রের রাজ্যাভিষেক জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু জঙ্গ বাহাদুর তাহাতে রাজী হন নাই । হত্যাকাণ্ডের পরেই মহারাণীর হুকুমে যুবরাজকে ও তাঁহার ভ্রাতাকে তাঁহাদের আবাস গৃহেই অবরুদ্ধ রাখা হয় ; কিন্তু মহারাণীর দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করার জন্তই জঙ্গ বাহাদুর নিজের দুই ভ্রাতাকে উইাদের পাহারায় নিযুক্ত রাখেন এবং নিজে প্রত্যহ গিয়া উইাদের দেখিয়া আসিতেন । এই সময়ে জঙ্গ বাহাদুর ও মহারাণীই সর্বোচ্চা ছিলেন কিন্তু সকল রাজ্য কার্যই মহারাজা-দ্বিরাজের, যুবরাজের এবং মহারাণীর এই তিন নামে পরিচালনা করা হইত ।

যখন মহারাণী দেখিলেন যে তাঁহার পুত্রের রাজ্যাভিষেক শপে চতুর্দ, ক্ষিপ্ৰকর্ম্ম এবং অসমসংসী জঙ্গ বাহাদুর বিকম কটক হইয়া রহিলেন এবং অত বড় হত্যাকাণ্ডও বিফল হইল, তখন তিনি বীরধ্বজ বাশনিয়াং নামক এক

ব্যক্তির সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন । মহারাজাধিরাজকে যুবরাজকে এবং জঙ্গ বাহাদুর ও তাঁহার ভ্রাতাদিগকে রাজবাটীর এক ঘরে বাহাতে একত্রে আনাইয়া সকলকেই একোদ্যমে নিহত করা যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থার ভার মহারানী নিজে লইলেন !

হত গগণ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র উজীর সিংহ (নিজার মৃত্যুর পর জেনারেল পদ পাইয়াছিলেন) এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন । বিজলীরাজ নামক এক পণ্ডিতও ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন । শেষে ঐ পণ্ডিতের মনে হঠাৎ উদয় হইল যে মহারানীর জন্য একটা হত্যাকাণ্ডে বড় বড় সর্দার অনেক গিয়াছেন—আর একটা হত্যাকাণ্ডে বাকী ক্ষমতা-পর লোকগুলি মারা গেলে “দেশের দশা” কি হইবে—মহারানীর পুত্র রাজ্য লাভে তাঁহারই ব্যক্তিগত সুখ । এই চিন্তায় একান্ত ব্যাকুল হইয়া তিনি ষড়যন্ত্রের কথা জঙ্গ বাহাদুরকে বলিয়া দিলেন । এদিকে ষড়যন্ত্রকারী উজীর সিংহ নিজের রেজিমেন্টের কিছু সৈন্য গুলিভরা বন্দুকসহ রাজবাড়ীতে ভোরে লইয়া গিয়া (৩১।১০।১৮৪৬) লুকাইয়া রাখিলেন ।

প্রাতঃকালে মহারানী প্রধান ষড়যন্ত্রকারী বীরধ্বজ বাপনিয়াংকে দিয়া জঙ্গ বাহাদুরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন । তখন জঙ্গ বাহাদুর নিজেই বন্দুকহস্ত আত্মীয় বন্ধন লোকজন সহ রাজবাটীর দিকেই যাইতে ছিলেন । বীরধ্বজ একটু ভয় পাইয়া হাতযোড় করিয়া বলিল “মহারানী

ডাকিয়াছেন ।” জঙ্গ বাহাদুর বলিলেন “তাহাত সম্ভব নহে । তুমিই ত আমার স্থলে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছ । রাজ প্রাসাদে আমার আর কি কাজ থাকিতে পারে ?” বীরধ্বজ ভয়ে কাঁপিতে থাকিলে, জঙ্গ বাহাদুরের ইচ্ছিতে কাপ্তেন রাণা মীর অধিকারী উহাকে গুলি করিয়া তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিল ।

জঙ্গ রাজবাড়ীতে গিয়া মহারাজার ও যুবরাজের পদতলে পাগড়ী রাখিয়া বলিলেন “হয় আমার চাকরীর ইস্তফা লওয়া হউক, না হয় যুবরাজের শত্রুদিগকে নিঃশেষে মারিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হউক !” রাজা যত্ন-যত্নে নিজের হত্যার ব্যবস্থা হইয়াছিল শুনিয়া জঙ্গ বাহাদুরকে আলিঙ্গন করিয়া যুবরাজের এবং রাজ্যের প্রস্কার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা করিবার পূর্ণ অধিকার দিলেন ।

রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া তৃত্য নিনাদে জঙ্গ বাহাদুর সৈন্যদিগকে অস্ত্র ধারণ করিয়া রাজবাড়ী ঘিরিয়া থাকিতে হুকুম দিলেন । তাহার পর সকল চক্রান্তকারীকে ঐ বাড়ীর ভিতর খুঁজিয়া খুঁজিয়া ধরিয়া আনিয়া হত্যা করা হইল । ১৪১৫ জন বাশনিয়াং বংশীয় লোক এবং ৪১৫ জন সাধারণ সামরিক কর্মচারী নিহত হইল । সময়ে সন্দেশ হওয়ায় উজীর সিং পলায়ন করিতে এবং নেপালের বাহির হইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন । মহারাজা জঙ্গ বাহাদুরকে ভীমসেন খাপার সমস্ত জায়গীর ও

রাণাজী পদবী দান করিলেন । ঐ দিন বৈকালে জঙ্গ বাহাদুর মহারাণীকে জানাইলেন যে যুবরাজের প্রতি একান্ত বিরুদ্ধভাব পোষণ জ্ঞাত তাঁহার আর নেপালে স্থান হইবে না । তাঁহাকে দুই পুত্রসহ বেনারসে গিয়া থাকিতে হইবে । মহারাণী লক্ষ্মীদেবী নিকৃপায় দেখিয়া রাজী হইলেন । কিন্তু অব্যবস্থিত চিত্ত স্বামীকেও তীর্থ দর্শনের ছুতায় সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিলেন । (২৩।১১।১৮৪৬) । যুবরাজ রাজ্য প্রতিলুপ্ত হইয়া রহিলেন । জঙ্গ বাহাদুর নিজের ভ্রাতাদিগকে এবং অল্পগত আত্মীয়দিগকে গবর্ণরী পদে এবং সামরিক প্রধান প্রধান কর্মে নিযুক্ত করিলেন ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

মহারাজা সুরেন্দ্রবিক্রম সা ।

বেনারসে বহু সংখ্যক নির্বাসিত নেপালী মহারাজাকে ঘিরিয়া লইল । অব্যবস্থিতচিত্ত রাজা আবার থাপাদিগের বিরুদ্ধ দলের দিকে গেলেন । নেপালে ফিরিবার অছিলায় সিলৌলি পর্য্যন্ত গিয়া (২৫।৩।১৮৪৭) তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । গুরুপ্রসাদ চৌহুরিয়া রাণীর সহিত পরামর্শ করিয়া জঙ্গ বাহাদুরকে হত্যা করার ব্যবস্থা করি-

লেন। জঙ্গ বাহাদুর এবং যুবরাজ মহারাজকে সিংগৌলি হইতে কাঠমাণ্ডু যাইবার জন্ত পত্র লিখিতে লাগিলেন কিন্তু প্রতিপত্রেরই যুবরাজের একান্ত বিরোধী মহারাণীর নেপালে ফেরা হইতেই পারে না একথাও বলিলেন। রাজা নির্বাসিত নেপালীদের কুচক্ষে এবং রানীর কুহকে পড়িয়া দুখানা পরোয়ানায় সহি মোহর করিয়া দিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার “অষ্ট সহস্র সৈন্ত” এবং “৪৬ লক্ষ প্রজাকে” হুকুম দেওয়া হইয়াছিল যে প্রধান মন্ত্রীকে এবং তাহার সম্পর্কিত সকলকে হত্যা করে। জঙ্গপ্রসাদ চৌতুরিয়া এবং কাজী জগৎরাম পাণ্ডে ঐ দুই পরোয়ানা সহিত ধরা পড়িলে অসমসাহসী জঙ্গ বাহাদুর সৈন্তগণকে প্যারেডে একত্র করিয়া পরোয়ানা পড়িয়া শুনাইলেন এবং “আমিই সেই মন্ত্রী, তোমাদের যাহা কর্তব্য, তাহা কর” বলিয়া অশ্রুসর হইয়া বুক পাতিয়া দাঁড়াইলেন। সৈন্তেরা বলিল “ঐ হুকুম বাতিল—যেহেতু মহারাজা সমস্ত রাজশক্তি যুবরাজকে দিয়া নেপালের বাহির হইয়া গিয়াছেন। এখানে রাজপ্রতিভুর হুকুমই মাননীয়।” উহারা রাজ্যের মঙ্গল জন্ত যুবরাজকেই মহারাজা বলিয়া ঘোষণা করা উচিত এইরূপ মত প্রকাশ করিলে (১২৫১১৮৪৭) যুবরাজকেই রাজসিংহাসনে বিধিমত অহুষ্ঠানসহ প্রতিষ্ঠিত করা হইল। ঐ উপলক্ষ্যে ঘোষণা করা হইল যে মহারাজা রাজেন্দ্র বিক্রম সাহ বিদেশে বাস করায় এবং মতি স্থির না থাকায়, উন্মাদ লক্ষণ সম্প্রদে প্রকাশ পাওয়ায়, তাঁহার উপর আর

রাজ্যের শুভাশুভ নির্ভর করান উচিত নহে । এই জন্তই তিনি যে স্বতঃপ্রসূত হইয়া রাজ্যভার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, ইহাই ধরিয়া লওয়া সঙ্গত । এক্ষণ বিশেষ অবস্থায় তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতিভূ মহারাজা জীজরেন্দ্র বিক্রম সাহকে রাজ্যাভিষিক্ত করা হইল । এই ঘোষণাপত্রে সৈন্যাদ্যক্ষ-গণ এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান সকল লোকই সহি করিলেন । এতদ্বিন্ন সামরিক গুৰ্বী রাজ্যে সৈন্য ও সর্দারগণ, প্রধান প্রকৃতিবর্গ এক প্রকার বেসরকারী পার্লিয়ামেন্টের ৩৭০ জন সর্দার কাজি এবং সৈনিক পুরুষের দস্তখতে এক-পত্র মহারাজার নিকট সিংগোলিতে প্রেরিত হইল । উহাতে লিখিত ছিল—“আপনি কালাপাণ্ডুর সহিত মিলিয়া মহাত্মা ভীমসেন খাপার প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন ; তাহার গর খাপাদের সহিত গিলিয়া পাণ্ডুদিগকে বধ করিয়াছেন ; আবার রাণীর সহিত মিলিয়া অকারণে মাতব্বর সিংহকে হত্যা করাইয়াছেন ; আপনার রাজবংশের ১৪ পুরুষের মধ্যে যে কার্য্য কখন হয় নাই—সেইরূপ কার্য্য করিয়া—মহারানীকে সর্ব্ব কর্ত্তীত্ব দিয়া, কোটি প্রাণীদের হত্যা কাণ্ড ঘটাইয়াছেন ; এখন আবার অকারণে প্রধান মন্ত্রীকে হত্যা করিবার জন্ত সৈন্য ও প্রজাবর্গকে উত্তেজনা করিতেছেন । “মহারাজ রাজা...কে নেপালে ফিরিতে নিষেধ করা হয় নাই—কিন্তু তিনি আর কোনরূপই ক্ষমতা পাইবেন না, একথা সুস্পষ্ট বলা হয় । যদি ৬ কাশীতে বা অন্ততঃ কোথাও থাকেন যথেষ্ট মাসোহারা দেওয়া হইবে ইহাও উল্লেখ ছিল ।

এই ঘটনায় রাজ্যে কোনরূপ উচ্চবাচ্য হইল না ।
রোজ রোজ হত্যাকাণ্ডে লোকে উত্থিত বোধ করিতে-
ছিল । এমন কিছুদিন রাজকাৰ্য্য নিৰ্ব্বিন্দে চলিবার আশা
হইল ।

অধিকাংশ সর্দারেরা ইহাব পর মহারাজাকে ছাড়িয়া
নেপালে ফিরিয়া গেলেন । কতক লোক রঘুনাথ পাণ্ডের
সহিত বেতিয়াতে জমা হইলেন এবং রাজার সঙ্কীর্ণ সহিত
ঘড়মন্ত্র চালাইতে লাগিলেন ।

এই সময়ে গুরুপ্রসাদ চৌতুরিয়া কতকগুলি লোক
এবং অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তরাই মধ্যে আশ্রয় নামক স্থানে
ছাউনি করিলেন । বেনারস হইতে রাণীর চিঠি পাইয়া
মহারাজা ও সিংগৌলি হইতে গিয়া উহাদের সহিত মিলিত
হইলেন । তথায় দেড় হাজার সশস্ত্র লোক জমা হইয়া-
ছিল । মহারাজার বিশ্বাস হইয়াছিল যে সৈন্তেরা তাঁহার
দিকে আসিবে এবং তাঁহাকে জয়োৎসব করিয়া কাঠমাণ্ডু
লইয়া যাইবে ।

কাপ্তেন সনকসিং কাঠমাণ্ডু হইতে বিদ্রোহদমন জন্য
৪০০ সৈন্ত লইয়া আসিতেছিলেন । রঘুনাথ পণ্ডিত মহা-
রাজার সাহায্যে লোকজন লইয়া আসিতেছিলেন । এই
সম্বাদ পাইয়া তিনি বেনারসে পলাইলেন । সনকসিং
(২৮।৭ ১৮৪৭) রাজ্য তিনটার সময় বিদ্রোহীদিগের ছাউ-
নিতে পৌঁছিয়াই উহাদের আক্রমণ করিলেন । ১৫ মিনি-
টের মধ্যে সুশিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ঐ রেজিমেন্টের হস্তে

বিশৃঙ্খল বিদ্রোহীদিগের ৫০।৬০ জন লোক মারা পড়াতে বিদ্রোহী নেতারা সকলে পলাইল। মহারাজা গ্রামের কাছারি বাড়ীতে শুইয়া ছিলেন। গোলমাল শুনিয়া হতী পৃষ্ঠে আরোহণ করিতেছিলেন। সনকসিংহের হস্তে বন্দী হইলেন। এই সংঘর্ষে ২৫০ বিদ্রোহী কাটা পড়ে। নেপালী সৈন্য ২১ জন মাত্র আহত হয়। মহারাজাকে কাঠমাণ্ডুতে পক্ষী করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। তথায় সম্মানসূচক তোপ ছোঁড়া হইল। তাহার পর ডাটপাণ্ড-ঘের প্রাসাদে ভূতপূর্ব মহারাজা রাজেন্দ্র বিক্রমসাহ সযত্নে কিন্তু নজরবন্দীভাবে রক্ষিত হইলেন। নির্বাসিত নেপালীরা তাঁহাকে বলিয়াছিল যে এজারা তাঁহার একান্ত ভাল বাসেও দলে দলে তাঁহার সহিত মিলিত হইবে। কিন্তু এজারা তাঁহাকে দেখিয়া একটা জয়ধ্বনিও করে নাই। কিছুদিন পরে মহারাজা রক্ষী সৈন্যদিগকে ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করায় তাঁহাকে কাঠমাণ্ডুর প্রাসাদেই আনিয়া রাখা হয়। কয়েকজন একান্ত আত্মীয় এবং বিশ্বাসী আফিসর এইবার জঙ্গ বাহাদুর দ্বারা মহারাজার সেবক স্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। তাহাদের কেহ না কেহ পরিচর্য্যার ছুতার তাঁহাকে ২৪ ঘণ্টাই চক্ষে চক্ষে রাখিতেন। মহারাজাকে অবাধে তাঁহার পুত্রদিগের এবং অপরের সহিতও রাজবাটী মধ্যে কথাবার্তা কহিতে দেওয়া হইত। কিন্তু ঐ “সেবক” একজন বিনীতভাবে পৃষ্ঠদেহ বা সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিত। এইরূপে সম্মান রক্ষা করিয়া মহারাজা রাজেন্দ্র বিক্রম সাহের বড়মন্ত্রপ্রিয়তার উপশান্তি করা হয়।

১৮৪৭ অব্দে মহারাজা সুরেন্দ্র বিক্রম সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুব রাজ ত্রৈলোক্যবিক্রম সা ভূমিষ্ঠ হয়েন। ঐ সময়ে গুরুশ্রমাদ চৌতুরিয়া জঙ্গ বাহাদুরকে হত্যা করিবার ব্যবস্থা করেন এবং দুইজন লোককে বন্দুক দিয়া পাঠাইয়া দেন। একদিন পাঠন হইতে ভোর পাঁচ টার সময় হস্তী-পৃষ্ঠ আসার সময় জঙ্গ বাহাদুর লক্ষ্য করিলেন যে দুইজন লোক ভুট্টা ক্ষেত্রে লুকাইত হইল। দূরে থাকিয়াই তিনি ঐ দুই জনকে ধরিবার আজ্ঞা দিলেন। লোক দুইটা বন্দুক সহ ধৃত হইয়া আসিলে বলিল পাঘরা শীকারে বাহির হইয়াছিল। বন্দুক পরীক্ষায় দেখা গেল, ছিটগুলি ভরা নয়। বড় গুলি ভরা। শেষে লোক দুইটা দোষ স্বীকার করে। নেপালের রাজ মন্ত্রীই কিরূপ ভয়ের পদ এবং রাজমন্ত্রীকে যে কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়, তাহা শত শত ঘটনায় প্রকাশিত।

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের সময় (১৮৪৮) জঙ্গ বাহাদুর ৮ রেজিমেন্ট গুর্খা সৈন্য সহ স্বয়ং গিয়া ইংরাজদিগের সাহায্য করিতে চাহেন। গবর্ণর জেনারেল শিষ্টাচারের সহিত ধন্যবাদাদি দিয়া বলেন যে সাহায্য প্রয়োজন নাই। ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে জঙ্গ বাহাদুর মহারাজাকে সঙ্গে লইয়া ৪১টা তোপ এবং প্রায় ৮ হাজার সৈন্যসহ তেরাইয়ের জঙ্গলে শিকার করিতে আসেন। অতঃপর সৈন্য এবং তোপ ইংরাজ সীমানার নিকট আগায় হিন্দুস্থানে একটু চাকল্য হয়। লোকে মনে করে শিখদিগের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ



মহারাজা জঙ্গবাহাদুর

I. A. School, Bowbazar, Calcutta.

গবর্ণমেন্ট নতুন সৈন্ত পাঠাইতে না পারেন—কতক সৈন্ত এদিকে ওখানিগের জন্য আটকাইয়া থাকে এই জন্য এই শিকারের অছিলা। কিন্তু রেসিডেন্ট থোরনবি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাই ঠিক। তিনিয়ানওয়ালার ও রাম-নগরের যুদ্ধে শিখ হস্তে ব্রিটিশ সৈন্তের বিশেষ ক্ষতি ঐ সময়ে হইয়াছিল বটে কিন্তু জঙ্গ বাহাদুর প্রকৃতই শিকারের জন্য তরাইয়ে গিয়াছিলেন। তবে রাজধানীতে তোপ ও সৈন্তদিগকে রাখিয়া যাইতে ভখনও সাহস হয় নাই। নিজেব পক্ষের উপর উহাদের রাখেন। পাছে উহাঁর অনুরপস্থিতে কোন রাষ্ট্রবিপ্লব চেষ্টা হয়।

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আপত্তি করিয়া পাঠাইলে এবং সৈন্ত-দিগের মধ্যে তরাইয়ের জর ধরিলে ছাউনি তুলিয়া লইয়া সকলে কাঠমাণ্ডুতে ফেরেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

জঙ্গবাহাদুর (ইংলণ্ড যাত্রা)।

লাহোরের রাণী চান্দা কুয়রকে চুনার গড়ে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার একজন চাকরানীর সহিত বেশ পরিবর্তন করিয়া কেজা হইতে অক্লেশে বাহির হইয়া পড়েন। ৪৫ দিন পর্যন্ত তাঁহার পলায়নের সম্বাদ ইংরাজ কর্মচারীরা জানিতেই পারেন নাই। তিনি পাটনা

পর্যন্ত একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় আইসেন। তাহার পর বৈরাগিনীর বেশে কতক পদব্রজে, কতক ভাড়াটে টাটু ঘোড়ায় চড়িয়া, কতক ভাড়াটে ডুলিতে নেপাল সীমানা পর্যন্ত পৌছেন। জিজ্ঞাসায় বলিতেন যে তাঁহার বৈরাগী নেপালে তীর্থ ভ্রমণে গিয়া রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহার কাছে যাইতেছেন! সঙ্গে কোন স্ত্রীলোক ছিল না। দুজন পঞ্জাবী চাকর মাত্র ছিল। নেপালের ভিতর ঢুকিয়া নির্ভয় হইলে রানী নেপাল দরবারে পত্র লিখিয়া জানান যে তিনি কে। দরবারের একটু অসুবিধা বোধ হইল, কিন্তু তেজস্বী নেপালী ছত্রি আতিথ্য ধর্মের ব্যাঘাতক কিছু করিতে পারিলেন না। বন্ধুত্বের খাতিরেও আশ্রয় প্রার্থিনী রানীকে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট হস্তে সমর্পণ করা অসম্ভব হইল। দরবার যাহা ব্যবস্থা করিলেন তাই ঐ ক্ষেত্রে উচিত এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টও তাহা বুঝিলেন। অজ বাহাদুরের নিজের বাগানের একটা বাটিতে রানীকে থাকিতে দেওয়া হইল। ৪ জন পঞ্জাবী চাকর ও ২ জন পঞ্জাবী চাকরানী সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইল। দুই জন বিশ্বাসী গুর্খা স্ত্রীলোক রানীর নিকট সর্বদা থাকিয়া এবং কোন ষড়যন্ত্রের চিঠি পত্র নেপালের আশ্রয়ে থাকিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে চলাচল না হয় তাহা দেখিবার ভার পাইল। নেপাল দরবার রানীকে মাসিক ৮০০ টাকা মাসোহরা বরাদ্দ করিলেন। তস্তিন্ন চাউন ডাল প্রভৃতির সিদ্ধা।

বেনারেল জঙ্গ বাহাদুর কুমার রাণাজি (১৫।১।১৮৫০) কাঠমাণ্ডু হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তাঁহার ভ্রাতা বাহু বাহাদুর প্রতিনিধি প্রধান মন্ত্রী রহিলেন। উহার সহিত কর্ণেল জগৎ সমশের প্রমুখ ৯ জন গুরু। আফিসর, একজন জ্যোতিষী বা কবি, একজন চিকিৎসক, একজন নেওয়ার জাতীয় চিকিৎসিনী, একজন সুবাদার ও ৪ জন সুপ্রকার গিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে গেলে জাতিচূত হইবার কথার উল্লেখে জঙ্গ বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে চীনে দৌত্য-জন্তু যাইতে হইলে ফিরিবার সময় গুরু কার্যচারীরা বেনারসে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইয়া আসিয়া থাকেন—সেই একই ব্যবস্থা সকল দেশের জন্ত।

মহারাজা রাজেন্দ্র বিক্রম যখন ছোটরাণী লক্ষ্মীদেবীর সহিত বেনারসে গিয়াছিলেন তখন রাজকোষের ১২ লক্ষ টাকা লইয়া যান। মহারাজা নেপালে নজরবন্দী হওয়ার পর লক্ষ্মীদেবী দল বাহাদুর নামক একজন নেপালী প্রবাসীর একান্ত বশীভূত হইয়া অনেক টাকা নষ্ট করেন। তখন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ঐ নগদ টাকা এবং অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া, ৬ লক্ষ টাকার ৫ টাকা সুদী কোম্পানির কাগজ কিনিয়া দিয়া যাহাতে সুদের টাকায় ভরণ পোষণ

চলে এরূপ ব্যবস্থা বেনারসের এজেন্ট দ্বারা করিয়া দেন। জঙ্গ বিলাত হইতে ফিরিবার সময় কালীতে থাকাকালে ঐ টাকা তিন ভাগ করিয়া রাণীর ও ছই রাজকুমারের মধ্যে সমানভাগে বন্টন ব্যবস্থা দ্বারা বিবাদ নিষ্পত্তি

করিয়া দিয়াছিলেন। রাজকুমারদিগকে নেপাল যাইতে অরুরোধও করেন। তাঁহারা যাইতে অস্বীকার করেন। দাম্পীদেবীর ৮৩ বৎসরে তাঁহার বেনারসের নিকটবর্তী মামুদনগরে মৃত্যু হয়। ঐ স্থানের বাটীতে গগনসিং প্রভৃতি অনেক নেপালী সর্দারের তৈলচিত্র সুরক্ষিত আছে।

২৪।৫।১৮৫০ তারিখে মহারাণীর জন্মদিন বলিয়া নেপাল দরবার ২১ তোপ আওয়াজের ব্যবস্থা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করেন। এই সম্মান তদবধি জঙ্গ বাহাদুরের জীবিত কালে বরাবর করা হইয়াছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া জঙ্গ বাহাদুরকে বিশেষ আদর করিয়াছিলেন। ১৮৫২ অব্দের নবেম্বর মাসে ডিউক অফ ওয়েলিংটনের মৃত্যু সম্বাদ আসিলে ৮৩ তোপধ্বনি করিয়া শোক প্রকাশ করা হয়। তিনি ইংলণ্ডে জঙ্গ বাহাদুরকে সমাদর করিয়াছিলেন। অক্টোবর ১৮৫০ নেপালের বড় মহারাণীর মৃত্যু হয়।

জঙ্গ বাহাদুর (৬২।১৮৫১) ইংলণ্ড হইতে কিরিয়া কাঠমাণ্ডু পৌঁছিলেন। মহারাজাধিরাজ ও তাঁহার পিতা (ভূতপূর্ব মহারাজা) রাঘমতী ভীরে অগ্রসর হইয়া যিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কয়েকদিন পরে প্রকাশ্য দরবারে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রেরিত পত্র জঙ্গ মহারাজার হস্তে দিলেন। তখন সম্মানসূচক ২১ তোপ ছোঁড়া হয়।

(১৬/২/১৮৫১) জঙ্গ বাহাদুরকে হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র ধরা পড়িল । বাম্ বাহাদুর রাজি ছই প্রহরের সময় ভ্রাতা জঙ্গ বাহাদুরের আবাসে গিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বলেন যে পরদিন যখন তিনি রাস্তা দিয়া দরবারে যাইবেন তখন তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইবে ঠিক হইয়াছে । তাহার পর তিনি ঐ ষড়যন্ত্রের সমস্ত কথা বলিয়া দিলেন । মহারাজাধিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুহিলা সাহেব এবং জঙ্গের নিজের ভ্রাতা জেনারেল বজ্র নরসিংহ কুমার রাণাজি, এবং পিতৃব্যপুত্র জেনারেল জয় বাহাদুর সিং যোগ দিয়া ছিলেন । ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত ইংলণ্ডে আহাঙ্গাদি দ্বারা জাতিচ্যুত ব্যক্তিকে হিন্দু নেপালের প্রধান মন্ত্রী রাখা উচিত নহে ষড়যন্ত্রকারীরা এই মত প্রকাশ করে এবং বাম্ বাহাদুরকেই প্রধান মন্ত্রী হইবে বলিয়াছিল ।

জঙ্গ বাহাদুর অবিলম্বে চক্রান্তকারীদিগকে ধরিতে ১০০ জন করিয়া সৈন্য পাঠাইলেন । চক্রান্তকারীরা ছই ঘণ্টা মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কোট প্রাসাদে আনীত হইল । প্রথমে প্রাণদণ্ড পরে, চক্ষুক্ষপাটন ব্যবস্থা হয় । কিন্তু জঙ্গ বাহাদুরের চেষ্টাতে (তিনি সকল বিষয়েই মাতার খাতির রাখিতেন) ষড়যন্ত্রকারী ছই জেনারেলের এবং রাজকুমারের এলাহাবাদ দুর্গে বন্দ রাখার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করা হয় । তদনুসারে উহারা (২৪/৬/১৮৫১) নেপাল হইতে নির্বাসিত হইলেন । নেপাল দরবারে উহাদের খোরাকী জন্য প্রত্যেককে প্রত্যাহ ১৮

হিসাবে দেওয়ার ব্যবস্থা হইল । ঐ সময়ে তরাইরে জঙ্গাল জরের প্রকোপ থাকায় জঙ্গ বাহাদুর হাতীর ডাক লাগাইয়া একদিনেই ঐ ভাগ পার করিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন । জেনারেল বজ্র নরসিং দেওয়ানী আদালতের পরিদর্শক ছিলেন এবং যথেষ্ট ঘুম লইতেন । জঙ্গ বাহাদুর ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঐ দোষ ধরিয়া ফেলায় তিনি একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া ছিলেন । ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কারবার ক্ষত্রিকে জঙ্গ বাহাদুরের কুংসা করা অপরাধে চামার হস্তে লাঞ্চিত ও জাতিচ্যুত করান হয় এবং উহার জিহ্বাও কাটিয়া দেওয়া হয় !!

১৮৫৩ অব্দে জঙ্গ বাহাদুর ৮ কেরাননাথ ও ৮ বজ্রনাথ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন । ফিরিবার সময় (২৭শে মে) আলীগঞ্জ (সিংগৌলির ১৮ মাইল দক্ষিণ) হইতে কাঠমাণ্ডু (১০৩ মাইল) একবারও মধ্যে বিশ্রাম না করিয়া অঝারোহণে আসিয়াছিলেন । ঐ সময়ে কয়েক মাসের মধ্যে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি না হওয়ায় প্রজারা চিন্তিত হইতেছিল । কিন্তু যেদিন জঙ্গ বাহাদুর কাঠমাণ্ডুতে ফিরিলেন সেই দিনই প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় সকলেই তাঁহার “স্বদেশ হিতকর শুভ গ্রহের” প্রশংসা করেন ।

সেপ্টেম্বর মাসে এলাহাবাদ দুর্গে বন্দী জেনারেল জয় বাহাদুরের ওলাউঠায় মৃত্যু সংবাদ আসিলে জঙ্গ বাহাদুরের মাতা তাঁহার বন্দী পুত্রের জন্য ভীত হইলেন এবং বিদেশে ঐ ভাবে উহার মৃত্যু হইতে না দেওয়ার জন্য জঙ্গ

বাহাদুরকে অমুরোধ করেন। জঙ্গ বাহাদুর অবিলম্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে পত্র লিখিয়া নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ও মহারাজাধিরাজের ভ্রাতাকেও নেপালে পুনরানয়ন করেন। স্বল্পকাল উইদগকে উইদেব নিজের নিজের বাটীতেই বন্দী রাখা হয়, তাঁহার পর জঙ্গ বাহাদুর কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রকে (তখন ১৪ বৎসরের বালক মাত্র) পাল্-গার গবর্ণর এবং তাঁহার অমৃতপ্ত পিতার “রক্ষক” নিযুক্ত করিয়া উভয়কেই পালপায় পাঠাইয়া দেন। মুহিলা সাহেবকেও মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

১৮৫৪ অব্দের মে মাসে জঙ্গ বাহাদুরের একটি মন্দির প্রস্তর নির্মিত মূর্তি কাওয়াজেব মগদানে ধুমধামের সহিত প্রতিষ্ঠিত হয়। (৩৫১৮৫৪) জঙ্গ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র (তখন ৮ বৎসর মাত্র বয়স) মহারাজাধিরাজের প্রধানা মহিষীর প্রথমা কন্যা (৬ বৎসর মাত্র বয়স) সহিত মহা সমারোহে বিবাহিত হইলেন। নেপালের মহারাজাধিরাজের প্রথমা কন্যার বিবাহে রাজ্যে মাথট ঠঠার পঙ্কতি প্রচলিত আছে। উহাতে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা জমা হইয়াছিল। ইহার কয়েকদিন পরে জঙ্গ বাহাদুর নিজে ফতে-জঙ্গ চৌতুরিয়ার (২৩ বৎসর বয়স) ভগিনীকে বিবাহ করেন। ১৮৪৭ অব্দের কোট হত্যাকাণ্ডে ফতেজঙ্গ হত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গ এতাদন বেতিয়াই নির্কামিত ছিলেন। এইরূপে মহাব-ধরাজের বংশের সহিত জঙ্গ বাহাদুর আরও একটি বন্ধ স্থাপন করিলেন।

এবং ফতেজঙ্গের বংশীয়দিগের সহিত শত্রুতাও মিটাইলেন। ফতেজঙ্গের ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে বাহ্যে রাখি জায়গীর প্রত্যর্পিত হয় এবং তাহাদের একজনকে কর্ণেল পদও দেওয়া হয়।

উনবিংশ অধ্যায় ।

জঙ্গ বাহাদুর । (তিব্বত যুদ্ধ)

পাঁচ বৎসর অন্তর নেপালের একজন দূত পিকিনে প্রেরিত হইত। ঐ দূত চীন সম্রাটের প্রাপ্য রাজকর স্বরূপ কিছু উপঢৌকন দিয়া আসিত। যাতায়াতে প্রায় দেড় বৎসর লাগিত। এবারে (মে ১৮১৪) দূত হুই বৎসর বিলম্বে পিকিন হইতে ফিরিয়া আসিলে নেপালীদিগের উপর তিব্বতীয়দিগের নানাপ্রকার অত্যাচারের কথা জানা গেল। প্রকাশ্য দরবারে চীন সম্রাটের পত্র মহারাজাধিরাজ গ্রহণ করিলেন। দূতের সঙ্গীরা সকলেই চীন সম্রাট প্রদত্ত কাল সাটিনের পোষাক পরিয়া দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজগুরু জাতি ঠিক আছে এই সার্থে ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া উহাদের দিলেন। সম্ভবতঃ হিন্দুর স্বাধীন অবস্থায় এইরূপেই সর্বত্র বিদেশাগতদিগকে সমাজ মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব স্থানে বসিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইত।

তিব্বতীয়েরা নেপালী ও কাশ্মীরী মহাজনদিগের প্রতি লাসা নগরে বড়ই অত্যাচার করিত । এক্ষণে দুতের প্রতি ও অসম্মান করা প্রকাশ হইলে পুনঃ পুনঃ পত্রলেখা হইল । তিব্বতীয় কর্তৃপক্ষীয়েরা বা চীনাঁয় আমবান বা এজেন্ট ঐ সকল পত্রের উত্তর পর্যাস্ত না দেওয়ায় নেপালীরা যুদ্ধেচ্ছা করিতে লাগিল । ১৭৯৯ অব্দে চীনাঁয়েরা কেরাং এবং ফুটি গিরিবর্ষের দক্ষিণস্থিত কতকটা তিব্বতের জমি পুনরধিকার করিয়া লয় এবং পরে তাহা লাশার মঠের জায়গীর স্বরূপ তিব্বতকে দান করে । ঐ সময়ে তথাকার ভূটিয়া প্রজারাও নেপালের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল । ঐ জমির পুনরধিকার এবং চীনের রাজকর বন্ধ করা নেপালী ছত্রি মাঝেই এক্ষণে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইল । ঐ সময়ে চীনেও অন্তর্বিবাদ চলিতেছিল ; সুতরাং সময়ও উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল । অনেক বন্দুক ও কিছু তোপ নূতন প্রস্তুত করা হইল এবং নূতন কয়েক রেজিমেন্ট সৈন্ত সংগৃহীত ও শিক্ষিত হইল । ১৪ হাজার পদাতিক ১২ শত অশারোহী সৈন্ত এবং ১০টা তোপ তিব্বতযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হয় । ১২ হাজার সৈন্ত দেশ রক্ষার জন্য পূর্ববৎ রহিল । জঙ্গ বাহাদুর তাঁবু ও ভেড়ার চামড়ার কোট গৈন্যদিগের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন ।

এই সময়ে মহারাজাধিরাজ স্বরেন্দ্রবিক্রম সাহের কন্যার সহিত জঙ্গ বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্রের

বিবাহ হয় (২৪।২।১৮৫৪)। এ বিবাহে ধুমধাম কম করা হয় ; কিন্তু ঐ সময়ে একজন তিব্বতীয় লামা দূত স্বরূপে কাঠমাণ্ডুতে উপস্থিত থাকায় সমগ্র নেপালী সৈন্য দলের (২৮০০০) প্যারেড করিয়া নেপালের সামরিক শক্তির একটু নিদর্শন দেখান হইয়াছিল। ঐ লামা বলেন যে তিব্বতীয় ডাকাইতে অত্যাচার করিয়াছে ; তিব্বতীয় কর্মচারীরা কোন অত্যাচার করেন নাই এবং নেপালীদের ক্ষতি ৫ লক্ষ টাকা হইয়া থাকিবে। সে টাকা তিব্বতীয় গবর্ণ-মেন্ট দিবেন। জঙ্গ বাহাদুর বলেন যে নেপালী প্রজার ক্ষতির এবং ঐ দরবারের যুদ্ধ ব্যবস্থার ব্যয় মোট ক্ষতি-পূরণ জোর টাকা দিতে হইবে এবং বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সন্ধি করিতে হইবে। উভয় রাজ্যের মধ্যে মিটমাট হইল না।

১৮৫৫ অব্দের ৬ই মার্চ নেপালী সৈন্য গিরিবন্ধ্যাগুলি অধিকার করিতে আদিষ্ট হইল; জেনারেল বামু বাহাদুর এবং জেনারেল ধীর সমশের দুই দলের অধিনায়ক হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রেরিত হইলেন। ৩রা এপ্রিল চুসান নামক স্থানে ৫ হাজার তিব্বতীয়ের সহিত একটা খণ্ড যুদ্ধের পর ধীর সমশের এক সহস্র সৈন্যসহ কুটি গিরিবন্ধ্যা অধিকার করিলেন। বামু বাহাদুর বিনা বাধার কেরাং অধিকার করেন।

৩০ হাজার তালটিয়ার লক্ষ সৈন্যদলের সহিত ছিল। উহাদের অনেকের নিজের নিজের বন্দুক ছিল। নেপালী সৈন্য হতাহত বা পীড়িত হইলে উহাদের মৃত্যু হইতাই

লোক বাছিয়া লইয়া যুদ্ধকালে-রেজিমেন্টের সৈন্য সংখ্যা পূর্ণ করা হইতেছিল ।

বাম বাহাদুর সম্বাদ পাইলেন যে উত্তরে দুই দিনের পথে তিব্বতীয়েরা একটা বৃহৎ সৈন্য দল জমা করিতেছে। জেনারেল জগৎ সমশের ও কর্ণেল বক্স জঙ্গ ৮ রেজিমেন্ট পদাতিক এবং কিছু তোপ লইয়া বাম বাহাদুরের সাহায্যে পৌছিলে নেপালীরা অগ্রসর হয় ।

গুণ্টাগড়ি দুর্গের নিকট ৬৫০০ তিব্বতীয় সৈন্য দেখা গেল । নেপালী এবং তিব্বতীয় সমস্ত দিন ঐ স্থলে ঝড় বৃষ্টি ও তুষারপাতের মধ্যে যুদ্ধ করে এবং উহাদের ২৭২ জন হতাহত হয় । কিন্তু কোন গঞ্জেই জয় হইল না । তিব্বতীয়দিগের ক্ষতি কিছু কম হইয়াছিল । যাহুবিদ্যার খ্যাতি থাকায় ঐ দিনের তুষার পাতের কারণ শত্রুর যাহুবিদ্যা এইরূপ বিশ্বাস অনেক নেপালীর হইয়াছিল বটে কিন্তু সে জন্ত উহারা যুদ্ধে নিরস্ত বা ভগ্নোৎসাহ হয় নাই । পরদিন নেপালীরা তোপের ব্যবহারে কেল্লাটা দখল করিল ; এবং পশ্চাদ্ধাবমান করিয়া ৬০০ তিব্বতী সৈন্যকে বন্দী করিল ।

ইহার পর শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইয়া জগৎ সমশেরের সৈন্যদল বুদ্ধা দুর্গের নিকট উপস্থিত হইলে ৬ হাজার তিব্বতীয় সৈন্য নেপালীদিগের অল্পতর সৈন্যকে আক্রমণ করে । এখানেও ঝড় বৃষ্টি ও তুষারপাতে নেপালীদিগের তিব্বতী যাহুবিদ্যার বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় । কিন্তু

উহারা একবারও পিছায় নাই । ১০ দিন যুদ্ধের পর ঝুঙ্গা দুর্গ দখল হইল । ১৭২১ জন তিব্বতীয় সৈন্য হতাহত এবং ১১ শত মৃত হয় । নেপালী পক্ষে ৫৩১ জন হতাহত হইয়াছিল । ঝুঙ্গা দুর্গে নেপালীরা ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের লবণ, ১৮২ সের স্বর্ণ এবং অনেক শীতবস্ত্র পাইয়াছিল । শীত বস্ত্র সৈন্যদিগের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইল এবং লবণ ও স্বর্ণ কাঠমাণ্ডুতে প্রেরিত হইল ।

ঝুঙ্গা জয়ের সম্বাদ পাইয়া জঙ্গ বাহাদুর তিনদিন মধ্যেই কাঠমাণ্ডু হইতে সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইতে যাত্রা করিলেন । এই সময়ের মধ্যে একরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে প্রয়োজন হইলে ক্রমশঃ ১ লক্ষ নেপালী সৈন্য প্রস্তুত হইয়া রণস্থলে যাত্রা করিতে পারে । বাম বাহাদুর অস্থস্থ হইয়া ফেরায় তিনিই অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া কাঠমাণ্ডুতে রহিলেন ।

ফুটি গিরিবন্ধের ৯ মাইল উত্তরে সোনাগুদা সহর । উহার বিখ্যাত মন্দিরের উপরিভাগ স্বর্ণমণ্ডিত । জেনারেল ধীর সমশের অগ্রসর হইয়া ঐ স্থল আক্রমণ করেন । এখানেও প্রথমটায় বড় ব্যুটি হয় ! শেষে আকাশ পরিষ্কার হইয়া যায় ।

নেপালী সৈন্য চারিদিক হইতে একরূপ তেজের সহিত আক্রমণ করে যে তিব্বতীয়দিগের সৈন্যসংখ্যা ৮ হাজার থাকিলেও উহাদের সম্পূর্ণ পরাজয় হয় । জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র জেনারেল পদম জঙ্গ উহার পিতার জীবনচরিতে

এই যুদ্ধে নেপালী হতাহতের সংখ্যা ৫২৬ বলিয়াইছেন ।
ডাঃ ওল্ডফীল্ড বলেন তিব্বতীয়দিগের সংখ্যা ২৫০০
মাত্র ছিল এবং নেপালীদের ২০ জন মাত্র আহত হইয়া-
ছিল ।

ঝুঙ্গা হইতে ৪ মাইল দূরে তিব্বতীয়েরা সৈন্ত একত্রিত
করিতেছে এই সম্বাদ পাইয়া জঙ্গ বাহাদুর কিছু সৈন্ত
লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন । তিব্বতীয়েরা উহাকে অশ্ব-
পৃষ্ঠে পাহাড়ের উপর অতীব দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে
দেখিয়া জঙ্গ বাহাদুরের নাম “উর-নে রাজা” (উড়-নে
রাজ্যে ঠিক বাজালা ।) বা উড্ডীয়মান রাজা নাম দেয় ।
এখনও তিব্বতে জঙ্গ বাহাদুর ঐ নামেই খ্যাত । ঐ স্থলে
যুদ্ধ হয় নাই । তিব্বতীয়েরা পলায়ন করে ।

বর্ষা নিকটবর্তী হওয়ায় পশ্চিমে ঝুঙ্গা হইতে এবং পূর্বে
সোনাওয়া হইতে দুইটী সৈন্ত দল তিব্বতের মধ্যে টিংরি
ময়দানে গিয়া নিশিবার জন্ত যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল
তাহা কার্য্যে পরিণত করা গেল না । নেপালীরা অধিকৃত
স্থান গুলি সুরক্ষিত করিয়া লইল । সেনাপতিরা কাঠ-
মাণ্ডুতে ফিরিলেন ।

এই সময়ে তিব্বতের অধিকারে শিকারজুন নামক
স্থানে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া জঙ্গ বাহাদুর একজন নেপালী
আফিসরকে দূত স্বরূপ প্রেরণ করিলেন । তিব্বতীয়দিগের
সহিত কথাবার্ত্তার কোনরূপ মিটমাটের পথ দেখা গেল

না। চীনাগ আশ্বানের (এজেন্টের) ইচ্ছানুসারে একজন চীনাগ দূত সন্ধির সর্ভ ঠিক করার জন্য কাঠমান্ডুতে আসিল ।

জঙ্গ বাহাদুর ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ চাহিলেন এবং যতটা ভূমি দখল করিয়াছিলেন তাহা রাখিতে চাহিলেন । ঐ সময়ে ডাক্তার ওল্ড ফীল্ডকে জঙ্গবাহাদুর নিজে বলিয়া ছিলেন যে নুতন সৈন্ত, রসদ, নুতন রাস্তা, অস্ত্রাদি সকল খরচ ধরিলে উহার ৫০ লক্ষ খরচ হইয়াছিল । তন্মধ্যে সৈন্তদিগকে ও কুলিদিগকে যে অগ্রিম টাকা ধরে দিয়া যাওয়ার জন্য এবং আহাৰ্য্য দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মাছিনা হিসাবের সময় সে সমস্ত কাটা গেলে তিনি ১৫ লক্ষ ফিরিয়া পাইবেন । সুতরাং মোট সরকারী খরচ ৩৫ লক্ষ মাত্র ।

সন্ধির ংরূপ সর্ভ স্বীকৃত হইল না । চীনাগ দূতের সহিত কাজি তিল বিক্রম থাপা প্রেরিত হইলেন । চীনাগ আশ্বান জমি ছাড়িতে অস্বীকৃত হইলেন ; এবং নগদ ৪ লক্ষ মাত্র যুদ্ধের খরচ এবং ৫ লক্ষ মহাজনদের ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হইলেন । সেপ্টেম্বর মাসে ংইরূপে সন্ধির সকল কথাবার্তা ধামিয়া গেল ।

নবেম্বরের প্রথমে সম্বাদ আসিল যে ১৫ হাজার তিব্বতীয় এবং চীনাগ ভাতার সৈন্ত আসিয়া অকস্মাৎ কুটা আক্রমণ করিয়া যে কয়েকশত মাত্র গুর্খা সৈন্ত তথায় ছিল তুমুল যুদ্ধে তাহাদের অর্ধেকের অধিককে বিনাশ করিয়া

ঐ গিরি দুর্গ নেপালী ভোগ ও সরঞ্জাম সহ অধিকার করিয়া লইয়াছে । সোনাগুহার নেপালী সৈন্ত রাখা হয় নাই ।

ইহার পরই বুঙ্গা হইতে সন্বাদ আসিল যে ১৭ হাজার তিব্বতীয় সৈন্ত ঐ দুর্গ অবরোধ করিয়াছে—এবং নেপালী সৈন্ত পুনঃ পুনঃ উহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছে । বুঙ্গারদিগের জেনারেল সনক সিংকে এবং কুটীর পথে জেনারেল ধীর সামশেরকে প্রেরণ করা হইলে উভয়দিকেই তিব্বতীয়েরা তুমুল যুদ্ধে পরাজিত হয় । জেনারেল ধীর সামশেরের কয়েক দিনের যুদ্ধে ৪৬০ জন সৈন্ত নষ্ট হয় । তিব্বতীয়দিগের সৈন্তদল ছত্রভঙ্গ ও বিনষ্ট হয় । ১৪০ গুর্খা আহত সৈন্ত এবং তিব্বতীয়দিগের আহত সৈন্ত খাশা নামক স্থানে প্রেরিত হইলে সকলকে সমানরূপ যত্নে চিকিৎসা করা হয় । যুদ্ধের উত্তেজনা থামিলেই নেপালী-ছত্রি সাহসিক প্রকৃতির ও আৰ্য্য বীরত্বের সকল গুণেরই—বীর্য ও প্রীতির ও সমদর্শিতার পূর্ণ চিত্র দেখাইয়া থাকেন ।

মেজর রণ সিং এবং কাণ্ডেন পালোয়ান কুটীর যুদ্ধে অসম সাহসিকতা ও প্রশংসনীয় যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করার যুদ্ধ ক্ষেত্রেই জেনারেল ধীর সামশের উহাদের পদোন্নতি করিয়া দেন । একপ করা নেপালী যুদ্ধ বিভাগের নিয়মের বিরুদ্ধ ; একজ্ঞ জঙ্গ বাহাদুর যুদ্ধজয়ী ও প্রিয়তম ভাতারও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন । যুদ্ধশেষে ঐ

অগ্নিমানা মাক করা এবং তাঁহার প্রদত্ত পদোন্নতি মঞ্জুর করা হইয়াছিল। কুটির যুদ্ধে কর্ণেল মকরধ্বজ তাঁহার সমুখবর্তী শত্রুদিগকে বিতাড়িত করিয়া জেনারেল রথত অশ্বের দলকে বিশেষ সহায়তা করিতে পারিয়াছিলেন।

ঝুজার পথে জেনারেল সনকসিংকে তিক্ততীয়েরা ক্রমাগত বাধা দেয়। উইার ৪০০ সৈন্য নাশ হয়। তিক্ততীয়দিগের ১৮০০ সৈন্য মারা যায়। তাহার পর ঝুজার হতাবশিষ্ট অঙ্কাহারে লীর্ণ এবং লীত প্রপীড়িত, কিন্তু অদম্য বিক্রম, নেপালী সৈন্যদিগের উদ্ধার সাধন হয়।

ঝুজার যুদ্ধে স্বেদার লাল বীরের মৃত্যু হইলে তাঁহার সহিস মনিবের ঘোড়ায় চড়িয়া কুকরিহুস্তে তিক্ততীয়দিগের দলে প্রবেশ করিয়া পাঁচজন তিক্ততীয়কে কাটিয়া ফেলে এবং তাঁহার ঘোড়া আহত হইলে একজন তিক্ততীয় আকিসবের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া অস্থচ্যুত করে ; শেষে সেই তিক্ততীয় ঘোড়াতে চড়িয়া আরও দুইজন তিক্ততীয়কে বিনাশ করিয়া নিজেদের দলে অক্ষত শরীরে ফিরিয়া আইসে। যে বিক্রমে শত্রু অভিভূত হইয়া পড়ে,—তাঁহাদের হাত উঠে না—সহিস সেই অমানুষিক বিক্রম দেখানর অজ বাহাদুর ঐ সহিসকে একেবারে তাঁহার মনিবের স্বেদারী পদেই প্রদান করিয়াছিলেন।

তিক্ততীয়দিগের এই বিশুল উদ্যম উত্তম ফলেই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া গেলে উহাদের সর্বনাশ হইয়া গেল। তখন উহারা একটু ভীত হইয়া ১৮৫৬ অশ্বের জাহ্নয়ারি

মাসে উহার সন্ধির জন্য সরলভাবে প্রার্থনা করে এবং নেপালী ছাত্র অবিলম্বে ঔদ্যোক্তির সহিত নগদ টাকার দাবী ছাড়িয়া দেয়। ২১শে মার্চ ১৮৫৬ সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হয়।

উহার কয়েকটি সর্ভ উদ্ধৃত করা গেল ;—

(১) আমরা নেপালী এবং তিব্বতীয় গবর্ণমেন্ট পূর্ববৎ চীন সম্রাটকে সম্মান করিতে থাকিব এবং শান্তিতে এবং শ্রীতিতে বাস করিব। যে পক্ষ হইতে এই মত ভঙ্গ হইবে শ্রীভগবান যেন তাহাকে নাশ করেন।

(২) তিব্বত গবর্ণমেন্ট নেপাল গবর্ণমেন্টকে বার্ষিক ১০ হাজার টাকা কর স্বরূপ প্রদান করিবেন।

৩। নেপালী প্রজার স্বার্থ রক্ষার সুবিধা জন্য একজন নেপালী গবর্ণমেন্টের "ভাকদইচ" নামক কর্মচারী সর্বদা লাসায় থাকিতে পাইবেন। অপরাপর সর্ভে পরম্পরের সাহায্য, বাণিজ্যের সুবিধা, সীমান্তবাসী চৌরদিগের উভয় রাজ্যেই যথাযথ দণ্ড হওয়া ইত্যাদি কথা ছিল।

ঝুঙ্গা এবং কুটী এলাকা নেপালের নৈসর্গিক সীমানার উত্তরে অবস্থিত এবং বরাবরই তিব্বতের অংশ ছিল। এই যুদ্ধে প্রমাণীত হইয়া গেল যে ঐ নৈসর্গিক কারণে উহার হঠাৎ আক্রমণ এবং অবরোধ করা তিব্বতীয়দিগের পক্ষে যে পরিমাণে সহজ নেপালীদিগের উহা বলপূর্বক রক্ষার ব্যবস্থা ততই দুষ্কর। উহা তিব্বতকে ছাড়িয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত হইল। কিন্তু ইচ্ছিত রক্ষার জন্য নেপাল

দরবারকে একটা কর ধাৰ্য্য করিয়া লইতে হয়। এই সন্ধি-
শূত্রে (১লা এপ্রিল ১৮৫৬) অধিকৃত ভূমি হইতে সৈন্ত
সরাইয়া লইলেন। তদবধি নেপালে ও তিব্বতে আর
কোন বিবাদ বিসংবাদ হয় নাই।

১লা আগষ্ট ১৮৫৬ জঙ্গ বাহাদুর অকস্মাৎ কার্য্য ত্যাগ
করিলেন। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাঁহার
অপারিশে তাঁহার ভ্রাতা বাম্ বাহাদুর প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত
হইলেন।

কি জন্ত জঙ্গ পদত্যাগ করিলেন তাহা ঠিক বলা যায়
না। শরীরও একটু অস্থস্থ হইয়াছিল; ভ্রাতাদের মধ্যে
কোনরূপ বিরাগ উৎপন্ন না হয়; পর.পর ঐ কার্য্য পাওয়ার
আশার উদ্রেকে উহারা অস্থগত থাকে; তাঁহাকে কত
প্রয়োজন রাজা প্রজা সকলেই উপলব্ধি করিয়া উহার
বিশেষ সমাদর করেন—এইরূপ নানা প্রকার বিচার
করিয়া জঙ্গ বাহাদুর এই এই কার্য্য করিয়া থাকিবেন।

ফলে নেপালের নানা স্থানে সাধারণে সভায় একত্রিত
হইয়া জঙ্গ বাহাদুরের নিকট মান্যগণ্য লোকদিগকে প্রেরণ
ব্যবস্থা করিল। রাজকার্য্য সম্বন্ধে নেপালীরা ইহার পূর্বে
কখনও এরূপ সভা স্থাপন, আন্দোলন বা প্রতিনিধি
প্রেরণ কখন করে নাই। রাজগুরু বিজয়রাজ প্রমুখ
প্রকৃতিবর্গ ধাপাখালি নামক জঙ্গ বাহাদুরের প্রাসাদে
উপস্থিত হইয়া উহাকে রাজ মুকুট ধারণ করিতে অস্থরোধ
করেন! জঙ্গ বাহাদুর উত্তর দেন যে তিনি উহা করিবেন

না তবে শরীর স্বস্থ হইলেই রাজ কার্যের পরিদর্শনাদি করিতে পারেন। কিন্তু তিনি ওরূপ কথা বাহারা বলিয়া-
ছিল তাহাদের দণ্ড দেন নাই।

কার্য্যভঃ বামু বাহাদুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন গুরুতর কার্য্যই করেন নাই।

নেপালী সাধারণের অনুরোধে মহারাজাধিরাজ জঙ্গ বাহাদুরকে কাশ্মির এবং লামজাং প্রদেশস্থয়ের মহারাজার পদ দান করিলেন। উহা পুরুষাত্মকমে ভোগ্য হইল। সমগ্র নেপাল সম্বন্ধেও তাঁহাকে আইন রদ বদলের শক্তি দেওয়া হইল। জঙ্গ বাহাদুর রোয়ক ডিক্টেটর (সর্বময় কর্তা) দিগের ত্রায়, ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। এমন কি মহারাজাধিরাজকে পদচ্যুত করার অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইল!! চিরদিনের রাজভক্ত ক্ষাত্রধর্মী নেপালী ছাত্র পক্ষে এই ব্যবস্থাটা একেবারেই ঠিক হয় নাই। কে বলিবে কিগের জন্য জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রেরা নেপালের মন্ত্রীত্ব লাভ করিতে পারিল না এবং ভারতের সমস্ত ভাগে বিতাড়িত হইয়া অন্তঃস্থ বাহিরে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইল।

১৮৫৭ অব্দে ২৫শে মে বামু বাহাদুরের মৃত্যু হয়। তাঁহার পূর্বের সকল নেপালী প্রধান মন্ত্রীরই অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার পত্নীও কেহ সহমৃত্যু হন নাই। জঙ্গ বাহাদুরের ব্যবস্থায় তখন সতীদাহ বে-আইনি হইয়া গিয়াছিল।

ব্রিটিশ রেসিডেন্ট “ডিকট্টর” জঙ্গ বাহাদুরের সহিত পত্র ব্যবহার করিতেন না ; প্রধান মন্ত্রীর সহিতই করিতেন—এজন্য জঙ্গ বাহাদুর পুনর্বার প্রধান মন্ত্রীর পদই গ্রহণ করিলেন ।

এই সময়ে কালীপ্রসাদ নামক “গরজ” জাতীয়ে পূর্ণ রেজিমেন্টের এক জমাদার জঙ্গ বাহাদুরকে হত্যা চেষ্টা করে । প্যারেডে উহার নিজের রেজিমেন্টের লোকেই উহাকে কাটিয়া ফেলে ।

বিংশ অধ্যায় ।

জঙ্গ বাহাদুর (ভারতে মিউটিনি) ।

সিপাহী মিউটিনি সম্বন্ধে জঙ্গ বাহাদুর ডাক্তার ওলড-কীলডকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই :—(১) নাগপুর এবং অযোধ্যা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত কোন প্রকার অসহ্যাবহার করে নাই ; পঞ্জাব সিন্ধু দেশ এবং বর্ম্মায় ইংরাজেরা গায়ে পড়িয়া বিবাদ বাধান নাই ; ঐ সকল প্রদেশের অধিকার করা দেশীয়দিগের চক্ষে অশ্রাব্য বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হয় নাই ; অযোধ্যা নাগপুরের অধিকার করায় সকলেই সাধারণভাবে দোষ দিয়া থাকেন এবং ভারতে অবিখ্যাসের এবং অসন্তোষের উদয় হয় ; দেশীয়দিগের পদোন্নতির সুবিধা ঐ দুই সমৃদ্ধিশালী দেশীয় রাজ্য থাকায় কোথাও সক্ষমের তীব্র অসন্তোষ

আগরিত হইতে পার নাই ; কোম্পানি বাহাদুর সিপাহী-দিগকে বেতন ও পেন্সন উত্তম দিতেন কিন্তু স্ববেদারের উপরের পদে উঠা দেশীয়ের পক্ষে অসম্ভব ছিল অতরাং সক্ষম দিগের অসন্তোষের কারণ ছিল ।

সিপাহী মিউটিনি আরম্ভ হইতেই জঙ্গ বাহাদুর ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে (মে ১৮৫৭) সমগ্র গুর্খা সৈন্য দল দিয়া সাহায্য করিতে চাহেন ।

ইংরাজ রেসিডেন্ট কর্নেল রামজে জঙ্গ বাহাদুরের সাহায্য গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া গবর্ণর জেনারেলকে ঐ সম্বাদ পাঠাইয়া দেন । জঙ্গ বাহাদুর ৬ হাজার গুর্খা সৈন্ত লঙ্কৌয়ের দিকে প্রেরণ ব্যবস্থা করেন । লর্ড ক্যানিং বলিয়া পাঠাইলেন “গুর্খা সৈন্ত ভারতের সমতল ভাগে আসিয়াছে এই সম্বাদ প্রচার হইলে, উহার বিজ্রোহীদিগের সাহায্যে আসিয়াছে এইরূপ মনে করিয়া অন্যান্য রাজারা সাহায্য পাইবে এবং বিজ্রোহে হস্ত যোগ দিবে । অতরাং ঐ সাহায্যের এখন প্রয়োজন নাই ।” এই সম্বাদে ক্ষিপ্ত-কর্ষা জঙ্গ বাহাদুর ঠিক করিলেন যে লর্ড ক্যানিং বড়ই ভীক । অত তাবিয়া চিন্তিয়া কার্য্যে হেরী করা অসম্ভব । নীত্র মিউটিনিটাই দমন করিয়া ফেলিলে আর কাহার কি ভরসা থাকিতে পারে !

২৬শে জুন (১৮৫৭) গবর্ণর জেনারেল সাহেব নেপালের সাহায্য প্রার্থনা করিলে ছয় রেজিমেন্ট সৈন্য অবিলম্বে লঙ্কৌয়ের দিকে প্রেরিত হইল । জঙ্গ বাহাদুর প্রকৃতই

ইংরাজদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং সৈন্তদলের মধ্যে মিউটিনি করিয়া আফিসর হত্যা এবং মনিবের বিরুদ্ধাচরণ তাহার চক্ষে একান্তই ঘৃণাকর বিশ্বাসঘাতকতা। সিপাহীরা জমী ইহলে সমগ্র এসিয়ায় একটা কুপ্রথা পড়িয়া যাইবে এবং ক্ষাত্রধর্মের উচ্ছেদ হইবে—তিনি ইহাই স্থম্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

নেপালী সৈন্ত লক্ষ্মোরে প্রেরিত না হইয়া জোনপুর ও আজিমগড়ের রক্ষায় ব্যবহৃত হইল। আজিমগড়ের নিকট একদল বিদ্রোহীকে গুথরা। একদিনে ৬০ মাইল দৌড় কুচ (মার্চ) করিয়া গিয়া আক্রমণ করিলে তাহারা ১০ মিনিটের যুদ্ধেই পলায়নপর হইল।

লক্ষ্মী উদ্ধার করা কঠিন বোধ হইলে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর আর একদল নেপালী সৈন্ত প্রার্থনা করিলেন। (১০।১২।১৮৫৭) তাহার একটা পুত্র সন্তান (পদম জঙ্গ) হওয়ার সম্বাদ আসিল। শিশুর জননী স্মৃতিকা গৃহেই প্রাণত্যাগ করেন। পুত্র মুখ দর্শন করিয়াই জঙ্গ বাহাদুর সৈন্তে অষোধ্যার দিকে কুচ করিলেন, নয় হাজার গুথরা সৈন্ত এবং ২৪টা তোপ উহার সঙ্গে চলিল। লোক লঙ্কর সহ মোট ১১ হাজার। ২০শে ডিসেম্বর নেপালী সৈন্ত গুণক পার হইল। জেনারেল ম্যাকগ্রিগর মিলিটারি কমিশনের পদে নিযুক্ত হইয়া ঐ সৈন্ত দলের সহিত থাকিলেন। অল্প গোরা সৈন্তও উহাদের সহিত বেতিয়ায় যোগ দিল।

জৌনপুরস্থিত নেপালী সৈন্য মুবারকপুরে অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহী রাজা ইরাদত খাঁকে পরাজিত ও ধৃত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ ক্ষেত্রেই ফাঁশি দেয়। আজিমগড়ের নেপালী সৈন্য ১২শে অক্টোবর কুদিয়া নামক স্থলে তুমুল যুদ্ধে বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করে। তাহার পর জৌনপুর হইতে ৩৬ মাইল দূরে চান্দা নামক স্থলে ৩০শে অক্টোবর ১১০০ নেপালী সৈন্য ৬ হাজার বিদ্রোহীকে পরাজয় করে, কিন্তু উহাদের সেনাপতি মদন মানসিং বাশনিয়াৎ হত হন। ২০০ গোরা সৈন্য উহাদের সহিত এই সময়ে যোগ দেয়।

• এই সৈন্য মোহানপুরে ৪ হাজার বিদ্রোহীকে পরাজয় করে এবং তোপ অধিকার করে। (২৬।১২।১৮৫৭)।

ঐ সময়ে নাজিম নাম গ্রহণ করিয়া একজন বিদ্রোহী চান্দায় ১৪ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিল। সারাওন নামক স্থানে ফজল আজিম নামক আর একজন বিদ্রোহী ৮ হাজার সৈন্য জমা করে। ফজল আজিম (২৪শে জ্যৈষ্ঠ-য়ারি ১৮৫৮) এবং তাহার সহায়ক বেণী বাহাদুরসিং নসরতপুরের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। ইহার পর সিংরাগৌয়ের যুদ্ধে বিদ্রোহী বান্দা হোসেনের ৮ হাজার সৈন্য এবং হামিরপুরের যুদ্ধে ফজল আজিমের দল পরাজিত হয়। ২৪শে ফেব্রুয়ারি গফুরবেগের এবং নাজিমের অধীন বিদ্রোহী দল সুলতানপুরের তুমুল সংগ্রামে পরাজিত হয়। লক্ষ্যে পথ এই যুদ্ধে উন্মুক্ত হইয়া পড়িলে

সম্মিলিত গুর্খা ও ইংরাজ সৈন্য ৫ই মার্চ লক্ষৌয়ের নিকট পৌঁছে। ৯ই মার্চ ব্রিটিশ সৈন্য বাদশাবাগ দখল করে।

ইতিমধ্যে জঙ্গ বাহাদুরের সহিত যে সৈন্যদল ছিল তাহারা গোরখপুর দখল করে। বিরোজপুর নামক স্থানে বাশঝাড়ের ভিতর একটি ক্ষুদ্র মাটির কেল্লা ছিল। তথায় ৩২ জন মাত্র বিদ্রোহী সিপাহী এরূপ দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল যে নেপালীদিগের ৫৩ জনকে হতাহত এবং সকলেরই মনে হইয়াছিল যে অন্ততঃ ৫০০ বিদ্রোহী তথায় ছিল। ২০শে ফেব্রুয়ারি কাইজাবাদের নিকট ২ হাজার বিদ্রোহী পরাজিত হয়। ১৫ দিন পরে কান্দু নদীর তীরে ৭ হাজার বিদ্রোহী বিতাড়িত হইল। ঐ সময়ে গোরখপুরে রক্ষিত ১২ শত নেপালী সৈন্য এবং ৩০০ ইংরাজ সৈন্য আক্রমণকারী ১২ হাজার বিদ্রোহীকে পরাজয় করে। বিদ্রোহীদের মধ্যে শিক্ষিত এবং উপযুক্ত নেতার একান্তই অভাব ছিল।

১০ই মার্চ জঙ্গ বাহাদুর লক্ষৌয়ের নিকট পৌঁছিলে ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার কলিন ক্যাম্বেল ১৯ তোপ ধ্বনি করিয়া তাঁহার সম্বর্ধনা করেন। তোপ ছুড়িয়া সম্বর্ধনা করা যুদ্ধ কালে নিষিদ্ধ হইলেও এরূপ বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইল। যখন উভয় মিত্র দলের সেনাপতিবয় ব্রিটিশ ছাউনিতে কথাবার্তা কহিতেছিলেন ঐসময়ে সম্বাদ আসিল যে স্বর্টলণ্ডীয় ৯৩নং হাইল্যান্ডার দল এবং নেপালী হিমালয়ের হাইল্যান্ডার(গুর্খা) সৈন্য এক-

যোগে বেগমের কুঠী দখল করিয়াছে এই সম্বাদ আসে । জঙ্গ বাহাদুর বলেন যে ৫ বৎসর পূর্বে এডিনবরায ঐ ৯৩ হাইল্যান্ডের দল হইতেই উইয়ার জন্ত শরীররক্ষক সৈন্ত দেওয়া হইয়াছিল । ঐ যুদ্ধে ছয় শত বিদ্রোহী হত হয় ।

সাহগজের রাজা মানসিংহ ইংরাজ পক্ষেই ছিলেন কিন্তু পূর্বে কোন কোন কার্যের জন্ত উপযুক্তভাবে পুঙ্খনত হন নাই এ বিশ্বাসে মনে মনে অসন্তুষ্ট ছিলেন । তিনি প্রোপনে জঙ্গ বাহাদুরের সহিত দেখা করায় জঙ্গ বাহাদুর তাঁহাকে বুঝাইয়া ইংরাজপক্ষেই নির্ভর করিতে রাজী করেন ।

১২ই মার্চ জঙ্গ বাহাদুরকে গার কলির ক্যাম্পে কয়েকটি মসজিদ দখল করিতে অনুমতি করেন তথায় বিদ্রোহীরা কয়েকটি ভোগসহ দূত গড়বন্দী করিয়াছিল । বিদ্রোহীরা পরাজিত ও বিভাড়িত হইল কিন্তু ঐ দিন দুই শত গুর্খা সৈন্ত হত হয় । এই যুদ্ধের মধ্যে এক সময়ে জঙ্গ বাহাদুর নিজে সর্বাগ্রণী হইয়া ছিলেন এবং গোরাদের অপেক্ষা অগ্রে লক্ষ্যে প্রবেশের যশ অর্জন জন্ত গুর্খাদিগকে উৎসাহিত করেন । ১৪ই মার্চ নেপালী সৈন্ত একটি শিব রেজিমেন্টের সাহায্যে এবং কিছু গোরা সৈন্তের সহায়তার ছত্রমণ্ডল, যতিমহল, তারী কুঠি, কৈসরবাগ এবং ইমাম-বাড়া দখল করে । শাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তার লুণ্ঠের হড়া-

হুড়ি হয় । নিরাস্ত্রের প্রতি আত্মসম্বন্ধ উৎকট অত্যাচারে
অনার্য যুদ্ধের ভীষণতা প্রকাশিত করে ।

১৫ই হইতে ১৮ই মার্চ যুদ্ধ চলিতে থাকে । ১৭ই
তারিখের যুদ্ধে গুর্খাসৈন্য কুকুরি হস্তে ধাওয়া করিয়া একপ
স্বকোণে উহার ব্যবহার করিয়া জয়লাভ করিয়াছিল যে
একজন ইউরোপীয় আফিসর উহা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে
বলিয়াছিলেন যে তোপ বন্দুকের জন্ত খরচ করা বুখা ।
গুর্খার নিকট কুকুরি চালাইতে শিখিলেই যুদ্ধের পূর্ব
সরঞ্জাম খুব সম্ভায় হয় ! জেনারেল আউটরাম এবং জঙ্গ
বাহাদুর দুই দিক হইতে এক সময়ে আক্রমণ করায়, প্রিন্স
ব্রিটিশ কদর এবং তাঁহার মাতা তেজস্বিনী হজরত মহল—
যাঁহার দৃঢ়তায় বিদ্রোহীরা বিশিষ্টরূপেই অনুপ্রাণিত হইতে
ছিল—মুসাবাগ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হন । ২০শে মার্চ
জঙ্গ বাহাদুর মিসেস জ্যাকসন এবং মিসেস অরকে
লঙ্কোয়ের বাহিরে একটি গৃহের অন্ধকার ঘর হইতে উদ্ধার
করিয়া পাল্‌কী করিয়া পাঠাইয়া দেন ।

জঙ্গ বাহাদুর ২৩শে মার্চ লঙ্কো ত্যাগ করিয়া যান ।
প্রায় ১০০ দিন তিনি এই কার্যে নিযুক্ত ছিলেন নীতিমত
যুদ্ধ চালানর ব্যবস্থা এবং নেতৃত্ব তাঁহাকে প্রত্যহ করিতে
হইয়াছিল । জীবনের অন্ত কোন সময়ে এত অধিক পরি-
শ্রম তাঁহাকে এত অধিক দিন একাদিক্রমে করিতে হয়
নাই ।

১৮ই এপ্রিল জঙ্গ বাহাদুর লর্ড ক্যানিংএর সহিত দেখা করেন । ১৮১৫ অব্দে পাহাড়তলির যে জমি সূর্য্য দিগকে ছাড়িতে হইয়াছিল ২০০ মাইল দীর্ঘ অযোধ্যার উত্তরের সেই জমি নেনপালকে প্রত্যর্পিত হইবে লর্ড ক্যানিং এই বলিয়া জঙ্গ বাহাদুরকে একান্তই সন্তুষ্ট করেন ।

জঙ্গ বাহাদুর ইহার পর ৮ প্রয়াগ ও ৮ কানৌ দর্শন করিয়া দেশে ফিরেন (৪৫১৮৫৭) এই সময়ে অযোধ্যার নবাব পুত্র নবাব রমজান আলি খাঁ মিরজা ব্রিজিস কদরের এক পুত্র জঙ্গ বাহাদুর প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন । তাহাতে নিম্নলিখিত মর্মেণের কথা ছিল :—

(১) সকলেই জানেন যে আমার পূর্বপুরুষগণ ইংরাজ দিগকে ভারতে প্রবেশ করিতে সাহায্য করেন এবং বেনারস প্রদেশ উহাদিগকে দেন । সেজন্য সে সময়ে উহার প্রতিজ্ঞ করেন যে যতদিন সূর্য্য এবং চন্দ্র থাকিবে উহার মিত্রতা রক্ষা করিবেন ।

(২) সে কথা ভুলিয়া ঐ অকৃতজ্ঞ ফিরিজিরা বিশ্বাসঘাতকদিগের সাহায্যে আমার পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করে ।

(৩) হিন্দু এবং মুসলমানের জাতি মারার জন্য নূতন কার্ত্তুজ গো এবং শূকরের বস। মাখান হয় । ধর্মপ্রাণ হিন্দু মুসলমান সিপাহী ঐ ছব্য চর্কির কার্ত্তুজ দাঁতে কাটে নাই বলিয়া উহাদের কতককে তোপে উড়াইয়া দেওয়া হয় ।

(৪) খাঁজি হিন্দু নেপালী ছত্রি কিরূপে আপনার ধর্ম-নাশকদিগের পক্ষ লইতেছেন। আমাদের সহিত একত্র হউন। নেপাল রাজ্য গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইবে এবং হিন্দু মুসলমানের ধর্মরক্ষা হইবে। বিদেশী ফিরিশী বিতাড়িত হইবে।”

এই পত্রের উত্তরে জঙ্গ বাহাদুর লিপিগ্রাহিলেন :—

(১) শত বৎসরের মধ্যে ইংরাজ হিন্দু মুসলমানের ধর্মনাশের কোন চেষ্টাই করেন নাই। আপনার কথা যদি ঠিক হইত—ধর্ম গব্বকে কোন গন্ধেহের কারণ থাকিত—তাহা হইলে আপনার প্রস্তাব অবগণযোগ্য হইতেও পারিত।

(২) যাহারা স্ত্রীলোক ও বালকে হত্যা করিয়াছে তাহারা কোন যোদ্ধারই বিশেষতঃ নেপালী ছত্রির—সহানুভূতি পাওয়ার একান্ত অযোগ্য।

(৩) আপনি শীঘ্র অযোধ্যার কমিশনরের নিকট আত্ম-সমর্পণ করুন। যাহারা ইংরাজ স্ত্রীলোকাদি খুন করে নাই তাহাদের প্রাণদান ব্যবস্থা হইবে।”

তেমন প্রয়োজন না থাকায় এবং গ্রীষ্মের সময় নেপালীদিগের অযোধ্যা অঞ্চলের গরম হাওয়া অসহ্য হয় বলিয়া জঙ্গ বাহাদুর এপ্রিল মাসের মধ্যেই নেপালী গৈরুসহ নেপালে ফিরিয়া ছিলেন।

১৮৫৮ জুনের অক্টোবর মাসে সফদ আদিল বে নেপাল অধিকারের সুরহি নামক স্থানে, তথ্যই জঙ্গল

প্রায় ২৩ হাজার বিজোহী আশ্রয় লইয়াছে । এই দলের মধ্যে নবাব ব্রিটিশ কর্তার এবং তাঁহার মাতা ছিলেন । জঙ্গ বাহাদুর ইহাদের সম্মানের সহিত অস্ত্র এবং আশ্রয় দান করেন এবং হিন্দু আতিথ্যের বিপরীত কার্য (শত্রু হস্তে সমর্পণ) কিছুতেই করিবেন না প্রতিজ্ঞা করেন । কাঠমাণ্ডুর নিকটবর্তী জঙ্গ বাহাদুরের খাপাখালি প্রাসাদের কাছেই উহার বাসা পাইলেন এবং দরবার হইতে মাসো-হারাও বরাদ্দ হইল । বিজোহী নানা সাহেব বালারাও এবং আজিমউল্লা পশ্চিমের জঙ্গলই দেহত্যাগ করিয়াছিল । বেরিলির খাঁ বাহাদুর এবং প্রায় ১১ হাজার সশস্ত্র বিজোহীদিগকে জঙ্গ বাহাদুর অশ্রুত্যাগ করাইলেন । উহাদের মধ্যে বাহারী স্রীলোক ও বালক হত্যা করিয়াছিল তাহাদিগকে মাত্র ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের নিকট বন্দীভাবে প্রেরণ করা হইল । অপরেরা অধিকাংশই নেপালের ভরাই জুমিতে চাসের জঙ্গ বসবাস করিল । কেহ কেহ বা নিজেদের বাড়ীতে ফিরিয়া গেল । একস্থলে বিজোহীরা নেপালীদের উদ্দেশ্য সহজে ভুল করিয়া হঠাৎ গুলি চালানয় পাহানওয়ান গিংহের অধীনস্থ নেপালী গৈরুদল উহাদের ও শত লোককে হতাহত করে । এই কার্য বিলোটে জঙ্গ বাহাদুর ক্রুদ্ধ এবং অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন । শরণাগত বা অতিথি বা বিদেশ হইতে ভ্রমস্থদের হইয়া আসিত সাদাঙ্গণ নেপালীদিগকে বুঝাইয়া শাস্ত করিয়া সাহায্য করিতে হইত ; তাহাদের দল অমের কারণ নিরা-

করণ করিয়া দিতে হয়—হঠকারিতাসহ উহাদের উপর
গুলিবৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দিতে নাই। নেপালী ছত্রি বীর
হৃদয় জঙ্গ বাহাদুর ইহা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া কর্ণেল
পালোয়ান সিংহের প্রথমটায় পদচ্যুতিরই হুকুম দিয়া-
ছিলেন।

নসিরাবাদ হইতে যে সকল বিদ্রোহী পলাইয়া
আসিয়াছিল তাহাদের সহিত ১৮ জন ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষ
বন্দীভাবে আনীত হইলেন। জঙ্গ বাহাদুর উহাদের মুক্ত
করিয়া সমস্তে ব্রিটিশ অধিকারে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

জঙ্গ বাহাদুরকে জি, সি, বি এবং জি, সি, এস, আই,
উপাধি দেওয়া হয়।

একবিংশ অধ্যায়।

জঙ্গ বাহাদুরের ডায়ারি।

মিউটিনির পর হইতে ভারতে ও নেপালে শান্তি বির-
জিত থাকে। জঙ্গ বাহাদুর রাজকাৰ্য্যের সর্ববিধ উন্নতি
সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

১৮৬০ অব্দের বসন্তকালে জঙ্গ বাহাদুর তোপ বন্দুকের
কারখানা পরিদর্শন করিয়া নূতন ধরণের ভাগ বন্দুক প্রস্তুত
করার জন্য প্রধান মিস্ত্রীকে পুরস্কার দিলেন। ভারতের
প্রাচীন রীতি অনুসারে নগদ টাকা বা জমি দিয়াই জঙ্গ
বাহাদুর যোগ্য ব্যক্তিকে উৎসাহিত করিতেন। পাশ্চাত্য

রীতি অনুসারে শুধু উপাধি দিয়া সারিয়া দিতেন না । দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিয়াই সারিয়া দেওয়ার অসম্মতি ভারত গবর্ণমেন্ট এক-কালে বুঝিয়া বার্ষিক একশত টাকা বৃত্তি এই উপাধির সহিত দিতে আরম্ভ করিয়া ভালই করিয়াছেন ।

জঙ্গ বাহাদুর রাষ্ট্রিতে অনেক সময়ে ছদ্মবেশে কাঠ-মাথুর ভিতর ঘুরিয়া সকল বিষয়ের সম্বাদ লইতেন । এক রাতে শাস্তিরক্ষক জেনারেল খড়্গা বাহাদুরের বাড়ীতে গোপনে অন্ধকারে গিয়া পাহারাওয়ালাদের ঘর হইতে এক খানি তরোয়ার উঠাইয়া লইবার চেষ্টা করেন কিন্তু সচকিত পাহারার সিপাহী তাহাকে ধরিয়া ফেলে পরে যখন শাস্তি রক্ষকের নিকট উপস্থিত করিলে তিনি মহারাজা জঙ্গ বাহাদুরকে চিনিতে পারিয়া সসম্মুখে অভিবাদন করিলেন তখন সিপাহী একান্ত ভীত হইয়া প্রাণভিক্ষা করিতে লাগিল । জঙ্গ বাহাদুর তাহার কর্তব্যপরায়ণতার জন্য প্রশংসা করিয়া তাহাকে জমাদার পদে উন্নীত করেন ।

নেপালের কোন স্থান অস্বাস্থ্যকর । জঙ্গ বাহাদুর নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে অস্বাস্থ্যকর স্থানে কর্মচারিরা ব্যারামে পড়িবার পূর্বেই তাহাদিগকে মধ্য মধ্য বদলী করিয়া দিতে হইবে । ভারত গবর্ণমেন্টের কর্মচারীদিগের সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম প্রবর্তিত হইলে উন্নতিই হইবে । বিশেষ চেষ্টা সুপারিশ ব্যতীত অস্বাস্থ্যকর স্থান হইতে বদলী ভারত গবর্ণমেন্টের অনেক বিভাগে হয় না বলিয়াই কন্যায় ।

১৮৯০ অব্দ হইতে জঙ্গ বাহাদুর নৈনন্দিন লিপি (ডায়ারি) রাখিয়া ছিলেন । উহাতে কার্যের বিবরণ মাত্র আছে । নিজের মনের ভাব বা কোন কোন কার্য করিবেন সে সম্বন্ধে কোন কথাই নাই । পরে প্রচারের জন্ত শুধাইয়া লিখিত ডায়ারি উহা নহে ।

জঙ্গ বাহাদুর ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি ছদ্মবস্ত্রী গাভী আমদানী করিয়াছিলেন । নেপালের সাধারণ গাভী ছদ্ম কম দেয় । বাঁড় ও আনাইয়া ছিলেন । নেপালী ঘোড়ার উন্নতি জন্ত বোম্বাই হইতে আরবী ঘোড়া ও আনান হয় ।

বুঙ্গার যুদ্ধের ঠিক ৪ বৎসর পরে চারি দিন ধরিয়া সমগ্র নেপালী সৈন্তদের (১৬০০০) কাণ্ডাজ হয় । প্রকৃত যুদ্ধ যেভাবে হইয়াছিল এই অভিনয়েও ঠিক ঠিক সেইরূপ আক্রমণ ও রক্ষা চেষ্টা দুই দলে বিভক্ত নেপালী সৈন্তেরা দেখাইয়াছিল । জঙ্গ বাহাদুর সাধারণ সৈন্ত এবং অফিসর সকলেরই একান্ত প্রিয় ছিলেন । তিনি যেন প্রত্যেককেই চিনিতেন এইরূপ বোধ হইত ।

চীন দেশ হইতে দুই জন বৈজ্ঞানিক নেপালের জীব-তত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিলেন । মহারাজাধিরাজকে উইারা হাতির দাঁতের পাটি উপহার দেন । খুব বদন পুচ্ছযুক্ত কয়েকটি হিমালয় অঞ্চলের পক্ষী শিকার করিয়া তাহাদের চিত্র এই সময়ে প্রস্তুত করান হইয়াছিল । প্রকার পাহাড়ী সর্পেরও চিত্র ইহার কিছু দি । এই সকল সর্প

হইতে নেপালে এক প্রকার কবিরাজী তৈলও প্রস্তুত হয় ।

সময়ে সময়ে বহু সংখ্যক তদ্রূপ সহস্রীর গ্রন্থ বেসি-ডেকীতে আগত ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা চাহিয়া লইয়া রাজলাইব্রেরীতে ফেরৎ না দিয়াই, নেপাল হইতে চলিয়া গিয়াছেন । উহাদের নকল রাখা হয় নাই । বহু চেষ্টায় জঙ্গ বাহাদুর উহাদের অন্তত্ব হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন । সকল দিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল ।

পঞ্চাব ও বরোদা হইতে ছয় জন পালোয়ান আসিলে জঙ্গ বাহাদুর উহাদের কুস্তি দেখেন শুধু পালোয়ানেরাই জয়ী হয় । যাহারা হারিয়াছিল জঙ্গ বাহাদুর তাহাদেরও প্রচুর পুরস্কার দিয়াছিলেন ।

১৮৬১ অব্দের জ্যৈষ্ঠাষ্মিতে জঙ্গ বাহাদুর তরাই জঙ্গলে বহু সংখ্যক ব্যাঘ্র ও গণ্ডার শিকার এবং বন্যহস্তী ধৃত করেন । তাঁহার সহিত ৩০৭ টী নেপালী রাজহস্তী ছিল । একটা প্রকাণ্ড বোড়া সাপ (৩০ হাত দূর) মারিয়া তাহার পেট চিরিয়া একটা ছোট্ট হরিণশিশু পাওয়া যায় । প্রতি বৎসরই তরাই জঙ্গলে শিকার হইত ।

লীলাধর নামক এক ব্যক্তি জঙ্গ বাহাদুরের পিতার নিকট কার্য্য করিত । সে ২৪ বৎসর পরে ২৩০০ টাকার একখানি খত দাখিল করে । আইনজেরা তমাদির উল্লেখ করিলে জঙ্গ বাহাদুর সুপার সহিত ঐ আপত্তির প্রত্যাখ্যান করেন । সম্ভবতঃ খতখানি ফালি—নচেৎ একদিন পরে

আগিল কেন ? এ আপত্তিও জঙ্গ বাহাদুর অগ্রাহ্য করিয়া শতকরা দশ টাকা স্বেচ্ছা সহ উহার পরিশোধ করেন । এবং বলেন “যদিই আগিল না হয় ! সে সময়ে যে পিতার প্রকৃতিই একটু টানাটানি পড়িয়াছিল !”

জঙ্গ বাহাদুর ছদ্মবেশে সর্বদাই নানাস্থানে গিয়া সৈনিক, দর্জি দোকানদার, শিকারী, কসাই, কৃষক, মজুর, পল্লীগ্রামের ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেরই সহিত দেশের অবস্থা এবং রাজকাৰ্য্য ও রাজনীতি সম্বন্ধে অবাধে কথাবার্তা করিতেন । সাধারণ ধর্মবুদ্ধি এবং বিবেচনাশক্তি সকল মনুষ্যেরই আছে । রাজকাৰ্য্য পরিচালনে সাধারণের হাত নাই । অথচ তাহাদেরই আশা ও অভীলাষগুলি মহানুভূতির সহিত জানিয়া সেই অভাব ও অভিযোগের নিরাকরণ রাজকাৰ্য্য পরিচালনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত । জঙ্গ বাহাদুর দেখাইয়া গিয়াছেন যে রাজশক্তি যদি একজন লক্ষ্য মহানুভূতিগম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে থাকে তাহাতেই সাধারণ প্রজার সর্বাপেক্ষা সুবিধা ।

নেপালের পোষ্ট অফিসের কার্য্য বড়ই কঠিন । দেশের রাস্তা নাই । দেশকে স্বাধীন রাখার জন্য উহাকে দুর্গম রাখাই উচিত, সকল নেপালীরই এই দৃঢ় বিশ্বাস । জঙ্গ বাহাদুর সমগ্র নেপালের ডাক বিলির বন্দোবস্ত একপ অবস্থায় যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে তাহা করিয়াছিলেন । স্থানে স্থানে রাস্তা এবং সেতু প্রস্তুতও করাইয়া ছিলেন ।

স্থানে স্থানে রাস্তা এবং সেতু প্রস্তুতও করাইয়াছিলেন।
শিক্ষা বিভাগেরও অমুল্য হস্ত নাই।

প্রতিবৎসর জুলাইমাসে গণনি বা সকল সেরেষ্টার
পরিদর্শন ও বার্ষিক কার্যাবিবরণী প্রস্তুত হয়। ঐ সময়ে
জঙ্গবাহাদুর অপরিমিত পরিশ্রম করিতেন।

তিনি তিব্বতের দিকের সকল গিরিবন্ধের জরিপ
করাইয়া একখানি বৃহৎ নক্সা প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়া
ছিলেন।

মহারাজাধিরাজ একজন উচ্চ নেপালী রাজকর্মচারীকে
অহস্তে মারপীঠ করায় জঙ্গবাহাদুর রাজধানীতে গিয়া অল্প-
সম্বন্ধে কর্মচারীর কোন দোষই ছিলনা জানিতে পারেন।
মহারাজাধিরাজের উপর তাহার দৃঢ়তা, ধীর ও গভীর
ভাবে অল্প অনেকটা ব্যক্তিগত শক্তি দাঁড়াইয়া গিয়াছিল
এবং তদুপর। মহারাজাধিরাজের যৌবন কালের অদম্য
ক্রোধ এবং নিষ্ঠুরতা অনেকটাই কমিয়া গিয়াছিল। তিনি
পূর্ণ সম্মানের সহিত যাহা বলিতেন মহারাজাধিরাজ তাহা
মানিয়া লইতেন।

একদিন কোন গ্রামের ভিতর দিয়া অশ্বারোহণে
যাইতে যাইতে জঙ্গ বাহাদুর একটা ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি
শুনিয়া অল্পসম্বন্ধে জানিতে পারেন যে তাহার স্বামী
তাহাকে সামান্ত ক্রটির জন্য যষ্টি দ্বারা প্রহার করিতেছে।
লোকটাকে ডাকাইয়া জঙ্গ বাহাদুর তাহার দুই মাসের
জন্ত বয়েদের হুকুম দিলেন। তাহার সর্ব বিষয়েই পূর্ণ

অধিকার ছিল। তখন ত্রীলোকটা জঙ্গ বাহাদুরের পদ-
তলে পতিতা হইয়া ক্ষমাতিক্ষা করিতে লাগিল। জঙ্গ
বাহাদুর লোকটাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে তাহার পতি-
ততা পত্নীর খাতিরেই যে সে ঐ যাত্রা রক্ষা পাইল তাহা
সে কখন ভুলিবে না। গ্রামের মণ্ডলকে বলিয়া দিলেন
যে অকারণে কেহ পত্নীকে প্রহার করিলে তাহার নিকট
মধ্যস্থ পাঠাইতে হইবে।

কুচবিহার হইতে অনেকগুলি লোক নেপালে
আসিয়া বাস করিতেছিল তাহারা পরিশ্রমী ও নিরীহ
চাষী। কিন্তু নেপালীরা উহাদের ঘৃণা করিত এবং
জঙ্গ আচরণীয় জ্ঞান করিত না। উহাদের জাতির
ব্যবহার ও চালচলন মধ্যস্থ অমুসন্ধান করিয়া জঙ্গ
বাহাদুর উহাদের উচ্চবর্ণের অমুকরণে শুচি হইয়া থাকা
জানিলেন তখন উহাদের মূখ্য ব্যক্তিদিগের হস্ত হইতে
জঙ্গ লইয়া প্রকাশ্য দরবারে আক্ষণ মণ্ডলীর অমুসন্ধান-
সহ পান করেন। সর্দারেরাও সকলেই তাহাই করিলেন।
উহারা জঙ্গ আচরণীয় এবং আশ্চর্য্যাদাসম্পন্ন হইয়া
গেল। দেশীয় হিন্দুরাজ্যে কতবার কত স্থলে এইরূপ
সামাজিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংস্কার হইয়া গিয়াছে।

তরাইয়ের উর্করা ভূমির আবাদ যুদ্ধি জন্ত নূতন
আবাদি জমির সাত বৎসর কোন রাজকর লাগিবে না
এইরূপ সুব্যবস্থা করা হয়। তিনজন জেলার হাকিম ঘুম
লয়েন সম্বাদ পাইয়া রীতিমত অমুসন্ধান ও বিচার করা

হয়। দেব প্রমোদিত হইলে উহাদের “সমস্ত সম্পত্তির
বাজেয়াপ্ত দণ্ড” দেওয়া হইয়াছিল।

জঙ্গ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র জগৎজঙ্গের কঠিন গ্রহণ
শীড়া হইয়াছিল। রোগমুক্তি হইলে মন্দিরে এবং দরিদ্র-
দিগকে অর্থ দান করা হয়। ঐ উপলক্ষে যে সকল
নেপালী বৃদ্ধা ও দরিদ্রা জীলোক ঐ সময়ে কাশীবাস
করিতেছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু
অর্থ দ্বারা তৃপ্ত করা হয়। নেপালী ছাত্রিত হিন্দুভাব
পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। ভদ্র কাশীবাসী দরিদ্রা বিধবারা
যে প্রকৃষ্ট দানের পাত্র ব্রিটিশ ভারতের কোন রাজা মহা-
রাজা তাহা আজও বিশেষভাবে অরণ করেন।

১৮৭০ অব্দের মে মাসে চীনমহারাজ টংচের পত্র লইয়া
চীনীয় দূত আসিলে তাঁহার মহাসমারোহের সহিত
অভ্যর্থনা করা হয় এবং তাঁহাকে অনেক বুদ্ধমন্দির দেখান
হয়। ঐ বৎসরই জঙ্গ বাহাদুরের এক কন্যা যুব-
রাজের সহিত বিবাহিতা হইয়াছিলেন।

পরবৎসর জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র জেনারেল পদম্ জঙ্গ
গোরক্ষপুরের এক ক্ষত্রিয় জমিদারের কন্যার পাণিগ্রহণ
করেন। প্রতিবৎসরই জঙ্গ বাহাদুর গোকর্ষ এবং নার্সাজুনে
বিছুকাল করিয়া থাকিতেন।

১৮৭১ অব্দের নবেম্বর মাসে জঙ্গ বাহাদুর হরিহর
ছত্রের মেলায় আসিয়াছিলেন। তথায় লর্ড মেয়ো তাঁহার

বিশেষ সমাদর করেন। জঙ্গ বাহাদুর প্রায় দুই লক্ষ টাকা অর্থ হস্তী ও প্রব্যজাত খরিদ করিয়া ব্যাপারী-দিককে উৎসাহ দেন।

ঐ বৎসর হরিহর চন্দ্রের মেলায় অত্যন্ত ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইলে তিনি অবিলম্বে মোতিহারীতে চলিয়া যান কিন্তু পথে তাঁহার রোগ হয়। ওলাউঠা বলিয়াই সন্দেহ হয় ; কিন্তু শেষটা উহা রক্ত আগাশায়ের পরিণত হয়। নেপালী কবিরাজের চিকিৎসার আরোগ্য লাভ করিয়া ছিলেন। প্রথমে যে ডাক্তারী চিকিৎসা হয় তাহাতে উপকার হয় নাই। রোগ সাংঘাতিক বলিয়াই অনেকের মনে হইয়াছিল। সুস্থ হইয়া নেপালে ফিরিয়া জঙ্গ বাহাদুর আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি জগৎ যত্ন করেন। তত্প-লক্ষ্যে অনেক উদ্ভিদ কাবুল সিঞ্চিম ও কাশ্মীর হইতে আনা হইয়া নাগার্জুনে লাগাইয়া ছিলেন।

১২শে এপ্রিল ১৮৭২ জঙ্গ বাহাদুর চীনা সর্জার্টের নিকট হইতে “খোয়াং পিং পিম্মা কো-কো-বং ওয়াং সিয়ায়াং” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার অর্থ—“ষোড়শ-নাগক, সর্বকাৰ্য্যে দক্ষতাপূর্ণ, সাহসী প্রজার শক্তিময় রাজা”। দরবারে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের সমক্ষে এই পদবী এবং চীনা পোষাক প্রদত্ত হয়। জঙ্গ বাহাদুর এই সম্মানে বিশেষ ভূট হইয়া ছিলেন। তাঁহার স্বদেশী মাজেই “সাহসী প্রজা” বলিয়া স্বীকৃতি ইহাতে ছিল। কয়েক দিন পরেই বাঘমন্ডি এবং মানোয়া নদীর সঙ্গমস্থলে পুণ্যক্ষেত্রে তিনি আশ্রয়

দ্বিগুণে এক সহস্র খেজুদান করেন । অর্ঘ্যরথ এবং অর্ঘ্যহস্তী (মোট ওজন ৫০০ তোলা) দান করাও হইয়াছিল ।

নামোয়ার বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিতেরা জঙ্গবাহাদুরের নিকট কয়েক খানি ভাষ্যশাসন দেখাইয়া বলেন যে নেপালের প্রাচীন বৌদ্ধ রাজারা মন্দিরের জন্য যে নিষ্কর ভূমি দিয়াছিলেন তাহা গোষ্ঠী অধিকার কালে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল এবং মন্দিরের দশা শোচনীয় । জঙ্গ বাহাদুর ঐ নিষ্কর ভূমির প্রত্যর্পণ করায় নেপালের বৌদ্ধ প্রজারা বিশেষ তুষ্ট হইয়াছিলেন । জঙ্গবাহাদুরের মনে হিন্দু-মুসলমান ধর্মভক্তি এবং পরস্পর মধ্যস্থে নিরপেক্ষতা এবং সকলেরই মধ্যস্থেই সত্যপরতা রক্ষার অভিলাষ ছিল ।

১৮৭৪ অব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর জঙ্গ বাহাদুর কলিকাতায় গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ৮০ জন নেপালী কর্মচারীর সহিত যাত্রা করেন । ১০ই এবং ১১ই অক্টোবর তাঁহার বড়লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎকার হয় । নেপালের সীমা লইয়া কয়েক স্থলে বহু বৎসর ধরিয়া একটু মতের অঙ্গিল ছিল । সে সমস্তই এই সাক্ষাৎকারে ঠিক হইয়া গেল ।

নেপালে কিরিয়া গিয়া জঙ্গ বাহাদুর দ্বিতীয় বার ইউরোপ যাত্রার ইচ্ছা করেন । কুমার বীরেন্দ্র বিজয় সাহন্যর জন জেনারেল, ছয় জন কর্ণেল, ১২০ জন সৈন্ত, ৭৫ জন চাকর, ২ জন সর্দার এবং ২ জন কবিরাজ সঙ্গে ছিলেন । ইহার ১১ই জানুয়ারী ১৮৭৪, বেনারসে পৌঁছিলেন ।

তথায় ষড়বাগড়ের রাজা এবং নেপালের বৃদ্ধা মহারানী লক্ষ্মীদেবী ও তাঁহার পুত্রধর উইঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

১৩ই জানুয়ারী এলাহাবাদে পৌঁছিয়া স্নান করিতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সার জন ট্র্যাটি (উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট) সাহেবকে পত্র লিখিলে তিনি উত্তর দেন যে স্নানের ঘাটে তিনি কোন অস্বাধীন নেপালী সৈন্ত লইয়া যাইতে পারিবেন না। এই উত্তরে জঙ্গ বাহাদুর ক্ষুব্ধ হইয়া স্নান করার ইচ্ছাই ত্যাগ করেন। এবং বলেন যে ব্রিটিশ ভারতের রক্ষা জন্য যে নেপালী সৈন্ত নিজেদের রক্তপাত করিয়াছে “তাহাদের স্বাধা যাইতে নিষেধ” তথায় তিনিও যাইতে পারেন না এবং তাঁহার সঙ্গীও কেহ যাইবেন না।

এই গোলযোগের সম্বাদ কলিকাতার ভারযোগে পৌঁছিলে বড়লাট সাহেব অবিলম্বে স্নানের ঘাটে নেপালী সৈন্ত দিগকে সমস্ত যাওয়ার অধিকার দিয়া পাঠাইলেন। জঙ্গ বাহাদুর জানাইলেন ইংলও হইতে ফিরিয়া আসিয়া তথায় স্নান করিবেন।

এলাহাবাদ হইতে জঙ্গ বাহাদুর জলপুরে এবং তথা হইতে নাসিকে গমন করেন। ২১শে জানুয়ারী বোম্বাই পৌঁছিলে তথায় সার দিনকর রাও এবং একজন প্রসিদ্ধ শিকারী কসৌয় গ্রাও ডিউক তাঁহার সহিত দেখা করেন। পাঁচ দিন বোম্বাইয়ে থাকিয়া জঙ্গবাহাদুর ৩০ জন

টাকার মুক্তা ও হীরকাদি রত্ন ক্রয় করিয়াছিলেন। এক দিন মহাগম্বী দ্বীটে তাঁহার ঘোড়া হঠাৎ ভড়কাইয়া পা পিছনাইয়া পড়িয়া গেলে জঙ্গ বাহাদুর বৃকে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। ডাক্তারে একমাস চিকিৎসা এবং বিশ্রাম করার প্রয়োজন দেখাইয়া বিলাত যাত্রা তখন স্থগিত করিলে, মহারানীরা নেপাল হইতে বোম্বাইয়ে আসিয়া পর বৎসর পর্য্যন্তই উহা স্থগিত রাখার মত করাইলেন।

১লা মার্চ জঙ্গ বাহাদুর বোম্বাই হইতে ফিরিলেন। ৭ই মার্চ প্রমাণে ত্রিবেণী স্নান করিয়া বেনারসে গেলে তথায় মহারাজা বিজয় নগরম্, মহারাজা ইন্দোর এবং মহারাজা বেনারস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ২০শে এপ্রিল জঙ্গ বাহাদুর কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছেন।

১৮৭৫ অব্দের ২৩শে জানুয়ারী প্রিন্স লফ ওয়েলস্ (পরে গ্যুট এডওয়ার্ড) ফিরাপিস জাহাজ হইতে কলিকাতায় প্রিন্সেপ ঘাটে অবতরণ করেন। জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র জেনারেল বাবর জঙ্গ তথায় তথায় উপস্থিত ছিলেন। পরদিন নেপালী দূতগণ যুবরাজকে নেপালের জঙ্গলে শিকার করিতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। ঐ নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য হয়।

১৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে ৫ই মার্চ যুবরাজ নেপালের জঙ্গলে শিকার করেন জঙ্গ বাহাদুরের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। যুবরাজের সহিত লর্ড উইলিয়ম বেরেসফোর্ড, সার্জন জেনারেল কেরার প্রিন্স উইলিয়ম (ব্যাটেন

বার্গ) গ্রাফিক প্রভৃতি সচিত্র ইংরাজী কাগজের কটো-
গ্রাফার প্রভৃতি ছিলেন! জঙ্গ বাহাদুর তাঁহার পক্ষীয়
সহিত যুবরাজের দেখা করাইয়া দিলে যুবরাজ বলেন যে
তাঁহার মাতা মহারানী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে বিশেষ করিয়া
মহারানীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইতে আদেশ দিয়া-
ছিলেন যে তাঁহার সর্বাঙ্গের শক্তিমান ও প্রকৃত বন্ধুর
এবং তাঁহার পরিবার বর্গের কুশল জ্ঞাত তিনি সর্বদা ঈশ্বর
স্থানে প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

যুবরাজ শিকারে বিশেষ আনন্দ উপভোগ এবং নেপালী-
দিগকে শিষ্টাচারে যুক্ত করিয়া ব্রিটিশ রাজ্যে ফিরিবার সময়
তাঁহার সেক্রেটারীর দ্বারা জঙ্গ বাহাদুরকে বলেন যে
নেপালী সৈন্য ও শিকারীদিগকে তিনি কিছু বক্শিস্
দিতে চাহেন। জঙ্গ বাহাদুর বলেন যে তাহাদের দেশের
মহামন্ত্র অতিথির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পাইয়া সৰ্ব্বলোকে
খুশি হইয়াছে। বক্শিসের কর্ম কেহই করে নাই।
তদুত্তর তিনি ইংলণ্ডে থাকাকালে তাঁহার পুরীর রক্ষা জ্ঞাত
নিযুক্ত ইংরাজ সৈন্যদিগকে তিনি কিছু “উপহার” দিতে
চাহিলে তাহা শিষ্টাচারের সহিত প্রত্যাখ্যান করা হইয়া-
ছিল। এ বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য হইল না।

পশ্চিম নেপালের জঙ্গল হইতে ফিরিবার সময় জঙ্গ
বাহাদুর একটি ক্ষুদ্র বিদ্রোহের সম্বাদ পাইলেন। একজন
গুরু সন্ন্যাসী প্রচার করিয়া ছিল যে মনস্বামনা দেবী
তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন যে জঙ্গ বাহাদুরকে হত্যা

করিয়া নেপালে স্বর্ণযুগ আনয়ন করার ভার তাঁহার উপর পড়িয়াছে এবং সে লক্ষ্যের অবতারণা । মূৰ্খ ১৫০০ লোক তাঁহার পক্ষে জড় হইলে জঙ্গ বাহাদুর “দেবীদত্ত” নামক রেজিমেন্টে ভণ্ড সন্ন্যাসীর বিকল্পে প্রেরণ করিলেন । উহার সামান্য যুদ্ধের পর লক্ষ্য সন্ন্যাসীকে ও ১২ জন প্রধান বিদ্রোহকে ধৃত করিয়া বাশের খাঁচায় পুরিয়া পাঠাইয়া দিলে অপর ছয়জন বিদ্রোহীনায়েককে বধ দণ্ড দেওয়া হয় এবং ভণ্ড সন্ন্যাসীকে মনস্কামনা দেবীর মন্দিরের সম্মুখেই (তাঁহার পবিত্র নাম অপকার্য্যে জন্ত ব্যবহার করার জন্ত) ফাঁসি দেওয়া হইল ।

১৪ই মে, ১৮৭৬ জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র নরজঙ্গ অতি-রিক্ত অহিফেন খাইয়া মারা যান । অক্টোবর মাসে সংবাদ আসিল যে তিব্বতীদের সীমানার নিকট অপরিমিত শস্য সংগ্রহ করিতেছে । নেপাল গবর্ণমেন্ট সন্দেহ করিলেন বুঝি কোনরূপ যুদ্ধাভি ঘটবে । অল্পসন্ধানে জানা গেল যে তুর্ভিক্ষের ভয়েই শস্য সংগ্রহ হইতেছে ।

যুবরাজের সহিত শিকারের সময়ে ডাক্তার ফেরার জঙ্গ বাহাদুরকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার জ্বংপিণ্ডে চর্কি জমিতেছে এবং তাঁহার মৃত্যু যে কোন সময়ে হঠাৎ ঘটতে পারে । তিনি একজন্ত কাঠমাণ্ডুতে ফিরিয়া আসিয়াই জমি জমং টাকা কড়ি পুত্রদ্বয়ের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া ছিলেন ।

২৭শে নভেম্বর জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র জেনারেল বাবর

জঙ্গ স্বয়ং রোগে বাঘমতী তীরে দেহত্যাগ করেন। ছই পুত্রের শোকে জঙ্গ বাহাদুর কাতর হইয়াছিলেন। বাবর জঙ্গের একটা নৈসর্গিক শিষ্টভাব এবং গানরিক প্রতিভা ছিল এবং সে জন্ত জঙ্গ বাহাদুরের সর্বাপেক্ষা প্রিয়পুত্র ছিলেন।

মনের চাকল্য হইলেই জঙ্গ বাহাদুর শিকারে বাহির হইতেন। এবারেও তাহাই করিলেন। (৬:১২:১৮৭৬) তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্য চিকিৎসা মহারানীরাও এবারে সন্মত হইলেন। জঙ্গ প্রসাদ নামক তাঁহার প্রিয় মন্ত হস্তীটা মরিয়া গিয়াছে সম্বাদ পাইয়া ২৩:২:১৮৭৭ জঙ্গ বাহাদুর বিশেষ স্কন্ধ হইয়াছিলেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারী গোবিন্দ দ্বাদশীর দিন তাঁহার অত্যন্ত নীত বোধ হইতে লাগিল। অল্পগণ মধ্যেই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অমর জঙ্গ নিকটে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “একে ?” মহারানী এরূপ প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসায় জঙ্গ বাহাদুর বলিলেন তিনি আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। কবিরাজ হাত দেখিয়া বলিলেন যে নাড়ী ছাড়িতেছে। মহারাজা জঙ্গ বাহাদুরকে পাকী করিয়া বাঘমতী তীরে লইয়া যাওয়া হইল। পথে সন্দেহ হইল : য হস্ত পাকীতেই দেহত্যাগ করিবেন। তখন তাঁহার স্বজাতীয় রাইফল রেজিমেন্টের নৈসর্গিক নিরুজাতীয় বাহকদিগের স্কন্ধ হইতে পাকী গ্রহণ করিল। বাঘমতী তীরে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। শেষ সময়টা মুখের উপর অপূর্ব শান্তির ছায়া

আসিরাছিল এবং আকাশের দিকে হির দৃষ্টি রাখিয়া অম্পষ্টভাবে ওট নাড়িয়া নাম জপ করিতে করিতে রাজি হুই প্রহরের অব্যবহিত পূর্বে জঙ্গবাহাদুর দেহত্যাগ করেন ।

পাঁচজন মহারানীই সহমরণে যাইতে চাহেন কিন্তু প্রধানা মহারানী দুইজনকে তাঁহাদের ছোট ছোট ছেলেদের জন্ত জীবন রাখিতে অমুজ্জা করিলেন । জঙ্গ বাহাদুর সহমরণ পছন্দ করিতেন না ; এই কথা বলিয়া তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্রগণ অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু সে কথা তিন রানী অগ্রাহ্য করিলেন । প্রধানা মহারানী হিরণ্যগর্ভ কুমারী জঙ্গ বাহাদুরের সহিত এক চিতায় এবং অপর দুই মহারানী দুই পাখের দুই চিতায় আরোহন করিলেন । প্রধানা মহারানী উপস্থিত নেপালী সর্দার এবং প্রধান ব্যক্তিবর্গকে বলিলেন যে মহারাজার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নেপালের সর্ববিধ কল্যাণ । অপর হস্তে শাস্তি থাকিতেছে না দেখিয়াই তিনি উচ্চপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন । সূর্য্যপ্রকার বাহিরের বিপদ হইতে রক্ষা এবং সূর্য্যপ্রকার আভ্যন্তরিক অত্যাচারের নিবারণ তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল । যদি তিনি বাক্য, ব্যবহারে, চিন্তায় কখন কোন অস্তায় করিয়া থাকেন, কোন কতি কাহারও তাঁহার দ্বারা হইয়া থাকে সেজন্য তাঁহার প্রাণা-পেক্ষা প্রিয় নেপালীগণ যেন তাঁহাকে মাফনা করিয়া তাঁহার অক্ষয় শাস্তির জন্ত একবাক্যে প্রার্থনা করেন ।

বড় মহারাণীর আদেশে চিত্র অগ্নি সংযোগ করা হইল । নেপালের হিন্দু রাজ্যটির শাস্তি উন্নতি এবং স্বাধীনতা রক্ষা সম্বন্ধে জজ বাহাদুরের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে । হাইদর আলি এবং বাজিরাও এবং রণজিৎ সিংহের জায়গাই তিনি সঙ্গম পুরুষ ছিলেন । নেপালের ইতিহাসে নেপাল-শূর্য্য মহারাজাধিরাজ পৃথ্বিনারায়ণ সাহ এবং ইংরাজ যুদ্ধের ক্ষতি নিবারণ মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ ভীমসেন থাপার পরই তাঁহার নাম করিতে হয় । তাঁহার ডায়ারি হইতে তাঁহাকে এবং নেপালকে সম্প্রতি ভাবে জানিতে পারা যায় বলিয়াই তাঁহার দৈনন্দিন লিপি হইতে অনেক সম্বাদ বিশেষ কোন ঐতিহাসিক ঘটনাসংস্পর্শে না হইলেও দেওয়া হইয়াছে । যদি মহারাজাধিরাজ পৃথ্বিনারায়ণের মন্ত্রী ভীমসেনের ডায়ারি থাকিত তাহা হইলে নেপালী ছত্রির এই বিবরণ উপস্থানের জায়গাই চিত্তরঞ্জক হইত সন্দেহ নাই ।

জজ বাহাদুরের যৌবনকালের অসমসাহস এবং সামর্থ্যের তুলনা খুব কমই পাওয়া যায় । কেহ কেহ তাঁহাকে উনবিংশ শতাব্দীর “রক্তম” বলিয়াছেন । কোন সময়ে বুবারাজ তাঁহাকে অশ্ব সহিত পুল হইতে ৮০ ফিট নিম্নে নদীগর্ভে ঝপ্প দিয়া পড়িতে আদেশ করিয়া বলেন যে তিনি শুনিয়াছেন যে কার্য্য করিয়া যদি পৃথিবীতে কেহ ঘোণ লইয়া বাহির হইতে পারে ত তিনি জজ বাহাদুর ; অতএব ঐ ভাষা দোখান হটুক জজ বাহাদুর । ঐ নির্ভুর আদেশ পালন করিয়াছিলেন । যখন অশ্বী

পতিত হইতেছে সেই সময় মধ্যে তিনি উহার পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হন ; এবং বে মুহূর্তে অথ নদীজলে পড়ে সেই মুহূর্তে ঐ জলে পারের ধাক্কা দিয়া উল্লম্বন করেন । তাহাতে পতনের আঘাত কম লাগে । তাহার পর বর্ষাঘ নদীর প্রোতে এক ক্রোশ ভাগাইয়া লইয়া যায় । এই পরীক্ষার পর অপর একটা শুষ্ক কূপে পড়িবার আদেশ হইয়াছিল । সে বারে পরদিন পড়িব বলিষা জঙ্গ বাহাদুর কয়েক বস্তা তুলা কূপমধ্যে রাত্রিকালে ফেলাইয়াছিলেন এবং সেবারেও অক্ষতশরীরে রক্ষা পান ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

• রণদীপ সিংহ ও দীর সামসের সিংহ ।

নেপালের একাদশ প্রধান মন্ত্রী রণদীপ সিংহ জঙ্গ বাহাদুরের ভাতা । উহার সর্ব কনিষ্ঠ ভাতা দীর সামসের তখন প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন । অল্প দিন মধ্যেই মহারাজাধিরাজ শ্বেচ্ছ বিক্রম সাহের মৃত্যু হইলে (তাহার পৌত্র) পৃথ্বীবীর বিক্রম সাহ নেপালের সিংহাসনে আরোহন করিয়াছিলেন ।

জঙ্গ বাহাদুর ব্যবস্থা করিয়া যান যে তাঁহার ভাতারা পর পর মন্ত্রীপদ পাইবেন । সেই অন্য রণদীপ সিংহের প্রধান মন্ত্রীর সর্বকর্তৃত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোনরূপ বিতর্ক কোন দিক হইতেই ঘটে নাই । মহারাজা রণদীপের পর

উঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জেনারেল ধীর সামসেরের মন্ত্রীও পাইবার কথা। কিন্তু ধীর সামসেরের মৃত্যু রণদীপ সিংহের জীবদ্দশাতেই (১৮৮৪) ঘটিল। তখন জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রগণ স্থির করিলেন উঁহাদের পাল্লা আসিবে। ধীর সামসেরের পুত্রগণ ভাবিলেন তবে ত আমাদের শাখার পাল্লাটা একবারও আসিবে না! জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রগণের এবং ধীর সামসেরের পুত্রগণের মধ্যে ভবিষ্যৎ মন্ত্রীপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীতার সূত্রপাত হইল। ধীর সামসেরের পুত্র বীর সামসের কলিকাতায় ডবটন কলেজে পড়িয়াছিলেন। তিনি নেপালে ফিরিয়া আসিয়া কুটিল চক্রান্তে লিপ্ত হইলেন। রণদীপ সিংহের মৃত্যুর পর মন্ত্রীপদের আস্থা অধিকারী জঙ্গ বাহাদুর সিংহের পুত্র দিগকেই সৈন্তদল সহায়তা করিতে পারে এবং তখন তাহাদিগের সহিত বিবাদে জয় পরাজয় অনিশ্চিত ইহা বুঝিতে পারিয়া চক্রান্তকারীরা অবিলম্বেই কার্য্যারম্ভ ব্যবস্থা করিল। রণদীপ সিংহ একান্ত ধর্ম্মভীরু এবং পূজাপাঠনিরত নিরীহ লোক ছিলেন। তিনি শৌর্য্য বীৰ্য্যের দ্বারা নেপালী সৈন্তকে মুগ্ধ রাখেন, জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রেরাও তখন নিশ্চিন্ত নাই। সুতরাং চক্রান্তকারী দিগের পক্ষে কাল বিলম্ব না করাই শ্রেয়ঃ বোধহইল।

রণদীপ সিংহ রাজাধিরাজকে বড়ই ভাল বাসিতেন এবং সেরস্ব রাজবাটীতেই অনেকটা সময় থাকিতেন। তিনি রাজবাটীতে পূজায় নিরত থাকাকালে উঁহার আত্মশ্র

রূপদীপ সিংহ ও বীর সমসের সিংহ । ১৬৯

বীর সমসের প্রমুখ চক্রান্তকারীদের হস্তে নিহত হইলেন (২২।১১।১৮৮৫)। বিদ্রোহীদল অবিলম্বেই অতর্কিত আক্রমণে জঙ্গ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎ জঙ্গকে এবং তাহার পৌত্র যুদ্ধ প্রতাপ জঙ্গকে হত্যা করে। ছেনারেল পদ্ম জঙ্গ প্রভৃতি জঙ্গ বাহাদুরের অন্যান্য পুত্রগণ এবং রূপদীপের পুত্র খোজ নরসিংহ এবং তাঁহাদের দলস্থ অনেকে ইংরাজ রেসিডেন্সিতে আশ্রয় লইয়া থাপ রক্ষা করেন।

বীর সমসের সিংহকে জঙ্গ বাহাদুর বড়ই ভাল বাসিতেন এবং একটা সৈন্ত দলের কর্তৃত্ব দিরাছিলেন। তাহার উপর সৈনিক এবং আফিসরদিগের পদচ্যুতির অধিকার পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল। তাহার দ্বারা জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রদিগের হত্যা বড়ই ঘৃণিত কার্য্য হইয়াছিল।

রূপদীপ সিংহের হত্যা হইবারাত্র ইংরাজী শিক্ষিত বীর সমসের মহারাজাধিরাজের নিকট গিয়া বলিলেন যে দুবাকাজ্জা বলতঃ রূপবীর জঙ্গই মন্ত্রীকে হত্যা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র রূপবীর জঙ্গের সহিত এই হত্যার কোন সংশ্লিষ্ট ছিল না।

মহারাজাধিরাজকেও হত্যা করিয়া জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রগণ একেবারে অধিরাজ্যই অধিকার করিতে চাহে এই ঘিঘ্যারটনা করিয়া ভীত রাজাধিরাজকে সঙ্গে লইয়া বীর সমসের সিংহ নিজের অধীনস্থ সৈন্তদলের ছাউনিতে গেলেন। মহারাজাধিরাজকে উহার সঙ্গে আসিতে দেখিয়া

সৈন্ত দলেরও বিশ্বাস হইল যে বীর সমসেরের উক্তিই প্রকৃত । তখন রাজভক্ত নেপালীছত্রি সৈন্ত জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রদিগের উপর একান্তই ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিল । এই সুযোগে বীর সমসের নিজেকে মহারাজাধিরাজ কর্তৃক নিযুক্ত প্রধান যন্ত্রী বলিয়া প্রচার করিলেন । এবং জঙ্গ বাহাদুরের প্রাসাদ (খাপা খালি) এবং অন্যান্য স্থানে তাঁহার পুত্রদিগকে এবং তাহাদের অশুচরদিগকে হত্যা করিতে সৈন্ত প্রেরণ করিলেন । জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র জগৎ জঙ্গ এবং তাঁহার পুত্র ঘুঙ্গ প্রতাপ জঙ্গ হত হইলেন । রণদীপ সিংহের একমাত্র পুত্র জেনারেল খোজ নরসিংহ তাঁহার পিতামহ জঙ্গ বাহাদুরের আইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য করিতেন এবং তেঁরাই এলাকার কন্মিশনার ছিলেন । তিনিও ব্রিটিশ রেসিডেন্সিতে আশ্রয় লইয়া ছিলেন ।

ডিগ্‌বি সাহেব তাঁহার “নেপাল এবং ইণ্ডিয়া” নামক পুস্তকে রেসিডেন্ট বার্কলি সাহেবের বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন । তিনি বলেন :—“বার্কলি সাহেব একটু কড়া হইয়া কার্য্য করিলে বিদ্রোহীরা তাড়াতাড়ি পাইত এবং রেসিডেন্সি হইতে জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রেরা আবার একটা রাষ্ট্রবিপ্লব সংসাধিত করিতে পারিত এবং তাঁহা হইলেই ১৮৫৭৫৮ অব্দে মিউটিনির বিপদকালে জঙ্গ বাহাদুর যে বন্ধুত্ব দেখাইয়াছিলেন তাহার মর্যাদা রক্ষা হইত ; কিন্তু জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রেরা রেসিডেন্সিতে

রণদীপ সিংহ ও বীর সমসের সিংহ । ১৭১

আদর যত্ন পাইলেন না; নেপালের নূতন প্রধান মন্ত্রীর সহিত রেসিডেন্ট কাজ করি করিতে লাগিলেন; হুত নর্কস হইয়া অজ বাহাদুরের পুত্রের। ব্রিটিশ অধিকারে পলায়ন করিয়া আসিলেন।”

ডিগবি সাহেবের এই মত প্রকৃতপক্ষে সমিচীন নহে। এই উপলক্ষে রেসিডেন্ট এবং ভারত গবর্ণমেন্ট যে প্রকৃতই নেপালের প্রতি বন্ধুর ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। নেপালের আন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া উহার স্বাধীনতা হ্রাস করিয়া দিলে “ব্যক্তি-বিশেষের স্মৃতির প্রতি মৌখিক সম্মাননা দেখান হইত বটে, কিন্তু সমগ্র জাতিটার প্রতি অবমাননা করা হইত এবং স্বদেশভক্ত স্বাধীনতাপ্রিয় অজ বাহাদুরের মৃত আত্মা উহার পুত্রদিগের দুর্দশায় যতটুকু না বিচলিত হইয়া থাকিবেন, নেপালের স্বাধীনতার ভারত গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপে তদপেক্ষা “কোটিগুণ” বিচলিত হইতেন— ইহাতে সন্দেহ নাই। অজ বাহাদুর বাহিরের সাহায্য কখন লন নাই। ঐদেশিক সাহায্যে উহার পুত্রদিগকে স্বাধীন ছাত্র সমাজের অকথ্য এবং অনন্ত যুগা সহ, উচ্চপদ পাইতে দেখিলে কাহার না দুঃখ হইত। অজ বাহাদুরের বংশে মীরজাফরাদির মত ইতিহাসে কলঙ্কিত নাম না হওয়াই প্রায়ঃ। কলতঃ ঐরূপ কণিকের ঐহিক প্রতিপত্তি এবং স্বদেশের ও চির অবনতি অজ বাহাদুরের বংশীদিগের শেষ পর্য্যন্ত ভাল লাগিত না। [উহাদের কেহ কেহ ঐ

চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া ভালই হইয়াছে একথাই বলেন ।] কলতঃ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট নেপালের প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করিয়া উচিত পথই ধরিয়াছিলেন এবং জঙ্গ বাহাদুরের আশাপেক্ষা প্রিয় তাঁহার স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিলেন । জঙ্গ বাহাদুরের হতাবশিষ্ট পুত্রদিগের ভারতে বা ইংলণ্ডে আশ্রয়লাভে বিচলিত হইলেন না ; এরূপ সুবিধা পাইয়াও নেপালের আন্তরিক বিপ্লব হস্তক্ষেপ করিলেন না । প্রকৃত প্রস্তাবে নেপালী ছত্রি মাঝেই একমুঠ রেসিডেন্ট সাহেবের এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতি একান্ত কৃতজ্ঞ এবং জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রেরা যে বৈদেশিক সাহায্য লইয়া স্বদেশে বলপূর্ব্বক ঢুকিতে চাহিয়াছিল সেজন্য তাঁহাদের অধঃপতন সুসঙ্গত হইয়াছে বলিয়াই একবাক্যে স্থির করিয়া রাখিয়াছে ।

“বীর সমসেরের সাধু পিতৃব্য হত্যা বড়ই দোষের— কিন্তু নেপালীছত্রি যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের বা প্রতিহিংসার জন্য স্বাধীন নেপালের পবিত্রভূমিতে বৈদেশিক সৈন্তের প্রবেশ করাইবার কল্পনা করিতে পারিল তাহাদের নির্বাসন ক্রীতগবানের কুপায় ঘটয়া যাওয়ায় এবং তাহাদের হৃদয়ের ময়লা এরূপ স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়ায় এই অস্তায় হত্যা কাণ্ড সংসৃষ্ট নেপালের পক্ষে পরম মঙ্গলকর ঘটনা ।” — তেজস্বী নেপালী ছত্রি অনেকই এই ভাবের কথাই আমাকে বলিয়াছেন । অনেককে বলিতে শুনা যায় যে জঙ্গ বাহাদুর এরূপ মন তাঁহার বংশে কাহারও হইতে

রূপদীপ সিংহ ও বীর সমসের সিংহ । ১৭৩

পারে বুঝিলে তিনি বহুদেই নির্ভর্য হইতেন ! নিরক্ষর সাধারণ গুৰ্ব্বা বীরদিগের মন এমনই দেশভক্তি পরিবিক্ত ।

খোজ নরসিং কাঠমাতুত যথেষ্ট ইংরাজ সৈন্ত স্থাপনের এবং তৎসাধ্যাযো রাজমাতার রাজাধিরাজের প্রতি-নিধি স্বরূপে রাজ্য পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য ইংরাজদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন ।

সে যাহা হউক, জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রেরা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্ত না হইয়া আপনাবাই একটা রাষ্ট্রবিপ্লব চেষ্টা করে ; ঐ চেষ্টা নেপালী ছাত্র চক্রে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের জায় অকথা যুগার বিষয় নহে । তবে রাজাধিরাজের শেষ আজ্ঞার বিরোধী বলিয়া বীর সমসেরের কৃত রাষ্ট্র বিপ্লবেরই জায় হয়—এই মাত্র ।

পাটনা (বাকিপুরে) অবস্থান কালে জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রেরা ৮ বলদেব পালিত মহাপ্রহের পুত্র বাবু যত্ননাথ পালিতের সহিত কথাবার্তা করিতে আরম্ভ করেন । ৮ বলদেব পালিত কমিশারিয়েটে কার্য্য করিতেন এবং সম্পত্তিশালী অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন । তিনি সংকৃত ছন্দে বাঙ্গালার ভূতত্ত্ব লিখিয়াছিলেন । অনেক প্রাচীন সিপাহী ও সুবেদারের সহিত তাঁহার হৃদয়তা ছিল । ভূপলক্ষে তাঁহার পুত্রেরও ঐ প্রণীর লোকের সহিত জানা শুনা হইয়াছিল । বাবু যত্ননাথ পালিত সবল শরীর এবং উদ্যমশীল যুবক ছিলেন এবং এক সময়ে হগলী কলেজে বি, এ, ক্লাশে পড়িয়াছিলেন । কথিত আছে যে

বন্ধুত্বের খাতিরে তিনি এই বড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া পড়েন।
জন কতক নির্বাসিত নেপালীও যোগ দেন।

একজন ইংরাজ জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রদিগকে পড়াই-
তেন। তাঁহার সাহায্যে কলিকাতা হইতে কতক বন্দুক
পিস্তল এবং টোটা সংগৃহীত হয়। হঠাৎ একদিন ঐ
দলের লোকেরা ২১০ জন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে
গিয়া নেপালের সীমানায় মিলিত হয়। শুনা যায় যে বাবু
যদুনাথ পালিত যোদ্ধাবেশে ঐ দলের সহিত নেপালে
প্রবেশ করেন। নেপালী সাধারণে এবং সৈন্যেরা জঙ্গ
বাহাদুরের পুত্রদিগের প্রতি একান্তই বিরক্ত হইয়াছিল।
উহারা যে বৈদেশিক সৈন্য সাহায্যে বল পূর্বক নেপালের
কর্তৃত্ব প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়াছিল তাহা বীর সমসেরের যত্নে
কুত্ৰাপি অজ্ঞাত ছিল না। নেপাল অক্রমণকারী দল
কোন নেপালীরই অণুমাত্র সাহায্য পাইল না এবং অকৃত
কার্য্য এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া ভারতে ফিরিল। নেপাল দর-
বারের অনুযোগে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র
দিগকে এবারে একরূপ নজরবন্দীই রাখেন এবং বাবু
যদুনাথ পালিতকে বহুকাল "গার্ডার" হইয়া থাকিতে হয়।

ষোড়শ মন্ত্রী মহারাজা বীর সমসের ১৯০১ অব্দে দেহ-
ত্যাগ করেন। তাঁহার মন্ত্রীত্বকালে কাঠমান্ডু নগরে জলের
কল এবং ড্রেন হয়। বীর লাইব্রেরী, বীর হাসপাতাল
প্রভৃতিও তাঁহার মন্ত্রীত্বকাল স্বর্ণীয় রাখিবে।



মহারাজা চন্দ্র সমসের জঙ্গ ।

I. A. School, Bowbazar, Calcutta.

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

(দেব সমসের এবং চন্দ্র সমসের)

মহারাজা বীর সমসেরের পর মহারাজা দেব সমসের নেপালের (১৩শ) প্রধান মন্ত্রী হইলেন । কিন্তু দুই মাস মধ্যেই স্বাস্থ্যের ফলে পরচ্যুত হইয়া নেপাল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন । এই মন্ত্রী পরিবর্তনে কোনরূপ রক্তারক্তি হয় নাই । তাঁহার ভ্রাতা মহারাজা চন্দ্র সমসের নেপালের (১৪শ) প্রধান মন্ত্রী । ইঁহার আমলে তিব্বত যুদ্ধে (১৯০৪) ব্রিটিশ পূর্ণবৈদ্য বিশেষভাবে নেপালের সাহায্য পাইয়া ছিলেন । ইনি কাঠমান্ডুতে বৈদ্যাতিক আলোক ব্যবস্থা করিয়াছেন । মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীবীর বিক্রমসাহের মৃত্যু হইলে (ডিসেম্বর ১৯১১) তাঁহার পঞ্চম বর্ষীয় পিতৃপুত্র মহারাজাধিরাজ জিহুবন বিক্রম সাহ সিংহাসনারোহন করেন । মহারাজা চন্দ্র সমসের ইংলণ্ড দর্শন করিয়া ১৯০৮) আসিয়াছেন । তিনি বহুপত্নী গ্রহণ করেন নাই । তাঁহার পাঁচ পুত্র এবং এক কন্যা । ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহন সমসের জল রাণা বাহাদুর ১৮৮৭ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন । মহারাজা চন্দ্র সমসেরের আমলে নেপালের রাজ কার্যে অনেক বিষয়ে সুব্যবস্থা হইয়াছে । নেপালে সুগম পথ বা রেল প্রস্তুত হওয়া জাতীয় ইচ্ছার অতিকুল । নেপা-

লীরা নেপালকে দুর্গম রাধিতে চাহে। ইহার উৎপন্ন
লস্য বাহির হইয়া যাওয়া উহার পছন্দ করে না; কিন্তু
টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা কতকটা রাখায় রাজকার্যের সুবিধা
এবং লোকের ও কিছু সুবিধা হইবে।

নেপাল আপনার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া হিন্দুসম্মত
ভাবে আপনার ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি করিতে থাকুক।
মন্ত্রী পরিবর্তনের রক্তারক্তি ব্যাপার ব্যতীতই যেন
হিমাচলাশ্রিত পুণ্যভূমি নেপাল সর্বাপেক্ষা সক্ষম মন্ত্রী
পাইতে থাকে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

(সাধারণ কথা)

(১) কুলটার দণ্ড।—নেপালী ছত্রিনিগের মধ্যে কুলটা
স্ত্রীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। যে পুরুষ কোন ছত্রি
মহিলাকে বিপথ গামিনী করে তাহাকে ঐ স্ত্রীলোকের
স্বামী বা অভিভাবক কুকরি দ্বারা ~~অত্যাচার~~ হত্যা করিতে
অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত। কিন্তু অদ্য বাহাদুরের সময়
হইতে আর বিনা বিচারে হত্যা হয় না। বিচারে দোষী
সাব্যস্ত হইলে সাধারণের সমক্ষে ঐরূপে বধ করিতে দেওয়া
হয়। দোষী ব্যক্তিকে কয়েক গজ অগ্রে থাকিয়া পলা-
য়নের সুবিধা দিবার নিয়ম আছে কিন্তু কার্যতঃ কেহ

দোড়িয়া পলাইতে পারে না। কুকরিহস্ত অশ্রুসরণকারী শ্রমী দুর্বল বা বয়োধিক হইলে দুইধারে দণ্ডায়মান ভ্রষ্ট-বর্গের কেহ না কেহ পলায়নকারীর পায়ের সম্মুখে একটু পু কাড়াইয়া দিয়া তাহাকে ভূমিপাতিত করিয়া দেয়।

(২) দণ্ড :—গোহত্যা ও মনুষ্যহত্যা এবং পরদারে-বধনও দেওয়া হয়। অজ বাহাদুর ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া হস্ত পদচ্ছেদ প্রভৃতি দণ্ড উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এখন জেলে কয়েদ জরিমানা, সম্পত্তি, বাজেয়াপ্ত প্রভৃতি হওয়ারই প্রয়োগ হয়। এই হিন্দু রাজ্যে ব্রাহ্মণ এবং শ্রীলোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না। ১৮১৫ অব্দে ইয়ুরোপের মহাযুদ্ধ কালে জর্জপেরা বেলজীয় পাব্লিকে ও ইংরাজ রাজাকে গুপ্তচর বলিয়া বধ করার বিশেষ নিম্ননীয় হইয়াছিল ; কিন্তু কোন ইয়ুরোপীয় দেশেই শ্রীলোকের ও পাব্লির মৃত্যু দণ্ড “নিষিদ্ধ” নহে। প্রকৃত আর্ধ্যধর্মীর শ্রীলোক বধ করা হুয়ে থাকুক উহাদিগকে কোন প্রকার দৈহিক দণ্ড দিতে অসম্ভব। নেপালে ব্রাহ্মণের এবং শ্রীলোকের জাতিচ্যুত হওয়া বা কয়েদ হওয়াই মৃত্যুদণ্ড তুল্য—সর্বোচ্চ দণ্ড।

(৩) কয়েদী :—কয়েদীরা জেলে ধাইতে শুইতে পারেন এবং উহাদের জেলের পোষাক পরিতে হয়। উহাদের সর্বত্র পূর্ত কার্যো ব্যবহার করা হয়। সঙ্গে “ওয়ার্ডার” গিয়া কাজ দেখাইয়া দিয়া চলিয়া আইসে। উহারা সন্ধ্যা কালে আপনাবাই জেল ফিরিয়া আইসে ; সঙ্গে সঙ্গে কোন পাহারা থাকে না।

(৪) দাসত্ব প্রথা ।—অবস্থাপন্ন নেপালীরাই হইবে গোলাম ও বান্ধী থাকে । দাস দাসীর মূল্য ১০০২ হইতে ২০০২ পর্য্যন্ত । দাসদাসীদের বিশেষ যত্ন করা হয় ; উহারা সন্তাই থাকে । যদি কোন দাসীর সঙ্গে অনিবেব সন্তান জন্মে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করে । দাসের ঔরসজাত সন্তানই দাসপ্রসূ পায় । স্বাধীনের সন্তান এবং সেই সন্তানের মাতা অবশ্যই স্বাধীন—এই ভাবপ্রণোদিত নিয়ম ।

(৫) জ্যোতিষী ।—নেপালে জ্যোতিষীদিগের বখেটে প্রাচুর্য্য ; প্রসিদ্ধ ভৃগুসংহিতা (লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা ইহাতে বিদ্যুত আছে এবং আজও জন্ম সময় বা মৃত্যু সময় হইতে ভৃগু সংহিতোক্ত ফল উদ্ধার করিয়া অনেকটাই দেখা যায়) নেপালেই পাওয়া গিয়াছে । জ্যোতিষীদিগকে, জিজ্ঞাসা করিয়া তবে ঔষধ সেবন করা হয় ।

(৬) বৈদ্য ।—সকল বড় ঘরেই এক একজন বৈদ্য নিযুক্ত থাকেন ।

(৭) মৎস্যাদিগকে আহাৰ্য্য দান ।—খালে বিলে নদীতে মাছকে খাওয়ান পুণ্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত । ছোট ছোট ময়দার লেচির মধ্যে দেব দেবীর নাম লেখা টুকরা টুকরা কাগজ দিয়া জলে ফেলা হয় । ঐ গুলি গিলিলে মৎস্যগুলি আহাৰ্য্য প্রাপ্তি এবং উদ্ধার হুইই হইবে এই বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে থাকায় অনেকেই এই কার্য্য করিয়া থাকেন ।

(৮) ভাষা ।—নেপালীছত্রি যে পাহাড়ী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা সংস্কৃত মিশ্রিত এবং উহা অপভ্রংশে দেবনাগরীকরে লিখিত হয়। এই ভাষা বাঙ্গালীর উহা শ্রীতিতে বিশেষ অন্তর্বিধা হয় না। নেপাল দরবার একটু উৎসাহ দিলেই স্থলে কাছারিতে দেবনাগরী অক্ষরের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া যায় এবং সনাতনধর্মী সুশিক্ষিত হিন্দু রাজার কর্তব্য পূর্ণভাবে পালিত হয়। এতদ্বারা নেপালী ভাষা ভারতের সর্বপ্রধান ভাষা হিন্দীর ক্রমশঃ আরও নিকটবর্তী হইয়া নেপালী সাধারণের ভাষা হিন্দী সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার সহজগ্রাহ্য হইয়া পড়ে। এখন ভদ্রলোক মাত্রকে পৃথকভাবে হিন্দী লিখিতে হয়।

(৯) পশুপতি~~নাথ~~ ।—এই প্রধানতীর্থ কাঠমান্ডু হইতে তিন মাইল দূরে বাগমতীর পশ্চিমতীরে শ্রীশ্রীপশুপতি নাথের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটি সুউচ্চ। উপরিভাগ স্বর্ণমণ্ডিত। নেপালে আড়াই হাজারের অধিক দেবমন্দির আছে। কিন্তু মুসলমান হস্ত কোনটাই ভগ্ন হয় নাই। অপর জাতীয়ও কেহ ঐ সকল মন্দির এ পর্যন্ত লুণ্ঠন করে নাই।

পশুপতিনাথের মন্দিরের নিকট অস্ত্রান্ত অনেক দেব মন্দির আছে তন্মধ্যে গুহেশ্বরীর মন্দির সুপ্রসিদ্ধ।

বাগমতী নদী তীরে দুইখানি শিলা আছে। উহাতে যুযুঁকে শাসিত করিলে তাহার। বাগমতীর জলে ঠেকে। এই দুইখানি শিলা নেপালের রাজাধিরাজ এবং মন্দির বা -

রাধা পরিবারের জন্ত নির্দিষ্ট আছে। শিবরাত্রির দিন এখানে বৃহৎ মেলা হয়।

(১০) বাঙ্গালী।—সরকারী ভোপ বন্ধুকের কারখানায় শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ কৰ্মকার নামক একজন বাঙ্গালী কারিকর বহুকাল হইতে কাজ করিতেছেন। শিক্ষক এবং ডাক্তার এবং উচ্চ কেরানীর পদে কয়েকজন বাঙ্গালী নেপালে সন্মানের সহিত কার্য্য করিতেছেন।

(১১) স্ত্রীশিক্ষা।—নেপালে কোন কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া নারী পাহাড়ী এবং হিন্দী ব্যতীত সংস্কৃতও শিক্ষা করেন। সাধারণতঃ বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়া দেশময় মেয়েদের লেখাপড়া শিখানর ব্যবস্থা নাই। তবে গৃহকার্য্য ও সম্ভ্রান্ত পালনে উইারা বাটীর গৃহিণীর দ্বারাই সুশিক্ষিত হইয়া থাকেন। রামায়ণাদি কথা শ্রবণে আদিশের স্ত্রীলোকদিগের এবং সাধারণতঃ পুরুষদিগের যে অতুল্য শিক্ষা হইত নেপালে এখনও তাহা অক্ষুণ্ণ এবং স্ত্রীপুরুষ অনেকেই দৃঢ়চরিত্র, ক্রেশসহিষ্ণু এবং ত্যাগী।

(১২) উন্নতি।—শ্রীমতী হৈমন্তী দেবী “নেপালে বঙ্গনারী” নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে নেপালের বিভিন্ন বর্ণের এবং মহারাজাদির অনেক সম্বাদ দিয়াছেন। কিন্তু তিনি রেল, টেলিগ্রাফ, ডাক, বালিকাবিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ এবং ঘোড়ার গাড়ির অভাব দেখিয়া নেপালকে বড়ই দুর্দশাগ্রস্ত ভাবিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন :—(ক) “ভারতের সনাতন অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা যদি কাহার দেখিবার সাধ থাকে ত নেপাল রাজ্যে গমন করিতে হয়।”

(খ) “ছই বৎসর স্বাধীন নেপালে বাস করিয়া দীর্ঘ নিবাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে হইল এ যে আমার স্বাধীন রাজ্যের স্বয় ! স্বাধীনতার এ জাতি কি লাভ করিয়াছে ।”

এখনকার বাঙ্গালীর ইংরাজী-সংস্কৃষ্ট স্ত্রী-শিক্ষা বা পুরুষ শিক্ষার মনের কিরূপ বিকৃত অবস্থা হয় তাহা উপরি উক্ত কথা শুনিতেই সুপরিষ্কৃত ! “বাণিকা বিকালক” একদিকে এবং “স্বাধীনতা” অপরদিকে তখন করিয়া স্বাধীনতাকেই লম্বু বলিয়া বোধ হইয়া যায় ॥

কোন সাধু মহাত্মাকে কোন ইংরাজী শিক্ষিত বাবু জিজ্ঞাসী করিয়াছিলেন “মহাশয় ! ধর্মকর্ম করিয়া কি হয় ?” উত্তর পাইয়াছিলেন ধর্মকর্ম করিলে ধর্মরক্ষা হয় । তাহাতেই মনের একটু শান্তি ও সুখ ; আর চাই কি ?” স্বাধীনতা সবচেয়ে সেই কথা—“স্বাধীনতার”—“বদেলীয়ের স্বাধীনতার,” সেই “স্বাধীনতাই” লাভ । তখন মনের একটু শান্তি ও সুখ ; আর চাই কি ?—ইহাই প্রকৃত কথা । তাহা যদি না হইবে তবে “স্বায়তশাসন” কত সকলে এত আবেদন নিবেদন করিতেছি কেন ? ইংরাজদের তাহা একটু একটু করিয়া দিতেছেন এবং আরও অনেক পরিমাণে দিবেন বলিতেছেন বলিয়া সকলে এত কৃতজ্ঞ কেন ? “সর্বত্র আত্মবলং সুখং” ।

(১৪) প্রচার স্থঃস্থঃ ।—গ্রামের কাজ গ্রামিক মণ্ড-
লেরাই করেন । আহাৰ্য্যে ভেজাল খুবই কম । মোটা
অন্ন বস্ত্রের কষ্ট নাই । আসবাবের মত ব্যাকুলতা নাই ।
অর্থোপার্জন জন্য উন্নতভাবে ছুটাছুটি করিয়া বৃথা আবৃক্ষয়
নাই । * দুই তিন পুরুষ পূর্বে বাঙ্গালীর বেকুশ অনেকটা
শান্তি ও আনন্দ ছিল নেপালে সাধারণ প্রচার আশ্রয়
তাহা আছে ।

(১৪) অনুলোম . অসবর্ণ বিবাহ ।—নেপালে এখনও
প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে অনুলোম অসবর্ণ (উচ্চবর্ণের পুরুষের
নিম্নবর্ণের কন্যাগ্রহণে) বিবাহ প্রচলিত আছে । এতদ্বারা
উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জন্মিয়া ক্রমশঃ দেশে অনেকটা আকার-
সাম্য ঘটিয়া আসিতেছে । এই স্বাধীন হিন্দু রাজ্যে বাহার

* কোন কোন স্বতীক্সধী ইংরাজ লেখক আমাদের
অনেক ইংরাজী শিক্ষিত বাবুদিগের অপেক্ষা জল্পষ্ট বুদ্ধিয়া
সাধ্বিকভাবে বলিয়াছেন :—(১) That feverish state
of existence which in enlightened Europe we
call progress ! সেই অষ্ট প্রহর অরভোগের অবস্থা বাহা
আমরা সুসভ্য ইউরোপে “উন্নতি” নাম দিয়া থাকি ! (২),
The race for physical comfort—শারীরিক স্বখ-
সাধক জীব্যাদির জন্য ঘোড়দৌড়ের মত ছুটাছুটি (৩)
There is a civilisation independent of furnitu-
re—আসবাব ছাড়াও এক প্রকার সভ্যতা আছে ।—[সে
সভ্যতা আচারে, ব্যবহারে, উদ্ভাসে ।]

যে বর্ণের ইচ্ছা বলিয়া পরিচয় দেওয়ার যথেষ্টই বাধা আছে বলিয়া ইহা এখনও চলিতে পারিতেছে ।

(১৫) জঙ্গ বাহাদুরের বংশপরিচয়।—নেপালস্বর্গ মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীনারায়ণের প্রধান সেনাপতি রামকৃষ্ণ রাণা গেহলোট বংশীয় ছিলেন । তিনি প্রভুর কৃপায় যে ধন অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন তাহার সমস্তই লোক-হিতার্থে অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা লোকহিতার্থে গুণেশ্বরী হইতে পদ্মপতিনাথ পর্যন্ত একটা রাস্তা প্রস্তুত ব্যয় করেন । ঐ রাস্তা আজও বর্তমান আছে । ইহার একমাত্র পুত্র রণজিতকুমার রাণা সোমেশ্বর ও লামজাং প্রদেশ নেপাল অধিকার ভুক্ত করেন এবং কুমায়ূনের রাজ্য সংসার চাঁদ বধন পঞ্চাব কেশরী রণজিৎ সিংহের অন্ন সাহায্য পাইয়া ঐ রাজ্য পুনরুদ্ধার চেষ্টা করেন সেই যুদ্ধে রণক্ষেত্রে দেহত্যাগ করেন ।

রণজিত কুমারের তিন পুত্র । বাল নরসিংহ, বলরাম এবং রেবত । বালনরসিংহই মহারাজাধিরাজ রণবাহাদুরের হত্যাকারী সের সিংহকে বিহত করেন । তিনি প্রত্যহ প্রত্যাষে বাঘমতী নদীতে স্নান করিতেন এবং ছরঙ্গ শীতের সময়েও দুইঘণ্টা বুক পর্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেন । উহার জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে বখ্ত বীরের জন্ম হয় । দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে জঙ্গবাহাদুর, (যন) বন বাহাদুর হুজিনরসিংহ, কুম্ভ বাহাদুর, রাণা দীপসিংহ, জগত সয়সের এই সাত পুত্র এবং লক্ষ্মীশ্বরী এবং রণোদীপেশ্বরী

দুই কস্তার জয় হয়। জনবাহাদুরের মাতা মন্ত্রী ভীমসেন
ধাপার ভাতা নেন সিংহের কস্তা ।

(১৬) নেপালের স্থাপত্য শিল্প ।—নেপালে বৌদ্ধ মন্দির,
বুদ্ধমূর্তি, হিন্দু দেবালয় নানা স্থানে আছে। প্রস্তরের
উপর এবং কাঠের উপর কারুকার্য সুন্দর হয়। “পিক্চারেস্ক
নেপাল” এবং “নেপালে বঙ্গনারী” পুস্তকে অনেক ছবি
আছে ।

পাটন, ভাটগাঁও, পাল্পা এবং কাঠমান্ডুতে অনেক
সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ দৃষ্ট হয় ।

(১৮) কুকরী ।—নেপালী কুকরী বা ভুজালির কাঠ-
নির্মিত হাতলটি খুব ছোট। গুঁথার ক্ষুদ্র কিন্তু শবল হস্তে
ঐ অস্ত্রটি অসাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয়। কুকরীর পৃষ্ঠদেশ
পুরু, ডগা সূচীর জায় স্থল, ধার ক্ষুরের জায় তীক্ষ্ণ। কুক-
রীর উপর দিকটা বক্র এবং নিচের দিকটাও অপস্রভাবে
বক্র; কাটারির জায় দুই দিক একভাবে বক্র নহে। একপ
উৎকৃষ্ট ইম্পাতে ঐ ক্ষুদ্র কিন্তু ভারী অস্ত্র ধানি প্রস্তুত হয়
যে অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে ২৫।৩০ বৎসরেও মরিচা
ধরে না। নেপালীরা উহা সর্বদাই সঙ্গে রাখে এবং সকল
কাজেই লাগায় ।

নেপালী যোদ্ধা অনেক সময়ে কিপ্রভাবে গুড়ি মারিয়া
শত্রু পক্ষীয় অশ্বারোহী দলের আক্রমণের সময়েই ঘোড়ার
পেটের নিচে গিয়া কুকরীর দ্বারা ঘোড়ার পেট চিরিয়া
মুহুর্ত মধ্যে শত্রুর পা কাটিয়া দিয়াছে। দাঁতে কুকরী

সরিয়া অঙ্ককারে বুকে হাটিয়া গিয়া ওখাযোকা ইউরোপীয়
সময়ে (১৯১৫—১৯১৬) জর্ষণ টেকে পৌছিয়া মারকাট
করিয়াছে। শুধু কুকুরী হস্তে নেপালী শিকারী অবলীলাক্রমে
ব্যাঘ্র শিকার করে। ব্যাঘ্র বাম্প দিয়া উপরে পড়ায় পূর্ব
মুহুর্তে সে উহার গলার প্রচণ্ড আঘাত করিয়া সরিয়া
পড়িতে পারে ।



সমাপ্ত ।

